শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

ষষ্ঠস্কন্ধঃ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীপরীক্ষিদুবাচ—

নিবৃত্তিমার্গঃ কথিত আদৌ ভগবতা যথা।
ক্রমযোগোপলব্ধেন ব্রহ্মণা যদসংসৃতিঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গ ও বিসর্গাদি দশটী বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভাগবত-বক্তা শ্রীশুকদেব তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম স্কন্ধে সর্গ, বিসর্গ ও স্থান বর্ণন করিয়া এই স্কন্ধে উনবিংশাধ্যায়ে 'পোষণ' বর্ণন করিতেছেন; তন্মধ্যে এই অধ্যায়ে মহাপাপী অজামিলের পাপমোচনার্থ বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়ের আগমন এবং যমদূতগণের নিকট ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ও অজামিলের পাপ-বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।

ইহলোক ও পরলোক, এই উভয় লোকেই পাপ—যন্ত্রণাদায়ক। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের মূল-স্বরূপ পাপের বিনাশ-জন্য কর্ম্মমার্গে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু তদ্দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও পাপমূল অবিদ্যা বিনষ্ট হয় না। এইজন্য প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়াও পুরুষের আবার পাপাদিতে প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব 'দ্বাদশবার্ষিক ব্রত' প্রভৃতিকে 'মুখ্য-প্রায়শ্চিত্ত' বলা যায় না। জ্ঞানমার্গে জ্ঞানই মুখ্য-প্রায়শ্চিত্তরূপে বিবেচিত হয়। কর্ম্মিগণের মতে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, শম, দম, দান, সত্য, যম ও নিয়ম প্রভৃতি দ্বারা পাপবীজ ভস্মীভূত হয়। জ্ঞানে পাপবীজ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহাকে 'মুখ্য-প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে, সত্য; কিন্তু তদ্দ্বারা পাপমূল অবিদ্যার উচ্ছেদ হয় না। কেবলমাত্র বাসুদেবে ভক্তিযোগ-প্রভাবেই পাপমূল অবিদ্যার বিনাশ হইয়া থাকে, অন্য কোন উপায়ে হয় না। অতএব শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হয়। ভক্তিপথই পরম-মঙ্গলদায়ক; এই মার্গে কোনপ্রকার বিঘ্নাদির আশঙ্কা নাই। কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল-প্রদানে সমর্থ নহে; কিন্তু ভক্তি—নিরপেক্ষা, অত্যল্প-পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইলেও জীবকে পবিত্র করিতে সমর্থ হন। যিনি একবারমাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে চিত্ত সন্নিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর স্বপ্নেও যম বা যমদূতদিগকে দর্শন করিতে হয় না। এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ অজামিলের উপাখ্যান শোনা যায়। কান্যকুব্জ-দেশবাসী অজামিল বেদনিষ্ঠ ও সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইয়াও প্রাক্তন-কর্ম্মফলে কোন এক শূদ্রাতে আসক্ত হইয়া সদাচার-ভ্রষ্ট হইয়াছিল। সে ঐ শূদ্রার গর্ভজাত দশটী পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ-পুত্রের "নারায়ণ" নাম রাখেন। মৃত্যুকালে যমদূতগণকে দেখিয়া ভয়ে প্রিয়তম পুত্র 'নারায়ণ'কে ডাকিতে ডাকিতে বিষ্ণুস্মৃতিদ্বারা তাহার সাঙ্কেত্যরূপ 'নামাভাস' হইল। নামোচ্চারণশ্রবণমাত্রেই বিষ্ণুদূতগণ তথায় আগমন করিয়া অজামিলকে বলপূর্ব্বক যমদূতগণের হস্ত হইতে মোচন করিলেন। যমদূত ও বিষ্ণুদূতের পরস্পর কথোপকথন-ফলে অজামিল ভাগবতধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ও কর্ম্মমার্গের নিকৃষ্টতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন।

অন্বয়ঃ—শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ,—আদৌ (দ্বিতীয়-স্কন্ধে বৈশ্বানরং যাতীত্যাদিনা) ভগবতা (ত্বয়া) যথা (যথাবৎ) নিবৃত্তিমার্গঃ কথিতঃ। যৎ (যেন মার্গেণ)

ক্রমযোগোপলব্ধেন (ক্রমেণ যোগাঃ অর্চ্চিরাদি-প্রাপ্তিঃ তেন উপলব্ধেন প্রাপ্তেন) ব্রহ্মণা (সহ) অসংসৃতিঃ (মোক্ষঃ ভবতি ;—"ব্রহ্মণা সহতে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ।।" ইতি বচনাৎ) ।। ১ ।।

অনুবাদ—শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন,—হে ভগবন্, (শুকদেব), আপনি পূর্ব্বে (দ্বিতীয় স্কন্ধে) যথাবৎ নিবৃত্তিমার্গ বর্ণন করিয়াছেন। সেই নিবৃত্তিমার্গদ্বারা ক্রমপন্থায় অর্চ্চিরাদি লোক লাভ হইয়া ব্রহ্মার সহিত মিলন ও মুক্তি হয় ।। ১ ।।

বিশ্বনাথ—

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

প্রণম্য শ্রীগুরুং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণার্ণবম্।
লোকনাথং জগচ্চক্ষুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ।।
গোপরামাজনপ্রাণপ্রেয়সেতি প্রভূষ্ণবে।
তদীয়-প্রিয়দাস্যায় মাং মদীয়মহং দদে ।।
স্বমর্য্যাদাস্থিতানাং যদ্ভূপাতালদিবৌকসাম্।
পালনং স্থানশব্দোক্তং পঞ্চমে তদুদীরিতম্ ।।
ভক্তানাং ধর্ম্মমর্য্যাদোল্লঙ্ঘিনামপি পালনম্।
যদ্ভবেত্তত্তু বিদ্বদ্ভিঃ পোষণং পরিকীর্ত্তিতম্ ।।
পাপিনোঽজামিলস্যাপি নামাভাষেণ ভক্ততা।
গুরুদ্রোহোঽপি শক্রস্য প্রোক্তাধিকৃতভক্ততা ।।
তয়োশ্চ পোষণাচ্চিত্রকেত্বাদীনাঞ্চ কিং পুনঃ।
অধ্যায়ৈকোনবিংশত্যা ভক্তবাৎসল্যমুচ্যতে ।।
তত্র তু ত্রিভিরধ্যায়ৈঃ কথাজামিলসংশ্রয়া।
বিশ্বরূপাশ্রয়া ষড়্ভির্বৃত্রাখ্যানমথাষ্টভিঃ ।।
মরুদাখ্যানমধ্যায়দ্বয়েন পরিকীর্ত্তিতম্।
যত্রানুবৃত্তিরিন্দ্রেণ দিত্যাং পুংসবনব্রতে ।।
তত্রেঽপ্রথমেঽধ্যায়ে বিষ্ণুদূতৈরজামিলে।
মোচ্যমানে তদীয়াদ্‌যান্যূচ্যন্তে যমকিঙ্করৈঃ ।।০।।

নরাণাং নরকপাতযাতনা-শ্রবণেন দয়ার্দ্রহৃদয়স্তন্নিস্তারোপায়স্য প্রষ্টব্যস্য প্রত্যুত্তরবচনযোগ্যতায়ামুৎসাহমুপপাদয়িতুং পূর্ব্বোক্তানুবাদেনোপদিষ্টার্থাবধারণযোগ্যতাং স্বস্যাভিব্যঞ্জয়তি—নিবৃত্তীতি। যথা যথাবৎ ; আদৌ দ্বিতীয়স্কন্ধে "বৈশ্বানরং যাতি" ইত্যাদিনা, তথা তৃতীয়ে চ "যে স্বধর্ম্মান্ন দুহ্যন্তি" ইত্যাদিনা যৎ যেন মার্গেণ ক্রমযোগেন প্রাপ্তো যো ব্রহ্মা তেন সহ অসংসৃতির্মোক্ষো ভবতি।

"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।"
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ।।
ইতি শ্রুতেঃ ।। ১ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীগুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব্বক করুণাসিন্ধু, সকল লোকের পালক শ্রীকৃষ্ণকে এবং জগতের চক্ষুঃসদৃশ সেই শ্রীশুকদেবের সর্ব্বপ্রকারে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি ।।

যিনি গোপরামাগণের প্রাণকোটি প্রিয়তম, সর্ব্বশক্তিমান্ সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (এবং তদীয় প্রিয়জনের) দাস্যে আমি আমাকে (অর্থাৎ আমার আমিত্বকে) ও আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিতেছি ।।

স্বমর্য্যাদার দ্বারা স্থিত ভূলোক, পাতাল ও দ্যুলোকবাসিগণের যে পালন, তাহা 'স্থান' শব্দের দ্বারা পঞ্চম স্কন্ধে বলা হইয়াছে ।।

ভক্তগণের এবং ধর্ম্মের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনকারিগণেরও পালন যেভাবে হয়, তাহাকে বিদ্বদ্‌গণ 'পোষণ' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ।।

পাপী অজামিলেরও নামাভাসে ভক্তরূপ এবং গুরুদ্রোহী হইলেও ইন্দ্রের অধিকৃত ভক্ততা উক্ত হইয়াছে ।।

তাহাদের (অজামিল ও ইন্দ্রের) এবং চিত্রকেতু প্রভৃতিরও পালনহেতু (এই ষষ্ঠ স্কন্ধে) ঊনবিংশতি অধ্যায়ের দ্বারা শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্যই উক্ত হইয়াছে ।।

তন্মধ্যে তিনটি অধ্যায়ে অজামিলের উপাখ্যান, ছয়টি অধ্যায়ে বিশ্বরূপের বিবরণ, আটটি অধ্যায়ে বৃত্রাসুরের আখ্যান, এবং দুইটি অধ্যায়ে মরুদ্‌গণের জন্মবৃত্তান্ত, যেখানে দিতির পুংসবন-ব্রতে ইন্দ্রের অনুবৃত্তি (পরিচর্য্যা) পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ।।

তন্মধ্যে এই প্রথম অধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে মুক্ত করিতে উদ্যত হইলে, যমকিঙ্করগণ যাহা বলেন, তাহা বর্ণিত হইয়াছে ।। ০ ।।

পূর্ব্বে (পঞ্চম স্কন্ধের শেষ অধ্যায়ে) নরকগত জীবের যাতনাশ্রবণে দয়ার্দ্রান্তঃকরণ মহারাজ পরীক্ষিৎ তাহা হইতে নিস্তারের উপায় জিজ্ঞাসার প্রত্যুত্তর প্রদানে উৎসাহ সম্পাদনের নিমিত্ত, পূর্ব্বকথিত বিষয়ের অনুবাদপূর্ব্বক নিজের উপদিষ্টার্থ অবধারণের যোগ্যতা প্রকাশ করিতেছেন—'নিবৃত্তিমার্গঃ' ইত্যাদি,

অর্থাৎ যথাযথরূপে নিবৃত্তিমার্গের বর্ণনা আপনি করিয়াছেন। প্রথমতঃ দ্বিতীয় স্কন্ধে—'বৈশ্বানরং যাতি' (২।২।২৪), অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মী যাগ-যজ্ঞাদি করেন, তাঁহারা দেহান্তে আকাশপথে গমন করতঃ প্রথমে ব্রহ্মলোকপথ-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ী সুষুম্না-নাড়ীযোগে 'বৈশ্বানর' অর্থাৎ অগ্ন্যভিমানী দেবতার নিকট যান, তথায় তাঁহাদের পাপসকল ক্ষালিত হইলে, পরে উপরিস্থিত হরি-সম্বন্ধীয় শিশু-মারাকার জ্যোতিশ্চক্রে, যাহা তারকারূপে নারায়ণের অধিষ্ঠান-স্থান, তাহা প্রাপ্ত হন, ইত্যাদির দ্বারা, এবং সেইরূপ তৃতীয় স্কন্ধে—"যে চ স্বধর্ম্মান্ন দুহ্যন্তি', অর্থাৎ যাঁহারা স্বধর্ম্ম আচরণ করেন, তাঁহারা যে পথে 'ক্রমযোগোপলব্ধেন'—ক্রমযোগের দ্বারা প্রাপ্ত যে ব্রহ্মা, অর্থাৎ উক্ত নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বনকারী পুরুষ ক্রমশঃ অর্চ্চিঃ প্রভৃতি লোক অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাকালে তাহার সহিত মুক্তি লাভ করেন। যেমন শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—'ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে' ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রতিকল্পে ক্রম-যোগের দ্বারা তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে অব-স্থানপূর্ব্বক দ্বিপরার্দ্ধ অবসানকালে ব্রহ্মার মুক্তির সময়ে তাঁহার সহিতই পরম পদ (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥

———

প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চৈব ত্রৈগুণ্যবিষয়ো মুনে।
যোঽসাবলীন প্রকৃতের্গুণসর্গঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মুনে, (শুকদেব,) অলীন-প্রকৃতেঃ (ন লীনা ন নিবৃত্তা প্রকৃতিঃ মায়া যস্য প্রাণিনঃ তস্য) পুনঃ পুনঃ (ভোগার্থং) গুণসর্গঃ (গুণানাং সর্গঃ কার্য্যং দেহারম্ভঃ যস্মিন্ সঃ) ত্রৈগুণ্য-বিষয়ঃ (ত্রৈগুণ্যং স্বর্গাদি-সুখং তদেব বিষয়ঃ প্রাপ্যং ফলং যস্য সঃ) যঃ অসৌ (এবম্ভূতঃ) প্রবৃত্তিলক্ষণঃ (মার্গঃ সঃ অপি ত্বয়া—"দক্ষিণেন পথার্য্যম্ণঃ পিতৃ-লোকং ব্রজন্তি তে" ইত্যাদিনা তৃতীয়ে কথিতঃ) ॥২॥

অনুবাদ—হে শুকদেব, প্রকৃতির (মায়ার) নিবৃত্তি না হওয়ায় পুরুষের ভোগার্থ যে বারম্বার দেহপ্রাপ্তি হয়, তাহাই প্রবৃত্তিমার্গের স্বরূপ ; তদ্দ্বারা স্বর্গাদি-সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি এই প্রবৃত্তিমার্গ তৃতীয়-স্কন্ধে বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২ ॥

———

বিশ্বনাথ—প্রবৃত্তিলক্ষণশ্চ কথিতস্তৃতীয় এব "যে ত্বিহাসক্তমনস" ইত্যাদিনা ত্রৈগুণ্যং স্বর্গাদিসুখং, তদেব বিষয়প্রাপ্যং যস্য ; লীনা প্রকৃতির্যস্য তস্য সংসারিণঃ গুণৈরেব সর্গঃ পুনঃ পুনর্জন্ম যতঃ সঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবৃত্তিলক্ষণঃ'—প্রবৃত্তিরূপ যে মার্গ, তাহাও আপনি তৃতীয় স্কন্ধে—'যে ত্বিহাসক্ত মনসঃ' (৩।৩২।১৬), (অর্থাৎ যাহারা কর্ম্মে আসক্ত-চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কাম্য ও নিত্য কর্ম্মসকল সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, অথচ কামাত্মতা ও অজিতেন্দ্রিয়তা-প্রযুক্ত রজোগুণ-প্রভাবে কুণ্ঠিত-মনা এবং নিরন্তর গৃহাদিতে অনুরক্ত হইয়া পিতৃবর্গের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন) ইত্যাদির দ্বারা বলিয়াছেন। 'ত্রৈগুণ্য-বিষয়ঃ'—ত্রৈগুণ্য বলিতে স্বর্গাদি সুখ, তাহাই বিষয় অর্থাৎ প্রাপ্য ফল যাহার। 'অলীনপ্রকৃতিঃ'—(শ্রীভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত) যাহার প্রকৃতি (মায়া) লীন হয় নাই, সেই সংসারী জীবেরই 'গুণসর্গঃ'—গুণের দ্বারাই সর্গ, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ যে জন্ম, তাহা (অর্থাৎ যে পুরুষের প্রকৃতির সৃষ্টিপ্রবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে ত্রিগুণময় স্বর্গাদি সুখলাভের উপযোগী প্রবৃত্তিমার্গের কথা আপনি বলিয়াছেন) ॥ ২ ॥

অধর্ম্মলক্ষণা নানা নরকাশ্চানুবর্ণিতাঃ।
মন্বন্তরশ্চ ব্যাখ্যাত আদ্যঃ স্বায়ম্ভুবো যতঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—অধর্ম্মলক্ষণাঃ (অধর্ম্ম লক্ষয়ন্তি স্বকারণ-তয়া জ্ঞাপয়ন্তি ইতি অধর্ম্মলক্ষণাঃ) নানা (নানা-প্রকারাঃ) নরকা চ অনুবর্ণিতাঃ (পঞ্চমস্কন্ধান্তে অস্য নিরন্তরাধ্যায়ে ত্বয়া অনুবর্ণিতাঃ)। যতঃ (যস্মিন্) স্বায়ম্ভুবঃ (ব্রহ্মপুত্রঃ মনুঃ সঃ) আদ্যঃ (প্রথমঃ) মন্বন্তরঃ চ ব্যাখ্যাতঃ (চতুর্থস্য আদৌ কথিতঃ) ॥৩॥

অনুবাদ—অধর্ম্মস্বরূপ যে নানাবিধ নরক আছে, আপনি তাহাও পশ্চাতে (পঞ্চম-স্কন্ধান্তে) বর্ণন করিয়াছেন। যে মন্বন্তরে ব্রহ্মার পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আবির্ভূত হন, সেই আদ্য-মন্বন্তরের কথাও-চতুর্থ-স্কন্ধের প্রথমভাগে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—যতো যস্মিন্ ।। ৩ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যতঃ'—যাহাতে (অর্থাৎ মন্বন্তরের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহার মধ্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রথম) ।। ৩ ।।

প্রিয়ব্রতোত্তানপদোর্বংশস্তচ্চরিতানি চ ।
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদ্রি-নদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ ।। ৪ ।।
ধরামণ্ডলসংস্থানং ভাগলক্ষণমানতঃ ।
জ্যোতিষাং বিবরাণাঞ্চ যথেদমসৃজদ্বিভুঃ ।। ৫ ।।

অন্বয়ঃ—প্রিয়ব্রতোত্তানপদোঃ (প্রিয়ব্রতোত্তান-পাদয়োঃ) বংশঃ তৎ-চরিতানি চ (তয়োঃ চরিতানি ত্বয়া ব্যাখ্যাতানি চ)। বিভুঃ (হরিঃ) দ্বীপবর্ষ-সমুদ্রাদ্রি-নদ্যুদ্যানবনস্পতীন্ যথা ভাগলক্ষণ-মানতঃ (ভাগতঃ লক্ষণতঃ মানতঃ) অসৃজৎ (তথা ত্বয়া ব্যাখ্যাতম্ এবং) ধরামণ্ডলসংস্থানং (তথা) জ্যোতি-ষাং (সূর্য্যাদীনাং) বিবরাণাঞ্চ (পাতালাদীনাঞ্চ) ইদং (সংস্থানং যথা অসৃজৎ তথা ত্বয়া ব্যাখ্যাতম্) ।। ৪-৫ ।।

অনুবাদ—আপনি প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের বংশ এবং চরিত্রও কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিভু শ্রীহরি যেরূপ বিভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দ্বীপ, বর্ষ সমুদ্র, নদী, উদ্যান, বনস্পতি প্রভৃতি সৃষ্টি এবং যেরূপে ভূমণ্ডল, জ্যোতিশ্চক্র ও পাতালাদি লোকের সংস্থান করিয়াছেন, আপনি তাহাও বর্ণন করিয়াছেন ।। ৪-৫ ।।

বিশ্বনাথ—দ্বীপাদীন্ যথা অসৃজৎ, তথা ব্যাখ্যাত-মিত্যন্বয়ঃ। ভাগতো লক্ষণতো মানতশ্চ ধরামণ্ডলস্য জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনাং ইদং সংস্থানং যথা অসৃজৎ তথা ব্যাখ্যাতমিত্যর্থঃ ।। ৪-৫ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দ্বীপ-বর্ষ'—ইত্যাদি, ভগ-বান্ দ্বীপ, বর্ষ প্রভৃতি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আপনি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'ভাগ-লক্ষণ-মানতঃ'—বিভাগ, লক্ষণ ও পরিমাণানুসারে ধরা-মণ্ডল, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-সমূহের এই সংস্থান যে প্রকারে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, এই অর্থ ।। ৪-৫ ।।

অধুনেহ মহাভাগ যথৈব নরকান্নরঃ ।
নানোগ্রযাতনান্ নেয়াৎ তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ।।৬।।

অন্বয়ঃ—(হে) মহাভাগ, ইহ (সংসারে) নরঃ (পাপিজনঃ অপি) যথা (যেন উপায়েন) নানোগ্র-যাতনান্ (নানা অনেকবিধাঃ উগ্রাঃ তীব্রাঃ যাতনাঃ বেদনাঃ যেষু তান্) নরকান্ (ন এব) ঈয়াৎ (নৈব গচ্ছেৎ) অধুনা মে (মহ্যং) তৎ (উপায়রূপম্) ব্যাখ্যাতুম্ অর্হসি ।। ৬ ।।

অনুবাদ—হে মহাভাগ ! এই সংসারে যে উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্য নানাবিধ অসহ্য যাতনাময় নরকসমূহে পতিত না হয়, আপনি এক্ষণে আমার নিকট সেই উপায় কৃপাপূর্ব্বক ব্যাখ্যা করুন ।। ৬ ।।

বিশ্বনাথ—নানা উগ্রা যাতনা যেষু তান্ নরকান্ যথা ন ঈয়াৎ ন গচ্ছেৎ, তৎ লোকানামিষ্টানিষ্ট-সাধনে দ্বে যথা জ্ঞাতে তথানিষ্টপরিহারসাধনমপি জ্ঞাতব্যমিতি ভাবঃ ।। ৬ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'নানোগ্র-যাতনান্'—নানা, বিবিধ প্রকার, উগ্র বলিতে তীব্র, যাতনাসকল যেখানে, তাদৃশ নরকসকলে যাহাতে গমন করিতে না হয়, তাহা (আপনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করুন)। লোকসকলের ইষ্ট ও অনিষ্ট সাধন—এই দুইটি যেরূপ জ্ঞাতব্য, তদ্রূপ অনিষ্ট পরিহার—সাধনও জানিতে হইবে—এই ভাব ।। ৬ ।।

শ্রীশুক উবাচ—

ন চেদিহৈবাপচিতিং যথাংহসঃ
কৃতস্য কুর্য্যান্মন-উক্তপাণিভিঃ ।
ধ্রুবং স বৈ প্রেত্য নরকানুপৈতি
যে কীর্ত্তিতা মে ভবতস্তিগ্মযাতনাঃ ।। ৭ ।।

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইহ (জন্মনি) মন-উক্তিপাণিভিঃ (মনোবাক্‌কায়ৈঃ ব্যস্তৈঃ সমস্তৈঃ বা) কৃতস্য অংহসঃ (পাপস্য) যথা (যথাবৎ মন্বাদ্যুক্ত-ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ প্রাণী) চেৎ (যদি) অপচিতিং (প্রায়শ্চিত্তং) ন কুর্য্যাৎ (তদা) সঃ (পাপী) প্রেত্য (মৃত্বা পরলোকে) মে (ময়া) ভবতঃ কীর্ত্তিতাঃ তিগ্মযাতনাঃ (তিগ্মাঃ দারুণাঃ যাতনাঃ যেষু তে) যে (নরকান্ তান্) নরকান্ উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ।।৭।।

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, এই জন্মে মনুষ্যগণ মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা পাপ আচরণ করিয়া যদি ইহজন্মেই সেই মন, বাক্য ও শরীর দ্বারাই যথাবিধি (মন্বাদি-উক্ত ধর্ম্মবিধি-অনুসারে) তত্তৎপাপের প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যুর পর, আমি যে সকল অসহ্য যাতনাপূর্ণ নরকের কথা বলিয়াছি, তাহারা নিশ্চয়ই সেইসকল নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—তত্র স্বশিষ্যস্য পরীক্ষিতঃ স্বমতে ব্যুৎপত্তিং পরীক্ষমাণঃ, কর্ম্মিণাং মতে—নরকপ্রতীকারমাহ—ন চেদিতি দ্বাভ্যাম্। ইহৈব জন্মনি মনোবাক্কায়ৈর্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্বা কৃতস্যাংহসঃ অপচিতিং প্রায়শ্চিত্তম্ ইহৈব জন্মনি ন কুর্য্যাচ্চেত্তদা তীগ্মা দারুণাঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—তন্মধ্যে প্রথমতঃ স্বশিষ্য মহারাজ পরীক্ষিতের স্বমতে কতটুকু ব্যুৎপত্তি হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মিগণের মতে নরকের প্রতীকার বলিতেছেন—'ন চেৎ' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ইহৈব'—এই জন্মেই মন, বাক্য ও শরীর দ্বারা, অথবা উহাদের মধ্যে একটি বা সমস্তের দ্বারাই যে সকল পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহার 'অপচিতিং'—প্রায়শ্চিত্ত যদি এই জন্মেই (মৃত্যুর পূর্ব্বেই) না করে, তাহা হইলে 'তিগ্মযাতনাঃ'—তীব্র যাতনাময় নরকসমূহে (যাহা আমি পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই গমন করিতে হয়।) ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ পুরৈবাশ্বিহ পাপনিষ্কৃতৌ
যতেত মৃত্যোরবিপদ্যতাত্মনা।
দোষস্য দৃষ্ট্বা গুরুলাঘবং যথা
ভিষক্ চিকিৎসেত রুজাং নিদানবিৎ ॥ ৮॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ এবং) তস্মাৎ (উক্তহেতোঃ) মৃত্যোঃ পুরা এব অবিপদ্যতা (জরারোগাদিনা অক্ষীয়মাণেন) আত্মনা ইহ (দেহেন ব্রতাচরণেষু যাবৎ অসমর্থঃ ন স্যাৎ তাবৎ এব ইহলোকে) পাপনিষ্কৃতৌ (পাপস্য নিষ্কৃতৌ প্রায়শ্চিত্তে) আশু (শীঘ্র পাপকরণানন্তরম্ এব) যতেত (যত্নং কুর্য্যাৎ; অন্যথা কালাতীতে তু দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তম্ অর্হতীতি দ্বৈগুণ্যাপত্তেঃ) যথা রুজাং (রোগাণাং) নিদানবিৎ (নিদানং কারণং বেত্তি যঃ সঃ) ভিষক্ (বৈদ্যঃ) দোষস্য (বাতপিত্তকফাত্মকস্য) গুরু-লাঘবং (মহত্ত্বম্ অল্পত্বং বা) দৃষ্ট্বা (বিজ্ঞায় তদনুরূপং) চিকিৎসেত (প্রতীকারং কুর্য্যাৎ, তথা পাপস্য অপি মহত্ত্বম্ অল্পত্বঞ্চ অবেক্ষ্য তদনুরূপে প্রায়শ্চিত্তে যতেত ইতি ভাবঃ) ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই দেহ পটু থাকিতে থাকিতেই শীঘ্র শীঘ্র পাপের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে যত্ন করা উচিত (নতুবা কালাতিপাত হইলে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হয়)। নিদানবিৎ চিকিৎসক যেরূপ রোগের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পাপেরও মহত্ত্ব ও অল্পত্ব বিবেচনা করিয়া তদনুরূপ প্রায়শ্চিত্তার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—যস্মাদেবং তস্মান্মৃত্যোঃ পুরৈব তত্রাপ্যাশু; অন্যথা অতীতচিরকালে তু দ্বিগুণং ব্রতমর্হতীতি দ্বৈগুণ্যাপত্তেঃ। অবিপদ্যতাত্মনেতি—যাবজ্জরারোগাদিভির্ব্রতাদ্যসামর্থ্যং ন স্যাদিত্যর্থঃ। অত্র ব্যবস্থাপকো বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রতাৎপর্য্যবিজ্ঞো মৃগ্য ইত্যাহ—দোষস্যেতি। গুরুলাঘবং গৌরবং লাঘবঞ্চ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যেহেতু এই প্রকার, 'তস্মাৎ'—অতএব মৃত্যুর পূর্ব্বেই, তাহাতে অতি সত্বরই (কৃত পাপের নিষ্কৃতির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে যত্নবান্ হইবে)। অন্যথা বহুকাল পরে কিন্তু দ্বিগুণ (চন্দ্রায়ণাদি কঠোর) ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কারণ বৈগুণ্য দোষ হইবার সম্ভাবনা। 'অবিপদ্যতাত্মনা'—শরীর যাহাতে ক্ষয় না হয়, দেহ সুস্থ থাকিতে থাকিতেই, অর্থাৎ জরা ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা ব্রতাদির অনুষ্ঠানে অসামর্থ্য যতদিন না হয়—এই অর্থ। এই বিষয়ে ব্যবস্থাপক—বিদ্বান্ ধর্ম্মশাস্ত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই অন্বেষণ করা উচিত, ইহা বলিতেছেন—'দোষস্য' ইত্যাদি—রোগের মূল কারণবিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুচিকিৎসক যেরূপ রোগসমূহের মূলীভূত দোষসমুদয়ের, 'গুরু-লাঘবং'—গুরুত্ব ও লঘুত্ব (বিবেচনাপূর্ব্বক যথোচিত চিকিৎসা করেন, তদ্রূপ পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব অনু-

সারে, কৃতপাপের নিষ্কৃতির জন্য সুস্থ দেহেই যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদনে যত্নবান্ হইবে।) ॥ ৮ ॥

শ্রীরাজোবাচ—

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎ পাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীরাজা উবাচ,—দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং (দৃষ্টং রাজদণ্ডলোকনিন্দাদি-শ্রুতং-নরকপাতাদি তাভ্যাম্) আত্মনঃ পাপম্ অহিতং জানন্ অপি যৎ (যস্মাৎ) বিবশঃ (তদ্বাসনাধীনঃ সন্ প্রায়শ্চিত্তানন্তরম্ অপি) ভূয়ঃ (পুনঃ জনঃ) পাপং করোতি ; অথো (অস্মাৎ কারণাৎ দ্বাদশাব্দিকং দ্বাদশবর্ষসাধ্যং) প্রায়শ্চিত্তং (পাপনাশকং কর্ম্ম) কথম্ ? (তেন সমূলদোষস্য অনিবৃত্তেঃ ; নিবৃত্তৌ চ পুনঃ পাপপ্ররোহাযোগাৎ ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—পাপ করিলে ইহলোকে রাজদণ্ড ও লোকনিন্দাদি ভয় এবং পরলোকে নরক-পাতাদি ঘটিয়া থাকে ; ইহা দেখিয়া শুনিয়া পুরুষ পাপকে নিজের অহিতকর বলিয়া জানিতে পারে ; কিন্তু ইহা জানিয়াও বিবশ হইয়া প্রায়শ্চিত্তের পরও পুরুষ পুনঃ পুনঃ আবার সেই পাপ-কর্ম্মই করিয়া থাকে। অতএব দ্বাদশ-বার্ষিক-ব্রতাদিকে কিরূপেই বা 'প্রায়শ্চিত্ত' বলা যাইতে পারে ? ঐ (সকলের দ্বারা যখন প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তিই হইয়া থাকে, তখন উহারা প্রকৃত 'প্রায়শ্চিত্ত'-শব্দ-বাচ্য নহে) ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ—মতমিদমাক্ষিপন্নসন্মন্যমান আহ—দৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। দৃষ্টং রাজদণ্ডাদি শ্রুতং নরকপাতাদি তাভ্যামাত্মনোঽহিতং পাপং প্রায়শ্চিত্তানন্তরমপি করোতি লোকে তথা দৃষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। অথো অতঃ প্রায়শ্চিত্তং কথং পাপনাশকমিত্যর্থঃ। তস্য পাপনাশকত্বে পুনঃ পাপপ্ররোহাযোগাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই প্রায়শ্চিত্তের মতকে আক্ষেপপূর্ব্বক অসৎ, অর্থাৎ উত্তম বিবেচনা না করিয়া বলিতেছেন—'দৃষ্ট-শ্রুত' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'দৃষ্টং'—রাজদণ্ডাদি, শ্রুতং—নরকপাতাদি, অর্থাৎ পাপ করিলে রাজদণ্ড এবং নরকপ্রাপ্তি ঘটে—এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং শাস্ত্রদ্বারা পাপকে নিজের অহিতকর জানিতে পারিলেও, মানুষ প্রায়শ্চিত্তের পরও পুনরায় যেন পাপের বশীভূত হইয়াই পাপানুষ্ঠান করে, এইরূপ লোকে দেখা যায়। 'অথো'—অতএব প্রায়শ্চিত্ত কি প্রকারে পাপনাশক ?—এই অর্থ। পাপ নাশপ্রাপ্ত হইলে, পুনরায় পাপের উৎপত্তি হইত না—এই ভাব ॥ ৯ ॥

কৃচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ কৃচিচ্চরতি তৎ পুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমথোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥১০॥

অন্বয়ঃ—(যস্মাৎ) কৃচিৎ (কদাচিৎ) অভদ্রাৎ (পাপাৎ) নিবর্ত্ততে ; কৃচিৎ (কালান্তরে বার্দ্ধক্যাদৌ) পুনঃ তৎ (তৎসদৃশম্ এব পাপং) চরতি (আচরতি); অথ (তস্মাৎ কারণাৎ) কুঞ্জরশৌচবৎ (হস্তিস্নানমিব) প্রায়শ্চিত্তম্ অপার্থং (ব্যর্থং) মন্যে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ—কখনও পুরুষ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কালান্তরে পুনরায় সেইপ্রকার পাপই আচরণ করিয়া থাকে। এইজন্যই মনে হয়, (কর্ম্মকাণ্ডীয়) প্রায়শ্চিত্ত হস্তিস্নানের ন্যায় নিরর্থক ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ—কৃচিদ্যৌবনাদৌ অভদ্রাৎ পাপান্নিবর্ত্ততে পুনস্তদেব পাপং কৃচিদ্বার্দ্ধক্যে চরতি ; অথো অতএব অপার্থং ব্যর্থং কুঞ্জরশৌচবদিতি কুঞ্জরো হি স্নাত্বাপি পুনরাত্মানং রজোভির্মলিনীকরোতি ॥ ১০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কৃচিৎ'—কখনও যৌবনকালে 'অভদ্রাৎ'—পাপ হইতে নিবর্ত্তিত হইলেও, পুনরায় সেই পাপই কখন বার্দ্ধক্যকালে লোকে অনুষ্ঠান করে, অতএব উহা 'অপার্থং'—ব্যর্থ, অর্থাৎ উক্ত প্রায়শ্চিত্তকে আমি হস্তীর স্নানের ন্যায় নিরর্থকই মনে করি, হস্তী যেমন স্নান করিয়াও পুনরায় নিজেকে ধূলার দ্বারা মলিন করে, তদ্রূপ ॥ ১০ ॥

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো নহ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ,—অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ (অবিদ্যা-বদ্ধঃ জীবঃ এবাধিকারী যস্য তস্য

ভাবঃ তত্ত্বং তস্মাৎ হেতোঃ) কর্ম্মণা (কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্তেন) কর্ম্মনির্হারঃ (কর্ম্মণঃ পাপস্য নির্হারঃ বিনাশঃ) আত্যন্তিকঃ (সমূলঃ) ন হি ইষ্যতে ; (যতঃ অবিদ্যা এব পাপপ্রবৃত্তেঃ মূলং সৈব চ প্রায়শ্চিত্তস্য মূলম্ অতঃ তাদৃশস্য পাপস্য তাদৃশেন এব প্রায়শ্চিত্তেন সমূলং নাশঃ ন ভবতি অতঃ অবিদ্যা-নাশাভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তেন নষ্টে অপি তস্মিন্ পাপে তৎসংস্কারেণ পাপান্তরস্য পুনঃ পুনঃ প্ররোহঃ ভবত্যেব ; কিং তর্হি মুখ্যং প্রায়শ্চিত্তম্ ? অতঃ আহ—) বিমর্শনম্ (আত্ম-সাক্ষাৎকারলক্ষণং ভগবজ্‌জ্ঞানমেব সম্যক্) প্রায়শ্চিত্তং (তস্যৈব অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্বাৎ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—বেদব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, পাপাচরণসমূহ—কর্ম্ম ; আবার চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহও—কর্ম্ম। অতএব কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের সমূলে উচ্ছেদ আশা করা যায় না ; কারণ, ঐসকল প্রায়শ্চিত্তাদি-কর্ম্মের অধিকারিগণ, সকলেই অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষ। তাঁহাদের অবিদ্যা বিধ্বংস না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্তদ্বারা একবার পাপক্ষয় হইলেও সংস্কার-বশতঃ পুনঃ পুনঃ পাপান্তরেরই অঙ্কুরোদ্‌গম হইয়া থাকে ; (হে রাজন্, আপনি যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত' কি ? তবে বলিতেছি, শ্রবণ করুন,—অবিদ্যা-নিবর্ত্তকত্ব-হেতু) ভগবজ্‌জ্ঞানই একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—পরীক্ষয়োত্তীর্ণং পরীক্ষিতং পুনরপি পরীক্ষিষ্যমাণঃ সিদ্ধান্তং জ্ঞাপয়তি কর্ম্মণা কৃচ্ছ্রাদি-প্রায়শ্চিত্তেন কর্ম্মণঃ পাপস্য নাশো নাত্যন্তিকঃ, কিন্ত্বাপাতত উপশম ইত্যর্থঃ। অবিদ্বান্ অবিদ্যা-বন্ধো জীব এবাধিকারী যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং তস্মাদ্ধেতোরিত্যবিদ্যায়াঃ পাপমূলস্য বিদ্যমানত্বাৎ পুনঃ পুনরপি পাপপ্ররোহাদিতি ভাবঃ। কিং তর্হি মুখ্যং প্রায়শ্চিত্তমিত্যতঃ পুনরপি পরীক্ষমাণো জ্ঞানিনাং মতেনাহ—বিমর্শনং জ্ঞানং তস্যৈবাবিদ্যানিবর্ত্তকত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—পরীক্ষার দ্বারা উত্তীর্ণ মহারাজ পরীক্ষিৎকে পুনরায় পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সিদ্ধান্ত জানাইতেছেন—'কর্ম্মণা' কর্ম্মের দ্বারা কর্ম্মের আত্যন্তিক বিনাশ, অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি কৃচ্ছ্র-সাধ্য কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপকর্ম্মের সমূলে বিনাশ কখনই হয় না, কিন্তু আপাততঃ উপশম হয় মাত্র—এই অর্থ। 'অবিদ্বদ্-অধিকারিত্বাৎ'—অবিদ্বান্ অর্থাৎ অবিদ্যাবন্ধ জীবই অধিকারী যাহার, তাহার ভাব, অবিদ্যত্ব, তাহার হেতুই, পাপের মূল যে অবিদ্যা, তাহা বিদ্যমান থাকায় পুনঃ পুনঃ পাপের উদ্ভব হইয়া থাকে—এই ভাব (অর্থাৎ অবিদ্যাবন্ধ পুরুষগণই কর্ম্মরূপ প্রায়শ্চিত্তের অধিকারী বলিয়া তাহাদের অবিদ্যা বিনষ্ট না হওয়ায় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তৎকালে পাপ নষ্ট হইলেও, অবিদ্যামূলক সংস্কারবশতঃ পুনরায় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়।) যদি বলেন—তাহা হইলে মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহার উত্তরে পুনরায় পরীক্ষা করিবার জন্য জ্ঞানিগণের মতে বলিতেছেন—'বিমর্শনং', জ্ঞানই পাপের মুখ্য প্রায়শ্চিত্ত, যেহেতু জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার মূলোচ্ছেদ হইলে পুনরায় পাপ-প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, এই ভাব ॥ ১১ ॥

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥১২॥

অন্বয়ঃ—(হে রাজন্,) পথ্যম্ এব অন্নম্ অশ্নতঃ (পুরুষান্ যথা) ব্যাধয়ঃ ন অভিভবন্তি (ন বাধন্তে, কিন্তু শনৈঃ নিবর্ত্তন্তে), এবং নিয়মকৃৎ (নিয়মাদি-কর্ত্তা) শনৈঃ (শনৈঃ) ক্ষেমায় (তত্ত্ব-জ্ঞানায় কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, যে-পথ্যে অর্থাৎ খাদ্যে রোগ উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নাই, সেইরূপ খাদ্য যে-ব্যক্তি আহার করেন, তাঁহাকে যেমন ব্যাধিসমূহ আক্রমণ করিতে পারে না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব ব্যাধিরও নিবৃত্তি হয়, তদ্রূপ যিনি নিয়ম পালন করিয়া চলেন, তিনিও ক্রমে ক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হন ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—ননু তর্হি পাপবত্ত্বে অন্তঃকরণশুদ্ধ্যভাবস্তস্মিংশ্চ সতি কুতো জ্ঞানপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ ? সত্যম্ ; জ্ঞানসাধনেনাপি পাপোপশম ইতি সদৃষ্টান্তমাহ—পথ্যমেবান্নমশ্নতঃ পুরুষান্ যথা ব্যাধয়ো ন বাধন্তে, তথা নিয়মাদিকর্ত্তা ক্ষেমায় পাপনাশনায় শনৈঃ শনৈরেব সমর্থো ভবতি ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পাপ থাকিতে অন্তঃকরণের শুদ্ধির অভাব, সেই অবস্থায় কি প্রকারে জ্ঞানসাধন করা যাইতে পারে? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), জ্ঞানসাধনের দ্বারাও পাপের উপশম হয় (কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশ হয় না), ইহাই দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'পথ্যম্' ইত্যাদি, যে ব্যক্তি হিতকর অন্ন ভোজন করে, তাহাকে যেরূপ রোগসমূহ, 'ন বাধন্তে'—অভিভূত করিতে পারে না, সেইরূপ যিনি নিয়মাদির কর্ত্তা (নিয়ম-পরায়ণ), তিনি 'ক্ষেমায়'—পাপনাশের নিমিত্ত ক্রমশঃ সমর্থ হন ॥ ১২ ॥

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শমেন চ দমেন চ।
ত্যাগেন সত্যশৌচাভ্যাং যমেন নিয়মেন বা ॥ ১৩ ॥
দেহবাগ্‌বুদ্ধিজং ধীরা ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
ক্ষিপন্ত্যঘং মহদপি বেণুগুল্মমিবানলঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—তপসা (ঐকাগ্রেণ) ব্রহ্মচর্য্যেণ (অষ্টাঙ্গেন স্ত্র্যাদিত্যাগেন) শমেন (মনসঃ নিয়মেন) দমেন (বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহেণ) ত্যাগেন (দানেন) সত্যশৌচাভ্যাং (সত্যেন যথার্থভাষণেন শৌচেন স্নানাদিনা) যমেন (অহিংসাদিনা) নিয়মেন (জপাদিনা) বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ (জ্ঞাতধর্ম্মরহস্যাঃ) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শাস্ত্র-গুর্ব্বাদিশ্রদ্ধানিষ্ঠাঃ) ধীরাঃ (সর্ব্বতঃ বিরক্তাঃ লব্ধ-জ্ঞানাশ্চ সন্তঃ) দেহবাগ্‌ বুদ্ধিজং মহৎ অপি অঘং (পাপং) যথা অনলঃ (অগ্নিঃ) বেণুগুল্মং (বেণুং গুল্মং চ নাশয়তি দহতি তদ্বৎ) ক্ষিপন্তি (নাশয়ন্তি) ॥ ১৩-১৪ ॥

অনুবাদ—চিত্তৈকাগ্র্য, অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-রহিত ব্রহ্ম-চর্য্য, অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দান, যথার্থ-ভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে ধর্ম্মরহস্যবিৎ শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানিগণ কায়-বাক্য-বুদ্ধি-কৃত সুমহৎ পাপকেও, অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম (বাঁশের ঝাড়) বিনাশের ন্যায় দূরীকৃত করিয়া থাকেন ॥ ১৩-১৪ ॥

বিশ্বনাথ—এতদেব বিশদয়তি দ্বাভ্যাম্। 'তপসা' ভোগরাহিত্যেন, 'ব্রহ্মচর্য্যেণ' স্ত্রীপ্রেক্ষণাদিত্যাগেন, 'শমেন' যথাশক্তি মনো-নিয়মেন, 'দমেন' বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ, 'ত্যাগেন' দানেন, 'যমেন' অহিংসাদিনা, 'নিয়মেন' জপাদিনা ॥ ১৩-১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—ইহাই বিশদভাবে দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন—'তপসা' ইত্যাদি। তপস্যা বলিতে ভোগরাহিত্য, ব্রহ্মচর্য্য স্ত্রীদর্শনাদি ত্যাগ, শম অর্থাৎ যথাশক্তি মনের সংযম, দম বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, ত্যাগ বলিতে অন্নাদি দান, অহিংসা প্রভৃতি যম এবং জপ প্রভৃতি নিয়ম দ্বারা, (অর্থাৎ দেহ, বাক্য ও বুদ্ধি দ্বারা অর্জ্জিত মহৎপাপকেও শ্রদ্ধাযুক্ত বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ বিনষ্ট করেন, যেমন অগ্নি বৃহৎ বেণুগুল্ম অর্থাৎ বাঁশবনকেও দগ্ধ করে) ॥ ১৩-১৪॥

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তিং কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥১৫॥

অন্বয়ঃ—(অত্রাপি বেণুগুল্মানল-দৃষ্টান্তেন পুনরপি পাপপ্ররোহসূচনাদপ্রসন্নমনসং রাজানং ভক্তানাং মতেনাহ—) কেচিৎ (এবম্ভূতা ভক্তিপ্রধানা বিরলা ইতি দর্শয়তি) বাসুদেব-পরায়ণাঃ কেবলয়া (তপ-আদিকম্ অনপেক্ষমাণয়া) ভক্ত্যা (ভগবতি প্রেম্না) কার্ৎস্ন্যেন অঘং (সমূলং অবিদ্যা-সহিতং পাপং) ভাস্করঃ নীহারম্ ইব (সূর্য্যঃ যথা হিমরাশিং নাশয়তি তথা) ধুন্বন্তি (বিনাশয়ন্তি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—(অগ্নিদ্বারা বেণুগুল্ম-বিনাশের ন্যায় যে তপস্যা-ব্রহ্মচর্য্যাদির বলে পাপনাশের কথা কথিত হইল, তাহাতেও পুনরায় পাপাঙ্কুরোদ্‌গমের আশঙ্কা আছে, কারণ, অগ্নি হয় ত' বেণুগুল্মের মূলদেশকে সর্ব্বতোভাবে দগ্ধ করিতে না করিতেই নির্ব্বাপিত হইতে পারে; সুতরাং এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের কথা শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ-মহারাজ বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না দেখিয়া শ্রীশুকদেব তাঁহার নিকট ভক্ত-গণের মত উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন)—কতিপয় মাত্র (কেননা, এইরূপ ভক্তিপ্রধান পুরুষ—বড়ই দুর্ল্লভ) বাসুদেব-পরায়ণ পুরুষই তপস্যাদি-নিরপেক্ষা কেবলা-ভক্তিদ্বারাই পাপকে সমূলে সংহার করেন। প্রভাকর যেরূপ হিমরাশিকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিয়া থাকে, তদ্রূপ বাসুদেবপরায়ণ ঐকান্তিক ভগ-বদ্ভক্তগণও ভক্তিবলে (আনুষঙ্গিকভাবে) পাপকে

সমূলে উৎপাটিত করিতে সমর্থ হন। (যেমন, আলোক-দানই সূর্য্যের মুখ্য কার্য্য এবং হিমাদ্রি-বিনাশ আনুষঙ্গিক, তদ্রূপ ভগবৎসেবা বা প্রেমপ্রাপ্তিই ভক্তির মুখ্য-সাধ্য এবং অবিদ্যা বা পাপাদি-বিনাশ আনুষঙ্গিক; সূর্য্য উদিত হইলে যেমন আর কোথায়ও নীহার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ কেবলা-ভক্তি উদিত হইলে জীবের আর পাপাদিতে প্রবৃত্তি থাকে না)॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি বেণুগুল্মানলদৃষ্টান্তেন পুনরপি পাপপ্ররোহসূচনাদপ্রসন্নমনসং রাজানং ভক্তানাং মতেনাহ—কেচিদিত্যেতে পুনর্বিরলপ্রচারা ইতি ভাবঃ। কেবলয়া কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতয়া সতোঽপি গুণীভূতান্ কর্ম্মজ্ঞানাদীন্ অনপেক্ষমানয়া চ। অত্র কার্ৎস্ন্যেন ইতি প্রয়োগাৎ নীহারভাস্করদৃষ্টান্তেন চ পাপনির্ম্মূলং ভক্ত্যৈব নান্যথেতি সূচিতম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানেও অগ্নির দ্বারা বেণুগুল্মের দগ্ধের দৃষ্টান্তে পুনরায় পাপোৎপত্তির সূচনায়, (অর্থাৎ অগ্নি বাঁশবন দগ্ধ করিলেও তাহার মূল মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকে বলিয়া বর্ষার বারিপাতে আবার উহাকে প্ররূঢ় হইতে দেখা যায়, সেইরূপ জ্ঞানের দ্বারা পাপ বিনষ্ট হইলেও, তাহার মূল অবিদ্যার বিনাশ না হওয়ায় পুনরায় পাপকর্ম্মে প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, ইহাতে) অপ্রসন্নচিত্ত মহারাজ পরীক্ষিৎকে ভক্তগণের মতে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'কেচিৎ' ইত্যাদি, কেহ কেহ, ইহা বলায় তাঁহারা অতি বিরল-প্রচার, অর্থাৎ তাঁহাদের সংখ্যা অতি কম, কতিপয় ভক্তজন—এই ভাব। 'কেবলয়া ভক্ত্যা'—কেবলা ভক্তির দ্বারাই (পাপরাশিকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করেন)। কেবলা বলিতে জ্ঞান ও কর্ম্মাদি-রহিত এবং গৌণভাবে স্থিত কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির কোন অপেক্ষা না করিয়া—এইরূপ ঐকান্তিকী ভক্তির দ্বারা। এখানে 'কার্ৎস্ন্যেন'—সম্পূর্ণরূপে, এবং নীহার ও ভাস্করের দৃষ্টান্ত দ্বারা পাপের নিঃশেষরূপে সমূলে বিনাশ একমাত্র ভক্তির দ্বারাই হয়, অন্য কোন প্রকারে নহে—ইহা সূচিত হইল। (অর্থাৎ সূর্য্য যেরূপ নীহাররাশিকে বিনাশ করে, তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীহরির একান্ত শরণাগত কোন কোন ব্যক্তিগণ তপস্যাদি নিরপেক্ষ কেবল ভক্তিদ্বারাই পাপরাশিকে সমূলে বিনাশ করেন।)॥ ১৫॥

—২

তথ্য—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব-বিঃ ১লঃ ১২ সংখ্যায় শুদ্ধভক্তির ছয়টী বৈশিষ্ট্য-বর্ণনমুখে সর্ব্বপ্রথমেই উত্তমাভক্তিকে 'ক্লেশঘ্নী' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ক্লেশ তিন প্রকার—'পাপ', 'পাপবীজ' ও 'অবিদ্যা'। পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতক প্রভৃতি ক্রিয়াসলকই 'পাপ'। অপ্রারব্ধ ও প্রারব্ধ-ভেদে পাপ—দ্বিবিধ। যাহা অদৃষ্টরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে এবং যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহাই 'অপ্রারব্ধ' পাপ, উহা অনাদি ও অনন্ত; আর যাহা আরব্ধ বা ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাকে 'প্রারব্ধ' পাপ বলে। এই প্রারব্ধ-পাপ প্রভাবেই নীচকুলে জন্মপরিগ্রহ প্রভৃতি হয়। ভক্তি এই 'অপ্রারব্ধ' এবং 'প্রারব্ধ' উভয়বিধ পাপই বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। ভা ১১।১৪।১৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ মৎসম্বন্ধিনী ভক্তি নিখিল-পাপকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া থাকে।" ভক্তির প্রারব্ধ-পাপ-হারিত্ব-সম্বন্ধে ভা ৩।৩৩।৬ শ্লোকে শ্রীকপিলদেবের প্রতি দেবহূতিবাক্যে এরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—"হে ভগবন্, কুক্কুর-ভোজী অন্ত্যজ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিও যদি আপনার নাম শ্রবণ, শ্রবণানন্তর কীর্ত্তন, আপনাকে নমস্কার এবং আপনার স্মরণ করেন, তবে তিনিও তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের অধিকারী হন। আর যাঁহারা আপনার দর্শন লাভ করেন, তাঁহাদের কথা আর কি বলিব?" পদ্মপুরাণেও লিখিত আছে যে, যাঁহাদের চিত্ত—বিষ্ণুভক্তিতে একান্তভাবে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের 'ফলোন্মুখ', 'বীজ', 'কূট', এবং 'অপ্রারব্ধ ফল'—এই পাপচতুষ্টয় ক্রমে-ক্রমেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। 'ফলোন্মুখ'-অর্থে প্রারব্ধ, 'বীজ'-অর্থে বাসনাময় বা প্রারব্ধত্বের উন্মুখতা-কারণ, 'কূট' অর্থে বীজত্বের উন্মুখতা-কারণ, 'অপ্রারব্ধ ফল' অর্থে যাহাতে কূটত্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থা আরব্ধ হয় নাই। কূট অপ্রারব্ধের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে।

পাপ করিবার বাসনাসকল—'পাপবীজ', ভক্তি-পূতহৃদয়ে সে সমস্ত বাসনা স্থান লাভ করে না। ভক্তির পাপবীজহরত্ব-সম্বন্ধে ভা ৬।২।১৭ শ্লোকে শ্রীশুকদেব-বাক্য দ্রষ্টব্য।

জীবের স্বরূপ-ভ্রমের নাম—'অবিদ্যা'। শুদ্ধ-ভক্তির উদয়ে 'আমি কৃষ্ণদাস'—এই বুদ্ধি সহজে উদিত হয়, অতএব 'স্বরূপভ্রম'রূপ অবিদ্যা থাকে না। ভক্তির অবিদ্যাহরত্ব সম্বন্ধে ভা ৪।২।৩৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও দুর্গমসঙ্গমনীর তাৎপর্য্য)।

ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) সন্ততা (সর্ব্বদা বর্ত্তমানা, নিষ্ঠাময়ী) ও (২) কাদাচিৎকী (যাহা সর্ব্বদা বর্ত্তমান নহে, কখনও কখনও উদিত হয়)। সন্ততা বা নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তি আবার দ্বিবিধা—(১) আসক্তিমাত্রযুক্তা এবং (২) রাগময়ী। কাদাচিৎকী ভক্তি ত্রিবিধা—(১) রাগাভাসময়ী, (২) রাগাভাসশূন্য-স্বরূপভূতা ও (৩) আভাসরূপা। তন্মধ্যে আভাস-রূপা-ভক্তিদ্বারাই সর্ব্বোত্তম প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়; —ইহা দেখাইবার জন্যই রাগময়ী ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিময়ী ভক্তির মাহাত্ম্য বলিতেছেন অর্থাৎ কাদাচিৎকী-ভক্তির মধ্যে সর্ব্বনিম্না আভাসরূপা ভক্তিই যখন পাপাদি সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থা, তখন সন্ততা-ভক্তির অন্তর্গত রাগময়ী বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠা আসক্তিমাত্রযুক্তা ঐকান্তিকী ভক্তির ত' কথাই নাই। 'কার্ৎস্নেন' শব্দের অর্থ—পাপবাসনার সহিত অর্থাৎ 'সমূলে'। ভাস্কর অর্থাৎ সূর্য্যের দৃষ্টান্তদ্বারা দীপ্তিমাত্র-স্থানীয়া অর্থাৎ আভাসরূপা-ভক্তির দ্বারা নীহার-স্থানীয় আগন্তুক পাপরাশির আনুষঙ্গিক-ভাবেই তৎক্ষণাৎ বিধ্বংস জ্ঞাপিত হইয়াছে। হিমরাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ হিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভাস সঙ্গে সঙ্গেই হিমরাশি নিঃশেষিতরূপে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ পাপবিনাশ করিবার জন্য 'আভাসরূপা' ভক্তিই যথেষ্ট (শ্রীজীব)॥ ১৫ ॥

———

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপ-আদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎপুরুষনিষেবয়া॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, তৎপুরুষনিষেবয়া (তৎ-পুরুষাঃ কৃষ্ণভক্তাঃ তেষাং নিষেবয়া সেবয়া) কৃষ্ণা-র্পিতপ্রাণঃ (কৃষ্ণে অর্পিতাঃ তত্তদ্বিষয়েভ্যঃ পর্য্যাবর্ত্ত্য তদ্ভজনোন্মুখীকৃতাঃ প্রাণাঃ ইন্দ্রিয়াণি যেন সঃ) যথা অঘবান্ (পাপী) পূয়েত (পবিত্রঃ ভবেৎ), তথা হি (নিশ্চিতং) তপঃ আদিভিঃ ন (তপস্যাদিভিঃ ন তথা পূয়েত ইতি ভাবঃ)॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, পাপী পুরুষ ভগবদ্ভক্তের নিরন্তর সঙ্গ (সেবা)-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ-পূর্ব্বক (শরণাগত ও সেবোন্মুখ হইয়া) যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্যাদি দ্বারা নিশ্চয়ই তিনি সেই-রূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রাপি পাপপ্রশমনে তুচ্ছ এব বস্তুনি ভক্তি-মহাদেব্যা বিনিয়োগোঽনুচিত ইতি ভক্তিশাস্ত্র-তাৎপর্য্যবিজ্ঞানাং মতেন স্বাভিমতেনান্যমতাক্ষেপ-পূর্ব্বকমাহ—নেতি। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণ ইতি পাপকর্ম্মাণং মাং সমুচিতশিক্ষাদণ্ডার্থং নরকে পাতয়তু, ন পাতয়তু বা, স এব মে গতিস্তস্যৈবাহমিত্যাত্মন এব সমর্পণেন নরকপ্রতীকারমপ্যকুর্ব্বন্ শুদ্ধভক্তিমান্ ইত্যর্থঃ। কৃষ্ণার্পিতপ্রাণত্বং কথং স্যাদিত্যত আহ—তৎপুরু-ষেতি॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এখানেও পাপ-প্রশমনরূপ তুচ্ছ বস্তুতে শ্রীভক্তিমহাদেবীর বিনিয়োগ অনুচিত—এই ভক্তিশাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিজ্ঞগণের মতাবলম্বনে স্বাভিমতানুসারে, অন্য মতের আক্ষেপপূর্ব্বক বলিতে-ছেন—'ন তথা' ইত্যাদি (অর্থাৎ পাপী ব্যক্তি তপস্যা-দির দ্বারা সেরূপ পবিত্র হইতে পারে না, যেরূপ কৃষ্ণে সমর্পিতচিত্ত ব্যক্তি পবিত্র হন)। 'কৃষ্ণার্পিত-প্রাণঃ' —শ্রীকৃষ্ণে যিনি প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ পাপ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী আমাকে সমুচিত শিক্ষাদানের নিমিত্ত নরকেই নিপাতিত করুন, কিম্বা না করুন, সেই শ্রীকৃষ্ণই আমার একমাত্র গতি, তাঁহারই আমি—এইরূপভাবে নিজেকে সমর্পণের দ্বারা নরকের প্রতী-কারও (প্রায়শ্চিত্তাদি বা তপস্যাদিও) না করিয়া, যিনি কেবল শুদ্ধা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করেন, (সেই শুদ্ধভক্তিমান্ ব্যক্তিই কৃষ্ণার্পিত-প্রাণ)—এই অর্থ। যদি বলেন—দেখুন, পাপী ব্যক্তি কি প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে প্রাণ সমর্পণ করিবেন? তাহার অপেক্ষায় বলি-তেছেন—'তৎপুরুষ-নিষেবয়া', তাঁহার ভক্তজনের সেবার দ্বারাই (অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সেবাতে ভক্তি লাভ হয়, এবং ভক্তিদেবীর অনুকম্পায় মহাপাপী

জনও ভগবানে মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারেন) ॥ ১৬ ॥

সধ্রীচীনো হ্যয়ং লোকে পন্থাঃ ক্ষেমোঽকুতোভয়ঃ।
সুশীলাঃ সাধবো যত্র নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—হি (নিশ্চিতং) লোকে ক্ষেমঃ (আনন্দো মোক্ষাত্মকঃ) অকুতোভয়ঃ (নাস্তি কুতঃ অপি বিঘ্নাদেঃ ভয়ঃ যস্মিন্ তথাবিধঃ) অয়ং (শাস্ত্রপ্রসিদ্ধঃ) পন্থাঃ (ভক্তিমার্গঃ এব) সধ্রীচীনঃ (সমীচীনঃ); যত্র (ভক্তিমার্গে) সুশীলাঃ সাধবঃ নারায়ণপরায়ণাঃ (জনাঃ সাধকাঃ নিষ্কামাঃ ভবন্তি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—এই সংসারে মঙ্গলময়, বিঘ্নাদি ভয়-বিহীন, শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ভক্তিমার্গই একমাত্র সমীচীন পথ। এই ভক্তিমার্গেই নারায়ণ-পরায়ণ নিষ্কাম সাধুগণ বিচরণ করেন ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ—ন চ জ্ঞানযোগব্রতাদ্যসমর্থানামেব ভক্তিযোগ ইতি বাচ্যম্ ইত্যাহ—সধ্রীচীনঃ হি নিশ্চি-তম্—অয়মেব সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠঃ ন কুতোঽপি বিঘ্না-দের্ভয়ং যত্র সঃ। সুশীলাঃ সাধব ইতি জ্ঞানমার্গ ইব অসহায়তা-নিমিত্তং ভয়ং ন, নাপি কর্ম্মমার্গবন্মৎ-সরতাদি-হেতুকং ভয়মিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জ্ঞান, যোগ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তিগণের পক্ষেই এই ভক্তিযোগ—এইরূপ কখনই বলিতে পারেন না. ইহা বলিতেছেন—'সধ্রীচীনঃ' ইত্যাদি, এই ভক্তিমার্গই একমাত্র মঙ্গলময় সমীচীন পথ। 'হি'—নিশ্চিত, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পথ, যেহেতু কোথা হইতেও কোন বিঘ্নাদির অনুমাত্র ভয় যেখানে নাই (অকুতোভয়ঃ)। 'সুশীলাঃ সাধবঃ'—সুশীল, দয়ালু, নিষ্কাম সাধুগণ এই বর্ত্মে নিত্য বর্ত্তমান, এই কারণেই জ্ঞানমার্গের ন্যায় এই ভক্তিমার্গে সহায়তায় অভাব নিমিত্ত কোন ভয় নাই, অথবা কর্ম্মমার্গের মত মৎসরান্বিত পুরুষ হইতে বিঘ্ন ঘটিবারও সম্ভাবনা নাই—এই ভাব॥১৭॥

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাপগাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজেন্দ্র, আপগাঃ সুরাকুম্ভম্ ইব (নদ্যঃ সুরাভাণ্ডং যথা ন নিষ্পুনন্তি, তথা) চীর্ণানি (অনুষ্ঠিতানি বহূনি অপি কর্ম্মময়ানি) প্রায়শ্চিত্তানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্ (একম্ এব জনং) ন নিষ্পুনন্তি (নিঃশেষেণ ন পুনন্তি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—হে রাজেন্দ্র, যেরূপ সমস্ত নদী মিলিয়াও সুরাভাণ্ডকে শুদ্ধ করিতে পারে না, তদ্রূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা-মহা প্রায়শ্চিত্তও নারায়ণ-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চান্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং ভক্তিরেব পাপপ্রশমনী দৃষ্টা, ন জ্ঞানকর্ম্মাদীত্যাহ—প্রায়শ্চিত্তা-নীতি। বহুবচনেন কর্ম্মজ্ঞানময়ানি সর্ব্বাণীত্যর্থঃ। নারায়ণপরাঙ্মুখং ভক্তিভক্তোৎকর্ষয়োঃ শ্রুতয়োরপি তত্র শ্রদ্ধাহীনং ন পুনন্তি ভক্তিস্তু জ্ঞানকর্ম্মাদিহীনমপি পুনাতি, কেবলয়া ভক্ত্যেতি পূর্ব্বোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভক্তিই পাপ-প্রশমনী দৃষ্ট হয়, কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদি নহে, ইহা বলিতেছেন—'প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি', অর্থাৎ অনুষ্ঠিত প্রায়শ্চিত্তসমূহ ভগবদ্বিমুখ অভক্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ করে না। এখানে 'প্রায়শ্চিত্তানি'—এই বহুবচন প্রয়োগের দ্বারা কর্ম্ম ও জ্ঞানময় সকল প্রায়শ্চিত্তই বুঝিতে হইবে। 'নারায়ণ-পরাঙ্মুখং'—শ্রীনারায়ণে পরাঙ্মুখ, অর্থাৎ ভক্তি ও ভক্তজনের উৎকর্ষ শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধাহীন যে জন, তাহাকে পবিত্র করে না, ভক্তিদেবী কিন্তু জ্ঞান ও কর্ম্মাদির অননুষ্ঠানকারী ব্যক্তিকেও শুদ্ধ করেন, যেহেতু পূর্ব্বে (১৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে—'কেবলয়া ভক্ত্যা', অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্মাদিহীন কেবলা ভক্তির দ্বারাই নিখিল পাপরাশি সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

সকৃন্মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
নিবেশিতং তদ্‌গুণরাগি যৈরিহ।
ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্
স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি হি চীর্ণনিষ্কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ—যৈঃ ইহ (সংসারে) মনঃ সকৃৎ কৃষ্ণ-পদারবিন্দয়োঃ নিবেশিতং (স্যাৎ), তদ্‌গুণানুরাগি

(তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য গুণেষু রাগমাত্রমস্তি ন তু জ্ঞানং যস্য তন্মনঃ তাবতৈব) চীর্ণনিষ্কৃতাঃ (চীর্ণ কৃতং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যৈঃ তৈঃ নিষ্পাপাঃ) তে স্বপ্নে অপি যমং পাশভৃতশ্চ (পাশধারিণঃ) তদ্ভটান্ (যমদূতান্ চ) ন হি পশ্যন্তি ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যে-সকল পুরুষ এই সংসারে একবার মাত্রও কৃষ্ণপাদপদ্মে মনোনিবেশ করিয়াছেন, (যাথার্থ্যানুভব ত' দূরের কথা,) যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও অনুরক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাঁহাদের রত্যাভাস-মাত্রও উদিত হইয়াছে, তাঁহাদের উহাতেই (রত্যাভাসমাত্রেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হইয়াছে ; তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা পাশধারী যমদূতগণকে দর্শন করেন না ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—নাত্র ভক্তিভূমাপ্যপেক্ষণীয় ইত্যাহ—সকৃদপি, কিং পুনরসকৃৎ ? মনোঽপি, কিং পুনঃ শ্রোত্রাদি ? তচ্চ মনো গুণরাগি বিষয়াসক্তং কিং পুনর্গুণরাগরহিতম্ ? স্বপ্নেঽপি কিং পুনঃ সাক্ষাত্তাবন্মাত্র-ধ্যানেনৈব চীর্ণং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যৈস্তে। অত্র সকৃদিত্যাদি-পদৈঃ কস্যচিচ্ছুদ্ধভক্তস্য দৈবাৎ পাপানাং পৌনঃপুন্যেঽপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশানামিব তেষামকিঞ্চিৎকরত্বাৎ কুঞ্জরশৌচবদাক্ষেপবিষয়ীভাবোঽনুচিত এব,—"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মাম্" ইত্যাদি বচনেভ্যঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে ভক্তিভূমিকারও (অর্থাৎ সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা ইত্যাদি চতুর্দ্দশ ভক্তি-ভূমিকারও) কোন অপেক্ষা নাই, ইহা বলিতেছেন—'সকৃন্মনঃ' ইত্যাদি, অর্থাৎ যাঁহারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলে (তদীয় গুণানুরাগী নিজ চিত্তকে একবারমাত্রও নিবিষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা যমরাজ বা তাঁহার অনুচরগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না)। এখানে 'সকৃৎ'—একবারও যাঁহারা মনঃ নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা যাঁহারা সর্ব্বদাই মনঃনিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি বক্তব্য ? কেবল মনঃই, তাহাতে আবার যাঁহারা শ্রোত্রাদিও নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে ? এবং সেই মনঃ 'গুণরাগি'—(ভগবদ্গুণের কথা দূরে থাকুক,) যদি বিষয়াক্তও হয়, তাহাতে আবার যদি বিষয়াসক্তি-রহিত হয়, তাহার সম্বন্ধে অধিক কি ? 'স্বপ্নেঽপি'—যমানুচরগণের দর্শন পান না, তাহাতে আবার সাক্ষাতে দর্শনের প্রশ্ন কি ? তাবন্মাত্র ধ্যানেই (অর্থাৎ অতটুকু ধ্যানমাত্রেই) 'চীর্ণ-নিষ্কৃতাঃ'—চীর্ণ অর্থাৎ কৃত হইয়াছে নিষ্কৃত বলিতে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত যাঁহাদের দ্বারা, তাঁহারা। এখানে 'সকৃৎ'—একবারও ইত্যাদি পদের উল্লেখবশতঃ কোনও শুদ্ধভক্তের যদি দৈবাৎ পাপসমূহের পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানও হয়, তাহা হইলেও উৎখাত-দন্ত সর্পের দংশনের ন্যায় তাহা অকিঞ্চিৎকরই হইয়া থাকে (অর্থাৎ সর্পের বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে, তাহার দংশনে যেমন কোন ক্রিয়া হয় না, সেইরূপ শুদ্ধভক্ত যদি দৈববশতঃ কদাচিৎ পাপাচরণও করেন, তাহাতে তাঁহাকে পাপের ফলভোগ বা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না)। অতএব এখানে হস্তীস্নানের ন্যায় আক্ষেপের বিষয়ীভাব অনুচিতই। যেমন শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে—'অপি চেৎ সুদুরাচারো' (৯।৩০) ইত্যাদি, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি নিতান্ত দুরাচার হইয়াও অনন্যচিত্তে আমার ভজন করে, তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে, কেননা তাহার যত্ন অতি সাধু (অর্থাৎ একান্ত ভগবদ্ভক্তি সর্ব্ব-পাপবিনাশের ও পরমসুখের কারণ।) ॥ ১৯ ॥

অত্র চোদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
দূতানাং বিষ্ণুযময়োঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে ॥২০॥

অন্বয়ঃ—অত্র চ (অস্মিন্ বিষয়ে ভক্তে সমূল-পাপনাশকত্বে) পুরাতনম্ ইমং (বক্ষ্যমাণম্) ইতিহাসং চ (পুরা বিদঃ) উদাহরন্তি (দৃষ্টান্তেন বর্ণয়ন্তি ; যত্র) বিষ্ণু-যময়োঃ দূতানাং সংবাদঃ (অভূৎ) ; তং (সংবাদং) মে (মৎসকাশাৎ) নিবোধ শৃণু ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—এই বিষয়ে পণ্ডিতগণ একটী পুরাতন ইতিহাস দৃষ্টান্তস্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বিষ্ণুদূত ও যমদূতের সংবাদ-সম্বলিত সেই ইতিহাসটী আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ—অত্রার্থ এবেতিহাসমুপক্ষিপতি। অত্রেতি যঃ সংবাদস্তং নিবোধ মে মত্তঃ ॥ ২০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই বিষয়ে প্রাচীন পণ্ডিতগণ একটি পুরাতন উদাহরণ দিয়া থাকেন—ইহা বলিতেছেন—'অত্র' ইত্যাদি। বিষ্ণুদূত ও যমদূতগণের যে সম্বাদ (কথোপকথন), তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

কান্যকুব্জে দ্বিজঃ কশ্চিদ্দাসীপতিরজামিলঃ।
নাম্না নষ্টসদাচারো দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—কান্যকুব্জে (পুরে) নাম্না অজামিলঃ (অজামিল-নামা) দাসীপতিঃ দাস্যাঃ সংসর্গদূষিতঃ (দাসী-সংসর্গেণ দাসী-সহবাসেন ভ্রষ্টঃ) নষ্ট-সদাচারঃ (নষ্টঃ সদাচারঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিঃ যস্য সঃ) কশ্চিৎ দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণঃ) আসীৎ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—কান্যকুব্জদেশে অজামিল-নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত ; সে এক শূদ্রাকে বিবাহ করে। সেই শূদ্রার সংসর্গে তাহার সমুদয় সদাচার বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

বন্দ্যক্ষৈঃ কৈতবৈশ্চৌর্য্যৈর্গর্হিতাং বৃত্তিমাস্থিতঃ।
বিভ্রৎ কুটুম্বমশুচির্যাতয়ামাস দেহিনঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ—(সঃ অজামিলঃ) বন্দ্যক্ষৈঃ প্রাণিনিগ্রহক্রিয়া তয়া অক্ষৈঃ দ্যূতৈঃ) কৈতবৈঃ (বন্দনাদিভিঃ) চৌর্য্যৈঃ (পরস্বাপহরণৈঃ) গর্হিতাং (নিন্দিতাং) বৃত্তিং (জীবিকাম্) আস্থিতঃ ; (অতএব) অশুচিঃ (সন্) কুটুম্বং বিভ্রৎ (পুষ্যন্) দেহিনঃ (প্রাণিনঃ) যাতয়ামাস (পীড়য়ামাস) ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—সেই অজামিলপণ-পূর্ব্ব ক পাশাক্রীড়া, বঞ্চনা ও চৌর্য্যাদি সর্ব্বনিন্দিত জীবিকা অবলম্বন করিয়া অপবিত্রভাবে কুটুম্ব-ভরণ-দ্বারা প্রাণিদিগকে পীড়ন করিত ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ—বন্দী শৃঙ্খলিত-জনতা তয়া তদা কর্ষণেনেত্যর্থঃ। অক্ষৈশ্চ দ্যূতেন কৈতবৈর্বঞ্চনাদিভিশ্চ বৃত্তিং জীবিকাম্। যাতয়ামাস পীড়য়ামাস ॥ ২২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বন্দ্যক্ষৈঃ'—বন্দী বলিতে শৃঙ্খলিত জনতা, তাহাদের দ্বারা তৎকালে কর্ষণ (টানিয়া আনা) এবং অক্ষ বলিতে পণ রাখিয়া দ্যূত-ক্রীড়ার আচরণের দ্বারা, 'কৈতবৈঃ'—অপরকে বঞ্চনাদির দ্বারা, 'বৃত্তিং'—জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। 'যাতয়ামাস'—পীড়া প্রদান করিত (অর্থাৎ সেই অজামিল নামক কদাচার ব্রাহ্মণ প্রাণিদিগের উৎপীড়ন করিত।) ॥ ২২ ॥

এবং নিবসতস্তস্য লালয়ানস্য তৎসুতান্।
কালোঽত্যগান্মহান্ রাজন্নষ্টাশীত্যায়ুষঃ সমাঃ ॥২৩॥

অন্বয়ঃ—(হে) রাজন্, এবং (দুরাচারেণ) নিবসতঃ (বর্ত্তমানস্য) তৎসুতান্ (তস্যাঃ দাস্যাঃ সুতান্ পুত্রান্) লালয়ানস্য (প্রমত্তস্য) তস্য (অজামিলস্য) অষ্টাশীত্যা (সংখ্যয়া যুক্তাঃ) সমাঃ (সম্বৎসরাঃ) মহান্ (এতাবৎবর্ষপ্রমাণঃ) আয়ুষঃ (সম্বন্ধী) কালঃ অত্যগাৎ (অতিচক্রমে) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে রাজন্, এইরূপ দুরাচারে অবস্থিত হইয়া কতকগুলি পুত্রের লালন-পালন করিতে করিতে তাহার অষ্টাশীতি-বৎসরাত্মক সুদীর্ঘ পরমায়ুকাল অতিক্রান্ত হইল ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—আয়ুষঃ সম্বন্ধী মহান্ কালোঽত্যগাৎ। স কিয়ানিত্যপেক্ষায়ামাহ—অষ্টাশীত্যা সংখ্যয়া যুক্তাঃ সমাঃ সংবৎসরাঃ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কালঃ'—ঐ ব্রাহ্মণের পরমায়ুর সুমহৎ কাল গত হইল। তাহা কত বৎসর ? ইহার অপেক্ষায় বলিতেছেন—'অষ্টাশীত্যা', অষ্টাশীতি (৮৮) বৎসররূপ দীর্ঘ আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হইয়াছিল ॥ ২৩ ॥

তস্য প্রবয়সঃ পুত্রা দশ তেষান্তু যোঽবমঃ।
বালো নারায়ণো নাম্না পিত্রোশ্চ দয়িতো ভৃশম্ ॥২৪

অন্বয়ঃ—তস্য প্রবয়সঃ (বৃদ্ধস্য অপি অজামিলস্য) দশ পুত্রাঃ (জাতাঃ)। তেষাং (মধ্যে তু) যঃ অবমঃ (কনিষ্ঠঃ, অতএব) নাম্না বালঃ নারায়ণঃ, (সঃ) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) ভৃশম্ (অত্যন্তং) দয়িতঃ (প্রিয়ঃ চ আসীৎ) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ—সেই বৃদ্ধ অজামিলের দশটী পুত্র

জন্মিয়াছিল ; তন্মধ্যে যেটি—সর্ব্ব-কনিষ্ঠ, সেটি—অতিশয় বালক এবং তাহার নাম 'নারায়ণ' ছিল। এই কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতাপিতার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিল ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ—প্রবয়সো বৃদ্ধস্য ॥ ২৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রবয়সঃ'—সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের (দশটি পুত্র হইয়াছিল) ॥ ২৪ ॥

———

স বদ্ধহৃদয়স্তস্মিন্নর্ভকে কলভাষিণি।
নিরীক্ষমাণস্তল্লীলাং মুমুদে জরঠো ভৃশম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ কলভাষিণি (মধুরভাষিণি) অর্ভকে (বালে) বদ্ধহৃদয়ঃ (বদ্ধং হৃদয় যেন সঃ) জরঠঃ (বৃদ্ধঃ) সঃ (অজামিলঃ) তল্লীলাং (তস্য নারায়ণনামধারিণঃ, পুত্রস্য লীলাং বালচেষ্টাং) নিরীক্ষমাণঃ ভৃশং মুমুদে ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ—বৃদ্ধ অজামিলের চিত্ত সেই অস্ফুট মধুরভাষী শিশুতেই আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বদা উহারই বালচেষ্টাসমূহ দর্শনপূর্ব্বক অতিশয় হর্ষযুক্ত হইত ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ—জরঠো বৃদ্ধঃ ॥ ২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জরঠঃ'—বৃদ্ধ (অজামিল সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশুপুত্রের প্রতি একান্ত আসক্ত ছিল।) ॥ ২৫ ॥

———

ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ বালকং স্নেহযন্ত্রিতঃ।
ভোজয়ন্ পায়য়ন্ মূঢ়ো ন বেদাগতমন্তকম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—মূঢ়ঃ (সঃ অজামিলঃ) ভুঞ্জানঃ প্রপিবন্ খাদন্ (চর্ব্বয়ন্) বালকং (নিজপুত্রং নারায়ণং প্রতি) স্নেহযন্ত্রিতঃ (বালকে নারায়ণে স্নেহেন যন্ত্রিতঃ পুত্রপ্রেমাসক্তঃ সন্) ভোজয়ন্ পায়য়ন্ আগতম্ অন্তকং (মৃত্যুং) ন বেদ (নৈব জ্ঞাতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—মূঢ় অজামিল স্নেহবদ্ধ হইয়া নিজে ভোজন, পান ও চর্ব্বণ করিতে করিতে সেই বালককেও পান-ভোজন করাইত ; কিন্তু সে এইসকল কার্য্যেই অভিনিবিষ্ট হইয়া, মৃত্যু যে ক্রমশঃ তাহার নিকটবর্ত্তী হইতেছে তাহা জানিতে পারে নাই ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—খাদন্ চর্ব্বয়ন্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'খাদন্'—চর্ব্বণ করিতে করিতে (অর্থাৎ স্নেহাবদ্ধ অজামিল ভোজনকালে স্বয়ং পান ভোজনে রত হইয়া নারায়ণ নামক সেই শিশু-পুত্রকেও পান ভোজন করাইত, এইরূপে কালক্রমে অন্তক (মৃত্যু) যে তাহার অন্তিকে, তাহাও জানিতে পারে নাই।) ॥ ২৬ ॥

———

স এবং বর্ত্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ—এবং বর্ত্তমানঃ অজ্ঞঃ (বালকস্নেহ-বশীভূতঃ) স (অজামিলঃ) মৃত্যুকালে উপস্থিতে (প্রাপ্তে সতি) বালে নারায়ণাহ্বয়ে (নারায়ণসংজ্ঞকে) তনয়ে মতিং চকার (তস্য স্মরণং চকার) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—এইরূপে কালাতিপাত করিতে করিতে বালকের স্নেহে মুগ্ধ অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সে তাহার 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের বিষয়ই ভাবিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—"এতচ্চ তদুপলালনাদি শ্রীনারায়ণ-নামোচ্চারণমাহাত্ম্যেন তদ্ভক্তিরেবাভূদিতি সিদ্ধান্তো-পযোগিত্বেন দ্রষ্টব্যম্" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এতচ্চ তদুপলালনাদি'—শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—এই প্রকার নারায়ণ নামক স্বীয় বালকের লালন-পালনাদিতে, (ভগবান্) শ্রীনারায়ণ নামের পরম মাহাত্ম্যের দ্বারা তাহার ভক্তিই হইয়াছিল—এইরূপ সিদ্ধান্ত উপযোগী বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৭ ॥

———

স পাশহস্তাংস্ত্রীন্ দৃষ্ট্বা পুরুষানতিদারুণান্।
বক্রতুণ্ডানূর্দ্ধ্বরোম্ন আত্মানং নেতুমাগতান্ ॥ ২৮ ॥
দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (অজামিলঃ) পাশহস্তান্ অতি-দারুণান্ বক্রতুণ্ডান্ (বক্রাণি তুণ্ডাণি মুখানি যেষাং তান্) উর্দ্ধ্বরোম্নঃ (উর্দ্ধ্বানি রোমাণি যেষাং তান্) আত্মানং (জীবাত্মানং) নেতুম্ আগতান্ ত্রীন্ পুরুষান্

দৃষ্ট্বা আকুলেন্দ্রিয়ঃ (বিহ্বলচিত্তঃ সন্) দূরে ক্রীড়নকাসক্তং (ক্রীড়নকেষু আসক্তং) নারায়ণাহ্বয়ং পুত্রং প্লাবিতেন (প্লুতত্বং নীতেন উচ্চৈঃস্বরেণ ('হে নারায়ণ' ইতি সম্বোধনেন) আজুহাব (আহ্বয়ামাস) ॥ ২৮-২৯ ॥

অনুবাদ—অজামিল সেই সময়ে দেখিতে পাইল তিনজন পাশহস্ত, বক্রমুখ, উর্দ্ধরোমা, অতি-ভীষণাকৃতি পুরুষ তাহার জীবাত্মাকে লইবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। দেখিবামাত্রই অজামিল বিহ্বল-চিত্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে তাহার বালক-পুত্রটী দূরে ক্রীড়নক লইয়া ব্যস্ত ছিল। অজামিল সেই 'নারায়ণ'-নামক পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারায়ণ' 'নারায়ণ' বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ২৮-২৯ ॥

বিশ্বনাথ—ত্রীনিতি অজামিলেন কৃতানামনন্তানামপি পাপানাং কায়িক-বাচিক-মানসত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎত্রয় এব যাম্যা আগতাঃ, নারায়ণনামশ্চতুরক্ষরত্বাচ্চত্বারো বিষ্ণুপার্ষদা আগতা ইতি জ্ঞেয়ম্। প্লাবিতেন প্লুতত্বং নীতেন ॥ ২৮-২৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ত্রীন্'—তিনটি পুরুষকে (অর্থাৎ অজামিল মৃত্যুকালে নিজেকে লইয়া যাইবার জন্য অতিভয়ঙ্কর পাশহস্ত তিনটি পুরুষকে দর্শন করিয়া কাতরচিত্তে উচ্চৈঃস্বরে নারায়ণ নামক সেই কনিষ্ঠ পুত্রকেই আহ্বান করিয়াছিল)। এখানে অজামিল অনন্ত পাপাচরণ করিলেও, পাপসমূহের কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে ত্রিবিধত্ব-হেতু তিনজন যমদূত আসিয়াছিল, এবং 'নারায়ণ'—নামের চারিটি অক্ষর বলিয়া চারিজন বিষ্ণুদূত আগত হইয়াছিলেন—ইহা জানিতে হইবে। 'প্লাবিতেন'—প্লুতস্বরে (উচ্চরূপে নারায়ণ নামক সেই কনিষ্ঠ পুত্রকেই তখন অজামিল ডাকিতে লাগিল।) ॥২৮-২৯

নিশম্য ম্রিয়মাণস্য মুখতো হরিকীর্ত্তনম্।
ভর্ত্তুর্নাম মহারাজ পার্ষদাঃ সহসাপতন্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) মহারাজ, (তদা তস্য) ম্রিয়মাণস্য (ব্রুবতঃ অজামিলস্য) মুখতঃ ভর্ত্তুঃ নাম (স্বভর্ত্তুঃ নারায়ণস্য সদৃশং নাম) নিশম্য (শ্রুত্বা তস্য) হরিকীর্ত্তনম্ (এব মত্বা) সহসা (ঝটিত্যেব) পার্ষদাঃ (ভগবৎপার্ষদাঃ) আপতন্ (আযযুঃ) ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ—হে মহারাজ, ম্রিয়মাণ (আসন্নমৃত্যু) অজামিলের মুখে নিজপ্রভুর নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া এবং উহাকে হরিকীর্ত্তনই (অপরাধশূন্য সাঙ্কেত্যরূপ নামাভাসই) বিবেচনা করিয়া অবিলম্বে বিষ্ণুপার্ষদগণ তথায় আসিয়া পড়িলেন ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ—হরিকীর্ত্তনং নিশম্যাপতন্, কথম্ভূতস্য ভর্ত্তুর্নাম ব্রুবতঃ ॥ ৩০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'হরিকীর্ত্তনং'—মুমূর্ষু অজামিলের মুখে হরিকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুদূতগণ সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 'কথম্ভূতস্য'?—কিরূপ অজামিলের নিকট? তাহাতে বলিতেছেন—'ভর্ত্তুঃ নাম', নিজেদের প্রভু শ্রীনারায়ণের নাম উচ্চারণকারী অজামিলের নিকট ॥ ৩০ ॥

বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসীপতিমজামিলম্ ॥
যমপ্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—অন্তর্হৃদয়াৎ দাসীপতিম্ অজামিলং বিকর্ষতঃ (নিঃসারয়তঃ) যমপ্রেষ্যান্ (যমস্য প্রেষ্যান্ দূতান্) বিষ্ণুদূতাঃ ওজসা (বলাৎকারেণ) বারয়ামাসুঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—যমদূতগণ দাসীপতি অজামিলের হৃদয়মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহা নিবারিত করিলেন॥৩১॥

বিশ্বনাথ—অজামিলমিমং বৈষ্ণবং মা বিকর্ষথ, রে মা বিকর্ষথ, যদি জীবিতুমিচ্ছথেতি বারয়ামাসুঃ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অজামিলং'—এই বৈষ্ণব অজামিলকে আকর্ষণ করিও না, অরে যমপ্রেষ্যগণ? ইহাকে (অর্থাৎ ইহার সূক্ষ্ম শরীরকে) আকর্ষণ করিও না, যদি তোমাদের বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে—এইরূপে বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বারণ করিলেন ॥ ৩১ ॥

ঊচুর্নিষেধিতাস্তাংস্তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ।
কে যূয়ং প্রতিষেদ্ধারো ধর্ম্মরাজস্য শাসনম্ ॥৩২॥

অন্বয়ঃ—(তদা) তে বৈবস্বতপুরঃসরাঃ (বৈবস্বতস্য যমস্য পুরঃসরাঃ ভৃত্যাঃ এবং) নিষেধিতাঃ (নিবারিতাঃ) (সন্তঃ) ধর্ম্মরাজস্য ধর্ম্মাধর্ম্মনির্ণেতুঃ যমরাজস্য) শাসনম্ (আজ্ঞাং) প্রতিষেদ্ধারঃ (নিবারকাঃ) যূয়ং কে (ইতি) তান্ (ভগবৎ-পার্ষদান্) উচুঃ (পপ্রচ্ছুঃ) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—(তখন) বৈবস্বতপ্রমুখ যমদূতগণ এইরূপে নিবারিত হইয়া সেইসকল বিষ্ণুদূতকে কহিল, 'তোমরা কে' ধর্ম্মরাজার আজ্ঞার প্রতিষেধ করিতেছ ?' ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—পুরঃসরা ভৃত্যাঃ ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বৈবস্বত-পুরঃসরাঃ'—সূর্য্যতনয় যমরাজের ভৃত্যগণ (বলিলেন) ॥ ৩২ ॥

কস্য বা কুত আয়াতাঃ কস্মাদস্য নিষেধথ।
কিং দেবা উপদেবা যা যূয়ং কিং সিদ্ধসত্তমাঃ ॥৩৩

অন্বয়ঃ—যূয়ং কস্য (ভৃত্যাঃ), কুতঃ বা (কস্মাৎ দেশাৎ) আয়াতাঃ (আগতাঃ), কস্মাৎ (হেতোঃ) অস্য (পাপিষ্ঠস্য মৃতস্য অজামিলস্য নয়নং) নিষেধথ ? যূয়ং কিং দেবাঃ উপদেবাঃ (যক্ষগন্ধর্ব্বাদয়ঃ বা) কিং (বা) সিদ্ধসত্তমাঃ (সিদ্ধেষু সত্তমাঃ শ্রেষ্ঠাঃ কচ্চিৎ ইতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—তোমরা—কাহার অনুচর ? কোথা হইতেই বা আগমন করিলে ? আর কি জন্যই বা ইহাকে (পাপিষ্ঠ অজামিলকে) লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছ ? তোমরা কি দেবতা, উপদেবতা, না সিদ্ধশ্রেষ্ঠ ? ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—অস্য নয়নং নিষেধথ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অস্য নিষেধথঃ'—কিজন্য এই পাপীকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছেন ? ॥৩৩

সর্ব্বে পদ্মপলাশাক্ষাঃ পীতকৌশেয়বাসসঃ।
কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনো লসৎপুষ্করমালিনঃ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ।
ধনুর্নিষঙ্গাসিগদা-শঙ্খচক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
দিশো বিতিমিরালোকাঃ কুর্ব্বন্তঃ স্বেন তেজসা।
কিমর্থং ধর্ম্মপালস্য কিঙ্করান্ নো নিষেধথ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়ঃ—সর্ব্বে (যূয়ং) পদ্মপলাশাক্ষাঃ (পদ্মপলাশলোচনাঃ) পীতকৌশেয়বাসসঃ (পীতপট্টবসনাঃ) কিরীটিনঃ কুণ্ডলিনঃ লসৎপুষ্করমালিনঃ (লসন্ত্যঃ পুষ্করমালাঃ সন্তি যেষাং তে প্রস্ফুটিতপদ্মমালাধারিণঃ) সর্ব্বে চ নূত্নবয়সঃ (নূত্নং নবং বয়ঃ যেষাং তে নবযৌবন সম্পন্নাঃ) সর্ব্বে চারুচতুর্ভুজাঃ (আজানুলম্বিত-বাহুচতুষ্টয়যুক্তাঃ) ধনুর্নিষঙ্গাসি-গদা-শঙ্খ-চক্রাম্বুজশ্রিয়ঃ (নিষঙ্গঃ ইষুধিঃ ধনুর্নিষঙ্গাদিভিঃ শ্রীঃ শোভা যেষাং তে তথাভূতাঃ) স্বেন তেজসা বিতিমিরালোকাঃ (বিগতং তিমিরম্ আলোকশ্চ অন্যস্য প্রকাশঃ যাসু তথাভূতাঃ) (দিশঃ কুর্ব্বন্তঃ কিমর্থং ধর্ম্মপালস্য (যমস্য) কিঙ্করান্ নঃ (অস্মান্) নিষেধথ ॥৩৪-৩৬॥

অনুবাদ—(দেখিতেছি,) তোমাদের সকলেরই নয়ন—পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্ফারিত, সকলেই পীত-কৌশেয় বসনধারী, সকলের মস্তকেই কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলদেশে পদ্মমালা শোভা পাইতেছে ; তোমরা সকলেই নবযৌবন-সম্পন্ন, সকলেই মনোহর আজানু-লম্বিত বাহুচতুষ্টয়বিশিষ্ট,—ধনু, তূণ, গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্মদ্বারা সকলেই শোভাযুক্ত। তোমরা স্ব-স্ব-তেজোদ্বারা দিকসমূহের অন্ধকার বিনাশ ও অপর বস্তুকে প্রকাশ করিতেছ ! আমরা—ধর্ম্ম-রাজের কিঙ্কর। তোমরা আমাদিগকে কি কারণেই বা নিবারণ করিতেছ ? ৩৪-৩৬ ॥

বিশ্বনাথ—আকৃত্যা চ যূয়ং পরম-শিষ্টা এব লক্ষ্যধ্বে ইত্যাহুঃ—সর্ব্বে ইতি। বিগতং তিমিরম্ আলোকশ্চান্যদীয়ো যাসু তাঃ কর্ম্মণা তু কথমশিষ্টা ইত্যাহুঃ—কিমর্থমিতি ॥ ৩৪-৩৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আকৃতিতে আপনারা পরম শিষ্ট বলিয়াই লক্ষিত হইতেছেন, ইহা বলিতেছেন —'সর্ব্বে', আপনাদের সকলেরই নয়নযুগল পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ইত্যাদি। 'বিতিমিরালোকাঃ'—আপনারা নিজ তেজঃপ্রভাবে দিক্‌মণ্ডলের অন্ধকার দূর করিয়া, অপর তেজোময় পদার্থের আলোক অভিভূত করিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মে কেন অশিষ্টের মত আচরণ করিলেন ? ইহা বলিতেছেন—'কিমর্থং' ইত্যাদি, (অর্থাৎ ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর আমাদের কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিতেছেন কেন ?) ॥ ৩৪-৩৬ ॥

শ্রীশুক উবাচ—

ইত্যুক্তে যমদূতৈস্তে বাসুদেবোক্তকারিণঃ।
তান্ প্রত্যূচুঃ প্রহস্যেদং মেঘনির্হ্রাদয়া গিরা ॥৩৭॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—ইতি (এবংপ্রকারেণ) যমদূতৈঃ উক্তে (পৃষ্টে সতি) বাসুদেবোক্তকারিণঃ (ভগবদাজ্ঞানুসারিণঃ তৎপার্ষদাঃ বিষ্ণুদূতাঃ) প্রহস্য (অহো দণ্ড্যাদণ্ডজ্ঞানশূন্যাঃ এতে চৌরাঃ এব অস্মদ্ভিয়া ধর্ম্মরাজস্য কিঙ্করা ইতি অনৃতং বদন্তি ইতি বিস্ময়েন প্রহস্য) মেঘনির্হ্রাদয়া (মেঘস্যেব নির্হ্রাদঃ ধ্বনিঃ যস্যাঃ তয়াঃ মেঘগর্জিতবদ্-গম্ভীরয়া) গিরা তান ইদং প্রত্যূচুঃ (কথয়ামাসু) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ—শ্রীশুকদেব কহিলেন,—যমদূতগণ এইরূপ বলিলে, বাসুদেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী বিষ্ণুদূতগণ হাস্য করিয়া জলদগম্ভীর-স্বরে (যমদূতগণকে) ইহা বলিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ—প্রহস্যেত্যরে ধর্ম্মমেব ন জানীথ কিমিত্যস্মদ্ভয়েন ধর্ম্মরাজস্য কিঙ্করা ইতি ব্রূথ কিন্তু যূয়ং প্রেতবিশেষা এবাস্মদ্ধস্তপতিতাঃ কথমদ্য জীবিষ্যথেতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রহস্য'—হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিলেন—অরে ! তোমরা ধর্ম্মই জান না, আর আমাদের ভয়ে ধর্ম্মরাজের কিঙ্কর বলিয়া বলিতেছ ? কিন্তু তোমরা প্রেতবিশেষ, আমাদের হস্তে নিপতিত হইয়াছ, এক্ষণে কোথায় যাইয়া জীবিত থাকিবে ?—এই ভাব ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ—

যূয়ং বৈ ধর্ম্মরাজস্য যদি নির্দ্দেশকারিণঃ।
ব্রূত ধর্ম্মস্য নস্তত্ত্বং যচ্চাধর্ম্মস্য লক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ,—যদি বৈ যূয়ং ধর্ম্মরাজস্য নির্দ্দেশকারিণ, (তর্হি) যৎ ধর্ম্মস্য তত্ত্বং (স্বরূপং) যচ্চ অধর্ম্মস্য লক্ষণং (প্রমাণং, তৎ) নঃ (অস্মান্ প্রতি) ব্রূত (কথয়ত) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুকিঙ্করগণ বলিলেন,—যদি তোমরা ধর্ম্মরাজেরই আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া থাক, তাহা হইলে আমাদিগকে ধর্ম্মের স্বরূপ ও অধর্ম্মের লক্ষণ বল ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু বয়ং ধর্ম্মরাজস্য দূতা ভবামৈব কে তাবদস্মান্ন পরিচিন্বন্তীত্যত আহুর্যূয়মিতি। নির্দ্দেশো নির্দ্দেশঃ নোঽস্মান্ প্রতি তত্ত্বং স্বরূপং লক্ষণং প্রমাণম্ ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, আমরা ধর্ম্মরাজের দূতই, এমন কে আছে যে আমাদের পরিচয় জানে না ? ইহাতে বলিতেছেন—'যূয়ম্' ইত্যাদি, তোমরা যদি ধর্ম্মরাজের আজ্ঞাপালকই হও, তাহা হইলে আমাদের নিকট ধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ কি, তাহা বল ॥ ৩৮ ॥

কথং স্বিদ্ধ্রিয়তে দণ্ডঃ কিং বাস্য স্থানমীপ্সিতম্।
দণ্ড্যাঃ কিং কারিণঃ সর্ব্বে আহোস্বিৎকতিচিন্নৃণাম্ ॥

অন্বয়ঃ—(যুষ্মাভিঃ) কথং স্বিৎ (কেন প্রকারেণ) দণ্ডঃ ধ্রিয়তে ? অস্য (দণ্ডস্য) ঈপ্সিতং (যোগ্যং) স্থানং (বিষয়ঃ কারণং) বা কিম্ (অস্তি) নৃণাং (মধ্যে) কারিণঃ (কর্ম্মিণঃ) সর্ব্বে (এব) কিং দণ্ড্যাঃ (দণ্ডার্হাঃ ভবন্তি) আহোস্বিৎ কতিচিৎ (এব ইতি) ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ—কি প্রকারেই বা দণ্ড ধারণ করিতে হয়, দণ্ডের যোগ্যপাত্রই বা কে, কর্ম্মিগণের মধ্যে সকলেই কি দণ্ডনীয়, অথবা তন্মধ্যে কতকগুলিমাত্র দণ্ড্য ? ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—কথমিতি দণ্ডস্য প্রকারপ্রশ্নঃ, তিষ্ঠত্যস্মাদিতি স্থানমিতি দণ্ডস্য কারণ-প্রশ্নঃ। কারিণঃ কর্ম্মিণঃ ইতি বিষয়-প্রশ্নঃ। সর্ব্বে ইতি কিং পশ্বাদয়োঽপি কিং বা নৃণাং মধ্যে কতিচিদিতি তত্র ব্যবস্থা-প্রশ্নঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কথং স্বিদ্'—কিপ্রকারে দণ্ড ধারণ করিতে হয় ?—ইহা প্রকার-বিষয়ক প্রশ্ন। 'কিং বাস্য স্থানং ?'—যাহাতে অবস্থান করে, তাহা স্থান, অর্থাৎ দণ্ডের ঈপ্সিত স্থানই বা কি ?—ইহা দণ্ডের কারণ-বিষয়ক প্রশ্ন (অর্থাৎ কি কারণে দণ্ড প্রদান করা হইতেছে ?)। 'কারিণঃ'—বলিতে কর্ম্মিগণ, অর্থাৎ কর্ম্ম আচরণ করিলে, সকলেই কি দণ্ডলাভের যোগ্য হয় ?—ইহা বিষয়-প্রশ্ন। 'সর্ব্বে' —সকলেই, অর্থাৎ পশুগণও কি দণ্ডনীয়, অথবা

মনুষ্যগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হয়—ইহা ব্যবস্থা-বিষয়ক প্রশ্ন ।। ৩৯ ।।

———

যমদূতা ঊচুঃ—

বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মো হ্যধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ।
বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূরিতি শুশ্রুম ।।৪০।।

অন্বয়ঃ—যমদূতাঃ ঊচুঃ, হি (নিশ্চিতং) বেদ-প্রণিহিতঃ (বেদেন প্রণিহিতঃ কর্ত্তব্যত্বেন অভিপ্রেতঃ বিহিতঃ যঃ সঃ এব) ধর্ম্মঃ (ইতি বেদপ্রমাণকঃ ধর্ম্ম বিহিতঃ অনেন যঃ বেদপ্রমাণকঃ সঃ এব ধর্ম্ম, যঃ ধর্ম্ম, স এব বেদপ্রমাণকঃ ইতি ধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রমাণঞ্চ উক্তম্) ; তদ্বিপর্য্যয়ঃ (তস্য ধর্ম্ম-লক্ষণস্য বিপর্য্যয়লক্ষণঃ অধর্ম্মঃ বেদেন নিষিদ্ধত্বেন অভিপ্রেতঃ যঃ সঃ এব অধর্ম্মঃ ইত্যর্থঃ) ; বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণঃ এব (নারায়ণাৎ উদ্ভূতত্বাৎ বেদস্য সাক্ষাৎ নারায়ণত্বম্ ইতি)। বেদশ্চ স্বয়ম্ভুঃ ইতি শুশ্রুম (ভগবতঃ নিঃশ্বাসমাত্রেণ স্বয়ম্ অনায়াসেন এব ভবতি অনেন সাক্ষাৎ নারায়ণত্বম্ অস্য স্ফুটিতম্ ইতি "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ) ।। ৪০ ।।

অনুবাদ—যমদূতগণ বলিল,—বেদে যাহা 'কর্ত্তব্য' বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই 'ধর্ম্ম' ; তদ্বিপরীতই অধর্ম্ম। আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং স্বতঃসম্ভূত ।। ৪০ ।।

বিশ্বনাথ—বেদেন প্রণিহিতো বিহিতঃ। বেদ-বিহিতত্বং ধর্ম্মত্বমিতি ধর্ম্মস্বরূপং তত্র বেদবিধিরেব প্রমাণমিতি প্রমাণঞ্চোক্তম্। দণ্ডকারণ-প্রশ্নেনাধর্ম্ম-স্যাপি পৃষ্টত্বাৎ অধর্ম্মস্য স্বরূপং প্রমাণঞ্চাহুঃ। তদ্বিপর্য্যয়ো যো বেদনিষিদ্ধঃ সোঽধর্ম্মঃ বেদনিষেধ এব তস্মিন্ প্রমাণমিত্যর্থঃ। স্বয়ম্ভূরিতি নারায়ণস্য নিঃশ্বাসমাত্রেণ স্বয়মেব ভবতীতি ; তথা চ শ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্‌যদৃগ্বেদঃ ইতি" ।। ৪০ ।।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বেদ-প্রণিহিতঃ ধর্ম্মঃ'—বেদের দ্বারা যাহা বিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ-বিহিতত্বই ধর্ম্মত্ব—ইহা ধর্ম্মের স্বরূপ। তাহাতে বেদ-বিধিই (বেদ যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই) প্রমাণ, ইহার দ্বারা প্রমাণ বলা হইল (অর্থাৎ বিধি-নিষেধরূপে ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণও বেদই)। দণ্ডের কারণ, অর্থাৎ স্থান-বিষয়ে প্রশ্নের দ্বারা অধর্ম্মও জিজ্ঞাস্য হইয়া পড়ে, এইজন্য অধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রমাণ বলিতেছেন—'অধর্ম্মঃ তদ্বিপর্য্যয়ঃ', যাহা বেদ-নিষিদ্ধ, উহাই অধর্ম্ম এবং ইহার প্রমাণও বেদই। (বেদের প্রামাণ্য আশঙ্কা করা যায় না, যেহেতু বেদ নারায়ণ হইতে উৎপন্ন এবং সাক্ষাৎ নারায়ণ-স্বরূপ)। 'স্বয়ম্ভূঃ'—শ্রীনারায়ণের নিঃশ্বাসের ন্যায় অনায়াসেই স্বয়ংই বেদ আবির্ভূত হইয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলেন—'অস্য মহতো ভূতস্য' (বৃহদারণ্যক ২।৪।১০) ইত্যাদি, অর্থাৎ এই মহান্ পুরুষ পরমেশ্বরের নিঃশ্বাসমাত্রে ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারিটিবেদ আবির্ভূত হইয়াছেন ।। ৪০ ।।

মধ্ব—

শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ।

বেদানাং প্রথমোবক্তা হরিরেব যতো বিভুঃ।
অতো বিষ্ণ্বাত্মকা বেদা ইত্যাহুর্ব্বেদবাদিনঃ ।।
ইতি শব্দনির্ণয়ে ।। ৪০ ।।

———

যেন স্বধাম্ন্যমী ভাবা রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ।
গুণনামক্রিয়ারূপৈর্বিভাব্যন্তে যথাতথম্ ।। ৪১।।

অন্বয়ঃ—যেন স্বধাম্নি (বৈকুণ্ঠে স্থিত্বৈব) অমী (দৃশ্যমানাঃ) রজঃসত্ত্বতমোময়াঃ (রজঃআদিগুণ-কার্য্যভূতাঃ) ভাবাঃ (প্রাণিনঃ) (সঙ্কল্পমাত্রেণৈব) গুণনামক্রিয়ারূপৈঃ (গুণাঃ শান্তত্বাদয়ঃ, নামানি ব্রাহ্মণঃ ইত্যাদীনি, ক্রিয়াঃ অধ্যয়নাদ্যা, রূপাণি বর্ণা-শ্রমাদীনি তৈঃ) যথাতথং (যথার্থং) বিভাব্যন্তে (বিবিচ্যন্তে সঃ নারায়ণঃ) ।। ৪১ ।।

অনুবাদ—যিনি স্বীয়ধামে থাকিয়াই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় প্রাণীকে (সঙ্কল্পমাত্রেই) শান্তত্বাদি গুণ, ব্রাহ্মণাদি নাম, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ দ্বারা যথাযথ প্রকাশিত করেন, তিনিই 'নারায়ণ' ।। ৪১ ।।

বিশ্বনাথ—কোঽসৌ নারায়ণস্তত্রাহুঃ—যেন স্বধাম্নি বৈকুণ্ঠে স্থিত্বৈব অমী ভাবাঃ প্রাণিনঃ সঙ্কল্পমাত্রেণৈব গুণাঃ শান্তত্বাদয়ঃ নামানি ব্রাহ্মণ ইত্যাদীন্ ক্রিয়া

অধ্যয়নাদ্যাঃ রূপাণি বর্ণাশ্রমাদীনি তৈর্বিভাব্যন্তে বিবিধতয়া সৃজ্যন্তে যথাযথং যথাবৎ ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই নারায়ণ কে ? তাহাতে বলিতেছেন—যিনি নিজধাম বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিয়াই, সঙ্কল্পমাত্রেই সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস 'অমী ভাবাঃ'—এই প্রাণিসকলকে গুণ, নাম ইত্যাদিরূপে প্রকাশ করেন। গুণ বলিতে শান্তত্ব প্রভৃতি, নাম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি, ক্রিয়া—অধ্যয়ন, শৌর্য্য প্রভৃতি, রূপ বলিতে বর্ণ, আশ্রমাদি, তাহাদের দ্বারা 'বিভাব্যন্তে'—বিবিধরূপে যথাযথ সৃষ্টি করেন। (অর্থাৎ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় প্রাণীসমুদয়কে শান্তত্ব প্রভৃতি গুণ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সংজ্ঞা, অধ্যয়নাদি ক্রিয়া এবং বর্ণাশ্রমাদি রূপ, অর্থাৎ ধর্ম্ম বা লক্ষণ অনুসারে নিজস্বরূপে যথাযথ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ করেন, তিনিই নারায়ণ।) ॥ ৪১ ॥

সূর্য্যোঽগ্নিঃ খং মরুদ্দেবঃ সোমঃ সন্ধ্যাহনীদিশঃ।
কং কুঃ স্বয়ং ধর্ম্ম ইতি হ্যেতে দৈহ্যস্য সাক্ষিণঃ ॥৪২

অন্বয়ঃ—সূর্য্যঃ অগ্নি খম্ (আকাশং) মরুৎ (বায়ুঃ) দেবঃ সোমঃ (চন্দ্রঃ) সন্ধ্যা অহনী (অহঃ চ রাত্রিঃ চ) দিশঃ কম্ (উদকং) কুঃ (পৃথিবী) স্বয়ং ধর্ম্মঃ ইতি হি এতে দৈহ্যস্য (জীবস্য) সাক্ষিণঃ (সর্ব্বকর্ম্ম দ্রষ্টারঃ ভবন্তি) ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ—সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, বায়ু, দেবতা, চন্দ্র, সন্ধ্যা, দিবা, রাত্রি, দিক্, জল, পৃথিবী ও স্বয়ং ধর্ম্ম,—এই সকল জীবের সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষী ॥৪২॥

বিশ্বনাথ—কোঽপি ন জানাত্বিতি পাপং পুংভির্বিবিক্তে ক্রিয়তে অত্র সূর্য্যাদয়ো দৈহ্যস্য জীবস্য সাক্ষিণো যেনৈব বিভাব্যন্ত ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ কম্ উদকং কুঃ পৃথিবী ; যথাহুঃ—"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ। অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে ধর্ম্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্" ইতি ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কেহই আমার পাপকর্ম্ম না জানুক—এইভাবে জীবগণ পাপকার্য্য করিলেও, এই বিষয়ে সূর্য্যাদিই 'দৈহ্যস্য'—জীবের সাক্ষী, যাহার দ্বারাই বিবিধরূপে সৃষ্টি হইয়া থাকে—ইহা পূর্ব্বের সহিত অন্বয়। 'অহনী'—দিন ও রাত্রি, 'কং'—জল, 'কুঃ'—পৃথিবী ইত্যাদি। যেমন উক্ত হইয়াছে—"আদিত্য-চন্দ্রৌ" ইত্যাদি, অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, যম, দিবা, রাত্রি, (প্রাতঃ ও সায়ং) উভয় সন্ধ্যা, এবং ধর্ম্মও নরসকলের বৃত্ত (কর্ম্মসকল) জানেন ॥ ৪২ ॥

এতৈরধর্ম্মো বিজ্ঞাতঃ স্থানং দণ্ডস্য যুজ্যতে।
সর্ব্বে কর্ম্মানুরোধেন দণ্ডমর্হন্তি কারিণঃ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—এতৈঃ (সূর্য্যাদিসাক্ষিভিঃ) বিজ্ঞাতঃ অধর্ম্মঃ দণ্ডস্য স্থানং যুজ্যতে (কারণং সম্পদ্যতে সর্ব্বস্য একদা পাপাসম্ভবাৎ একদা দণ্ডানর্হত্বে অপি ক্রমেণ পাপ-সম্ভবাৎ) সর্ব্বে কারিণঃ (পাপকারিণঃ মানবাঃ) কর্ম্মানুরোধেন (কৃতকর্ম্মানুসারেণ) দণ্ডম্ অর্হন্তি (দণ্ডং লভন্তে) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—এই সমস্ত সাক্ষিদ্বারা বিজ্ঞাত অধর্ম্মই দণ্ডের পাত্র ; সকল কর্ম্মীই কৃতকর্ম্মানুসারে দণ্ডের যোগ্য হয়।

বিশ্বনাথ—স্থানমাহুঃ—এতৈরিতি। দণ্ড্যানাহুঃ—সর্ব্বে এব প্রাণিনঃ ॥ ৪৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—স্থান বলিতেছেন—'এতৈঃ' ইত্যাদি (অর্থাৎ উল্লিখিত সূর্য্যাদি হইতে যেমন ধর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া যায়, তদ্রূপ অধর্ম্মও পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, আর এই অধর্ম্মই দণ্ডের বিষয়)। 'দণ্ড্যান্ আহুঃ'—কাহারা দণ্ডের যোগ্য, তাহা বলিতেছেন—সকল প্রাণীই দণ্ডের যোগ্য (অর্থাৎ কর্ম্মানুসারে সকল অধর্ম্মকারীই যথাযোগ্য দণ্ডলাভের যোগ্য হয়।) ॥ ৪৩ ॥

সম্ভবন্তি হি ভদ্রাণি বিপরীতানি চানঘাঃ।
কারিণাং গুণসঙ্গোঽস্তি দেহবান্ ন হ্যকর্ম্মকৃৎ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘাঃ, (হে নিষ্পাপাঃ,) কারিণাং (কর্ম্মিণাং) ভদ্রাণি (পুণ্যানি) বিপরীতানি (পাপানি চ) সম্ভবন্তি হি (ভবন্তি হি ; কুতঃ হি যস্মাৎ তেষাং) গুণসঙ্গঃ (গুণসংযোগঃ সত্ত্বাদি-গুণসম্বন্ধ) অস্তি (অতএব কশ্চিদপি) দেহবান্

(ক্ষণম্ অপি) ন অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মশূন্যঃ অস্তি, অতঃ কর্ম্মিণাঞ্চ পাপস্য অবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তে সর্ব্বে দণ্ডম্ অর্হন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—হে নিষ্পাপ পুরুষগণ, কর্ম্মিগণের পুণ্য ও পাপ, উভয়ই সম্ভব, কারণ, তাহাদের সত্ত্বাদি গুণসম্বন্ধ আছে। দেহধারি-ব্যক্তি (ক্ষণ-কালও) কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। অতএব কর্ম্মিগণের পাপ অবশ্যম্ভাবী; তজ্জন্য তাহারা সকলেই দণ্ডের যোগ্য) ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বেষাং দণ্ড্যত্বে হেতুঃ—সম্ভবন্তীতি। বিপরীতান্যভদ্রাণি পাপানি ; যতঃ কারিণাং কর্ম্মিণাং গুণসঙ্গোঽস্ত্যেব। গুণাশ্চ সত্ত্বাদ্যাঃ পুণ্যপাপহেতব এব ; যাবজ্জীবময়ং ধার্ম্মিকোঽধার্ম্মিকো বেতি তু ভূম্নৈব ব্যপদেশঃ। ননু কারিণামেব গুণসঙ্গ ইত্যুচ্যতে যদি কশ্চিদকারী স্যাৎ, স ত্বদণ্ড্য এবেতি তত্রাহুঃ—দেহবানিতি, দেহধারী নরঃ ; অথচ কর্ম্মরহিত ইতি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সকলেরই দণ্ডলাভের হেতু বলিতেছেন—'সম্ভবন্তি' ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ম্মি-পুরুষমাত্রেরই গুণানুসারে শুভ ও অশুভ (পাপ)—উভয়েরই সংঘটন হয়, যেহেতু 'কারিণাং'—কর্ম্মি-মাত্রেরই গুণত্রয়ের সহিত সম্বন্ধ আছেই। 'গুণ'—বলিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, উহা পাপ ও পুণ্যের হেতুই। 'যাবজ্জীবম্'—যতদিন জীবিত থাকে, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক বা অধার্ম্মিক, ইহা তাহার কার্য্যের বহুত্বেই বলা হইয়া থাকে (অর্থাৎ সারাজীবন কেহই একেবারে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের আচরণ করে না, কারণ পাপ ও পুণ্য উভয় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্তই এই মর্ত্ত্যজীবন)। যদি বলেন—দেখুন, কর্ম্মিজনেরই গুণের সহিত সঙ্গ—ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন দেহী সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মশূন্য হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডের অযোগ্যই, ইহাতে বলিতেছেন—'দেহবান্' ইত্যাদি, দেহধারী মানুষ, অথচ কর্ম্মরহিত, ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ (অর্থাৎ দেহধারী কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং জীবমাত্রেই কর্ম্মী এবং কর্ম্মিমাত্রেই যথোচিত দণ্ডের যোগ্য।) ॥ ৪৪ ॥

যেন যাবান্ যথাধর্ম্মো ধর্ম্মো বেহ সমীহিতঃ।
স এব তৎফলং ভুঙ্ক্তে তথা তাবদমুত্র বৈ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়ঃ—যেন যাবান্ (যৎপ্রমাণকঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) ধর্ম্মঃ অধর্ম্মঃ বা ইহ সমীহিতঃ (কৃতঃ) সঃ এব নান্যঃ) তাবৎ (প্রমাণকঃ); তথা (তত্তদবান্তরভেদভিন্নেন প্রকারেণ তাবৎপ্রমাণকং) তৎফলং (সুখদুঃখাদিকম্) অমুত্র (স্বর্গনরকাদৌ) ভুঙ্ক্তে। (ধর্ম্মঃ বা ইতি দৃষ্টান্তঃ ধর্ম্মানুসারেণ সুখম্ ইব অধর্ম্মানুসারেণ দণ্ডঃ ইতি) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—ইহলোকে যে ব্যক্তি যে পরিমাণ ও যে প্রকার ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম আচরণ করে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ—কথং দণ্ড ইত্যস্যোত্তরমাহুঃ—যাবান্ যৎপ্রমাণকঃ যথা যেন প্রকারেণ অধর্ম্মো ধর্ম্মো বা কৃতঃ। তৎফলং দুঃখং সুখং বা তাবত্তৎ-প্রমাণকং শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈবেতি শেষঃ ॥ ৪৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকারে দণ্ডবিধান করা হয়, তাহার উত্তর বলিতেছেন—'যাবান্'—যে পরিমাণ, 'যেন'—যে প্রকারে অধর্ম্ম বা ধর্ম্ম কৃত হয়, 'তৎ-ফলং'—তাহার ফল সুখ বা দুঃখ, সেই প্রকার এবং সেই পরিমাণে শাস্ত্র-দৃষ্টি অনুসারেই ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

যথেহ দেবপ্রবরাস্ত্রৈবিধ্যমুপলভ্যতে।
ভূতেষু গুণবৈচিত্র্যাৎ তথান্যত্রানুমীয়তে ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) দেবপ্রবরাঃ, যথা ইহ (জন্মনি) গুণবৈচিত্র্যাৎ (গুণবৈচিত্র্যেণ ধর্ম্মাধর্ম্মাদিষু প্রবৃত্তিদর্শনাৎ) ভূতেষু (প্রাণিষু) ত্রৈবিধ্যং (শান্তঘোরমূঢ়ত্বেন বা সুখদুঃখমিশ্রত্বেন বা ধার্ম্মিকত্বাদিনা বা ত্রৈবিধ্যম্) উপলভ্যতে ; তথা অন্যত্র (জন্মান্তরে অপি সুখদুঃখাদিকম্) অনুমীয়ন্তে ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—হে দেবশ্রেষ্ঠগণ, যেরূপ এইস্থানে গুণবৈচিত্র্য (গুণের ত্রৈবিধ্য)-নিবন্ধন প্রাণিগণকে (শান্ত, ঘোর, মূঢ়, সুখী, দুঃখী ও মধ্যবর্ত্তী অথবা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক ও তন্মধ্যবর্ত্তী) ত্রিবিধ দশাগ্রস্ত দেখিতে

পাওয়া যায়, তদ্রূপ পরকালেও তাহাদের ত্রিবিধত্ব অনুমিত হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—সত্ত্বাদিগুণসঙ্গঃ প্রত্যক্ষমেবোপলভ্যতামিত্যাহঃ—ইহ লোকে ত্রৈবিধ্যং পুণ্যপাপমিশ্রকর্ম্মত্বেন নৃণাং ত্রৈবিধ্যং যথা তথৈবান্যত্র পরলোকেঽন্যজন্মনি বা সুখিত্ব-মিশ্রত্ব-দুঃখিত্বেন ত্রৈবিধ্যম্ অনুমীয়তে। শাস্ত্রদৃষ্ট্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের সত্ত্বাদি গুণসঙ্গ প্রত্যক্ষই উপলব্ধি করুন, ইহা বলিতেছেন—'যথেহ' ইত্যাদি, ইহলোকে যেরূপ পুণ্য, পাপ ও উভয়মিশ্র কর্ম্মহেতু প্রাণিগণের মধ্যে ত্রৈবিধ্য দেখা যায়, তদ্রূপ অন্যত্র পরলোকে বা অন্য জন্মে সুখিত্ব, মিশ্রত্ব ও দুঃখিত্ব অনুমান করিতে হইবে, অবশ্য শাস্ত্রদৃষ্টিতেই—এই ভাব। (অর্থাৎ ইহলোকে প্রাণিগণের মধ্যে গুণগত বৈচিত্র্যহেতু যেরূপ শান্ত, ঘোর ও মূঢ়, অথবা সুখী, দুঃখী ও সুখ-দুঃখী, কিংবা ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক ও উভয় স্বরূপ—এ জাতীয় তিন প্রকার ভাব লক্ষিত হয়, সেইরূপ পরলোকেও ত্রিবিধ ভাবের অনুমান করা যায়।) ॥ ৪৬ ॥

বর্ত্তমানোঽন্যয়োঃ কালো গুণাভিজ্ঞাপকো যথা।
এবং জন্মান্যয়োরেতদ্ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনম্ ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়ঃ—যথা বর্ত্তমানঃ কালঃ (বসন্তাদিকালঃ স্বগুণৈঃ পুষ্পফলাদিভিঃ) অন্যয়োঃ (ভূতভবিষ্যমাণয়োঃ বসন্তয়োঃ) গুণাভিজ্ঞাপকঃ (গুণানাং পুষ্পফলাদীনাম্ অভিজ্ঞাপকঃ অনুমাপকঃ ভবতি) এবম্ এতৎ জন্ম (অপি) অন্যয়োঃ (ভূতভাবি-জন্মনোঃ) ধর্ম্মাধর্ম্মনিদর্শনং (ধর্ম্মাধর্ম্মৌ-নিদর্শয়তীতি তথা ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদ—যেরূপ বর্ত্তমান বসন্তাদিকাল অতীত ও অনাগত বসন্তাদি ঋতু-গুণাদির অনুমাপক হয়, তদ্রূপ এই জন্ম অতীত ও ভবিষ্যৎজন্মের ধর্ম্মাধর্ম্মের নিদর্শনস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ—বর্ত্তমানজন্মনৈব পূর্ব্বাপরজন্ম-ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানং ভবতীতি সদৃষ্টান্তমাহঃ—বর্ত্তমানো বসন্তাদিকালঃ অন্যয়োর্ভূতভবিষ্যতোর্বসন্তয়োর্যে গুণাঃ পুষ্পফলাদয়স্তেষামভিজ্ঞাপকো যথা, এবমেতজ্জন্মৈব অন্যয়োর্ভূতভাবিনোর্জন্মনো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ নিদর্শয়তীতি তথা ॥ ৪৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—বর্ত্তমান জন্মের দ্বারাই পূর্ব্ব ও অপর জন্মের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহা দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন—'বর্ত্তমানঃ' ইত্যাদি, বর্ত্তমান বসন্তাদি কাল যেরূপ অতীত ও ভবিষ্যৎ বসন্তাদি কালের যে গুণ, অর্থাৎ পুষ্পফলাদি, তাহার অভিজ্ঞাপক হয়, সেরূপ এই বর্ত্তমান জন্মও অন্য অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মের ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের নির্দ্দেশ করে। (অর্থাৎ মানুষের বর্ত্তমান জন্মে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয় আচরণ দেখিয়া অতীত ও ভবিষ্যৎ জন্মেও তাহার উভয়প্রকার কর্ম্মেরই সংঘটন অনুমান করা হয়।) ॥ ৪৭ ॥

মনসৈব পুরে দেবঃ পূর্ব্বরূপং বিপশ্যতি।
অনুমীমাংসতেঽপূর্ব্বং মনসা ভগবানজঃ ॥৪৮॥

অন্বয়ঃ—ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞঃ) অজশ্চ (ব্রহ্মতুল্যঃ) দেবঃ (ঈশ্বরঃ যমঃ) পুরে (প্রাণ্যন্তর্হৃদয়ে সংযমন্যাং বা স্থিতঃ অন্তর্য্যামী) মনসা এব পূর্ব্বরূপং (জীবস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদিযুক্তং পূর্ব্বরূপং) বিপশ্যতি (জানাতি)। (অনুঅনন্তরম্ অপি) অপূর্ব্বম্ (অয়ম্ ঈদৃক্ ধর্ম্মাধর্ম্মাভিমানী ভবিষ্যতি ইতি ভাবিরূপং চ) মনসা (এব) মীমাংসতে (বিচারয়তি) ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদ—সর্ব্বজ্ঞ ও ব্রহ্মতুল্য যমদেব স্বীয় পুরীতে অবস্থিত থাকিয়া (অথবা প্রাণিগণের হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া) মনোদ্বারাই জীবের পূর্ব্বকৃত আচরণ দেখিতে পান এবং তাহা হইতে মনোদ্বারাই তদনুরূপ ভবিষ্য আচরণ অনুমান (বিচার) করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ—অয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানপ্রকারস্ত্বন্যেষাং প্রায়িকঃ ধর্ম্মরাজস্তু মনসৈব নিশ্চিতমেব সর্ব্বং পশ্যতীত্যাহঃ—পুরে সংযমন্যাং স্থিত এব দেবো যমঃ পূর্ব্বরূপং পূর্ব্বজন্ম-স্বরূপং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিযুক্তং পশ্যতি। অনু অনন্তরমপূর্ব্বং বর্ত্তমানং ভাবিরূপং মীমাংসতে। যদ্‌যস্যানুরূপং তৎ বিচারয়তি—ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ অজো ব্রহ্মতুল্যঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের প্রকার অন্যান্য প্রাণিগণের সম্বন্ধে প্রায়িক (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়ে সাধারণের ইহাই বিচার-প্রণালী), কিন্তু ধর্ম্ম-রাজ মনের দ্বারাই নিশ্চিতরূপে সমস্ত কিছুই দেখিয়া থাকেন। 'পুরে'—নিজের সংযমনী পুরীতে থাকিয়াই যমরাজ জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-যুক্ত পূর্ব্বজন্মের স্বরূপ বিশেষভাবে জানিতে পারেন। অনন্তর 'অপূর্ব্বং'—তাহার অপূর্ব্বরূপে, অর্থাৎ বর্ত্তমান-দৃষ্টে ভবিষ্যতে যাহার যাহা যোগ্য হইবে, তাহা বিচার করেন। যেহেতু তিনি ভগবান্ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ এবং অজ বলিতে ব্রহ্মার তুল্য ॥ ৪৮ ॥

যথাজ্ঞস্তমসা উপাস্তে ব্যক্তমেব হি।
ন বেদ পূর্ব্বমপরং নষ্টজন্মস্মৃতিস্তথা ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়ঃ—যথা তমসা (নিদ্রয়া) যুক্তঃ (জনঃ স্বপ্নে অপি) ব্যক্তম্ এব (দেহাদিকম্) উপাস্তে ('অহং মম' ইতি ভাবেন যথেষ্টাহারাদিনা সেবতে, ন তু জাগ্রদ্দেহাপূর্ব্বস্বপ্নাদিগতং বা) তথা (তদ্বৎ) নষ্ট-জন্মস্মৃতিঃ (নষ্টা জন্মনাং স্মৃতিঃ যস্য সঃ) অজ্ঞঃ (অবিদ্যোপাধিঃ জীবঃ) ব্যক্তম্ এব (প্রাচীনকর্ম্মা-ভিব্যক্তং বর্ত্তমানম্ এব দেহাদিকম্) উপাস্তে (অহম্ ইতি মন্যতে)। পূর্ব্বম্ অপরং বা (ভূতং ভাবিনং চ) ন বেদ (জানাতি) ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদ—যেমন নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি স্বপ্নদৃষ্ট দেহের ভজনা করে অর্থাৎ তাহাতেই আত্মবুদ্ধি করিয়া থাকে, সেইরূপ নষ্টজন্মস্মৃতি অবিদ্যোপাধিগ্রস্ত জীবও পূর্ব্বকর্ম্মাভিব্যক্ত বর্ত্তমান দেহাদিকে ভজনা করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহাতেই 'আমি, আমার' বুদ্ধি করে; পূর্ব্বাপর কিছুই জানিতে পারে না ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বনাথ—জীবস্য তু পূর্ব্বাপরজ্ঞানাভাবাৎ পাপাদৌ প্রবৃত্তির্ন চিত্রমিত্যাহঃ—যথা তমসা যুক্তঃ পশ্বাদির্ব্যক্তং বর্ত্তমানদেহমেব উপাস্তে যথেষ্টা-হারাদ্যৈঃ সুখয়তি তথৈব নরোঽপি, নষ্টা জন্মনৈব স্মৃতির্যস্যেতি পূর্ব্বাপরজ্ঞানাভাবে হেতুঃ ॥ ৪৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—জীবের কিন্তু পূর্ব্বজন্মের বা পরজন্মের জ্ঞান না থাকায়, তাহার পাপাদিতে প্রবৃত্তি, কিছুই বিচিত্র নহে—ইহা বলিতেছেন, 'যথা'—যেমন তমোগুণে যুক্ত পশু প্রভৃতি, 'ব্যক্তং'—বর্ত্তমান দেহ-কেই 'উপাস্তে'—যথেষ্ট আহারাদির দ্বারা সুখী করে, তদ্রূপ মনুষ্যও পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি নষ্ট হওয়ায়, পূর্ব্ব-জন্মের কর্ম্মদ্বারা লব্ধ বর্ত্তমান দেহাদিকেই অহং-জ্ঞানে উপাসনা করে, পূর্ব্ব দেহাদির সন্ধান করে না। 'নষ্টজন্মস্মৃতিঃ'—জন্ম হইতেই যাহার স্মৃতি নষ্ট হইয়াছে—ইহাই পূর্ব্ব ও পরজন্মের জ্ঞানের অভাবের হেতু ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চভিঃ কুরুতে স্বার্থান্ পঞ্চ বেদাথ পঞ্চভিঃ।
একস্তু ষোড়শেন ত্রীন্ স্বয়ং সপ্তদশোঽশ্নুতে ॥৫০॥

অন্বয়ঃ—ষোড়শেন (মনসা সহ) সপ্তদশঃ (ষোড়শোপাধ্যর্গতঃ অপি) স্বয়ং তু একঃ (একঃ এব জীবঃ) পঞ্চভিঃ (বাগাদিভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ) স্বার্থান্ (স্বাভিলষিতান্ বচন-শিল্পগতিবিসর্গানন্দাখ্যান্) কুরুতে। অথ (তথা) পঞ্চভিঃ (শ্রোত্রাদিভিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ) পঞ্চ (শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্) বেদ (জানাতি; এবং স্বয়ম্ একঃ এবঃ) ত্রীন্ (জ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয়-মনোবিষয়ান্) অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥৫০॥

অনুবাদ—মন—ষোড়শ, জীব তদতিরিক্ত সপ্তদশ; সুতরাং একমাত্র। ষোড়শ-পদার্থের সহিত মিলিত হইয়া স্বয়ং সপ্তদশ জীব একাকী রাগাদি পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা স্বাভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করে ও শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি পঞ্চ-বিষয়ের বিজ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। এইরূপে স্বয়ং এক হইয়াও জীব কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের গ্রাহ্য বিষয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বনাথ—ততশ্চ পঞ্চভিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্যথেষ্টং স্বার্থান্ কুরুতে। পঞ্চভির্জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চশব্দাদি বিষয়-ভোগান্ অনুভবতি। ষোড়শেন মনসা ইন্দ্রিয়েন তু ত্রীন্ জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়-মনো-বিষয়ান্ অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। স্বয়ং সপ্তদশো জীবঃ ॥ ৫০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'পঞ্চভিঃ'—তারপর ঐ জীব হস্ত, পদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যথেষ্টরূপে 'স্বার্থান্'—গ্রহণ, গমনাদি পাঁচটি বিষয় অবগত হয়। আর চক্ষুঃ, কর্ণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ, শব্দাদি পাঁচটি বিষয় অনুভব করে। (পঞ্চ

কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বিষয়, ইহাদের অতিরিক্ত মন ষোড়শ স্থানীয় এবং জীব সপ্তদশ স্থানীয়)। ষোড়শেন—ষোড়শ পদার্থ যে মন, তাহার সহিত মিলিত হইয়া, সপ্তদশ স্থানীয় জীব স্বয়ং একাকীই 'ত্রীন্'—জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের বিষয়-সমূহ উপভোগ করে ॥ ৫০ ॥

তদেতং ষোড়শকলং লিঙ্গং শক্তিত্রয়ৎ মহৎ।
ধত্তেঽনুসংসৃতিং পুংসি হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদাম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়ঃ—তদেতৎ মহৎ (দুর্নিবারং) শক্তিত্রয়ং (সত্ত্বাদিগুণত্রয়কার্য্যং) ষোড়শকলং (দশেন্দ্রিয়াণি, একং মনঃ পঞ্চতন্মাত্রাণি চ ইত্যেবং ষোড়শ কলাঃ অংশাঃ যস্মিন্ তৎ) লিঙ্গং (*সূক্ষ্মশরীরং ধর্ম্মা*-ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা) পুংসি (জীবে) হর্ষশোকভয়ার্ত্তিদাম্ অনুসংসৃতিম্ (অনু ভূয়ঃ ভূয়ঃ সংসৃতিং দেব-মনুষ্যাদি যোনিং) ধত্তে (বিধত্তে) ॥ ৫১ ॥

অনুবাদ—দশ ইন্দ্রিয়, শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ তন্মাত্র ও মন—এই ষোড়শ কলা বিশিষ্ট, গুণত্রয়ের কার্য্যভূত, দুর্নিবার বাসনাময় লিঙ্গদেহ, পুনঃ পুনঃ জীবের হর্ষ-শোক-ভয়-পীড়াপ্রদ সংসার উৎপাদন করে ॥ ৫১ ॥

বিশ্বনাথ—সপ্তদশস্য তস্য তদেতল্লিঙ্গং শরীরং কর্তৃ শক্তিত্রয়ং গুণত্রয়কার্য্যং পুংসি জীবে অনুসংসৃতিং ধত্তে। মহদ্দুর্নিবারম্ ॥ ৫১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সপ্তদশ স্থানীয় সেই জীবের এই লিঙ্গ শরীর (কর্ত্তা), যাহা 'শক্তিত্রয়ং'—গুণ-ত্রয়ের কার্য্য, তাহাই জীবে 'অনুসৃতি' বলিতে দেব-মনুষ্যাদি যোনি প্রাপ্ত করায়। মহৎ বলিতে দুর্নি-বার। (অর্থাৎ সত্ত্বাদি ত্রিগুণের কার্য্যস্বরূপ এই ষোড়শ অবয়ব-বিশিষ্ট লিঙ্গ শরীর জীবের হর্ষ, শোক, ভয় ও পীড়াজনক দুর্নিবার সংসারচক্রের বিধান করে।) ॥ ৫১ ॥

দেহ্যজ্ঞোঽজিতষড়্বর্গো নেচ্ছন্ কর্ম্মাণি কার্য্যতে।
কোশকার ইবাত্মানং কর্ম্মণাচ্ছাদ্য মুহ্যতি ॥ ৫২ ॥

অন্বয়ঃ—অজ্ঞঃ (অবিদ্যোপহতঃ) অজিতষড়্-বর্গঃ (ন জিতঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি একঃ মনশ্চ এবং ষড়্বর্গঃ যেন সঃ) দেহী (জীবঃ) নেচ্ছন্ (অনিচ্ছন্ কর্ম্মানুষ্ঠান-রহিতঃ অপি অনেন সংঘাতেন এব বলাৎ) কর্ম্মাণি কার্য্যতে। (অতএব তেন কারিতেন) কর্ম্মণা আত্মানম্ আচ্ছাদ্য (প্রতিরুধ্য) কোশকারঃ ইব (যথা কোশকারঃ কীটবিশেষঃ স্বমুখনিঃসারিতৈঃ তন্তুভিঃ কোশং নির্ম্মায় স্বপিতি স্বনির্গমায় দ্বারম্ অপি নাব-শেষয়তি তদা তস্মিন্ কোশে সংনিরুধ্য মুহ্যতি ম্রিয়তে চ, তথা জীবঃ অপি) মুহ্যতি (মোহম্ আসাদ্য কর্ম্মভ্যঃ নির্গমোপায়ং ন জানাতি, তৎফলং চ ভুঙ্ক্তে ইত্যর্থঃ) ॥ ৫২ ॥

অনুবাদ—অজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় জীব, ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্ম করিতে বাধ্য হন। কোশকার কীট যেমন নিজমুখনিঃসৃত তন্তু হইতে কোশ নির্ম্মাণ *করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হয়, বহির্গমন-পথ দেখিতে* পায় না, জীবও সেইরূপ আপনাকে নিজকৃত কর্ম্ম-জালে আবদ্ধ করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, কর্ম্মমুক্তির উপায় জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

বিশ্বনাথ—অনেন লিঙ্গেনৈব কদাচিৎ কর্ম্ম কর্ত্তুম-নিচ্ছন্নপি বলাৎ কর্ম্মাণি কার্য্যতে ততশ্চ কোশকারঃ কীট ইব মুহ্যতি—নির্গমোপায়ং ন জানাতি ॥ ৫২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই লিঙ্গ শরীরের প্রেরণায় অজ্ঞ জীব কোন সময়ে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না থাকি-লেও বলপূর্ব্বক কর্ম্মরত হইয়া থাকে। তারপর কোশ-কার কীটের মত মোহিত হইয়া নির্গমের উপায় জানিতে পারে না ॥ ৫২ ॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম গুণৈঃ স্বাভাবিকৈর্ব্বলাৎ ॥৫৩

অন্বয়ঃ—হি (যস্মাৎ) কশ্চিৎ (অপি প্রাণী) ক্ষণম্ অপি জাতু (কদাচিৎ অপি) অকর্ম্মকৃৎ (ক্রিয়া-রহিতঃ সন্) ন তিষ্ঠতি। (অতঃ) হি (নিশ্চিতম্ এতৎ) স্বাভাবিকৈঃ (পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারোদ্ভূতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদীনাং গুণকার্য্যরাগাদিভিঃ এব অয়ম্) অবশঃ (পরাধীনঃ সন্) বলাৎ কর্ম্ম কার্য্যতে ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ—কোন জীবই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণ-কালও থাকিতে পারে না। প্রাক্তন-সংস্কার-জনিত

রাগাদি তাহাকে বলপূর্ব্বক বশীভূত করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ—স্বাভাবিকৈঃ পূর্ব্বসংস্কারোদ্ভূতৈঃ ॥৫৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'স্বাভাবিকৈঃ'—পূর্ব্ব সংস্কার হইতে উদ্ভূত (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মানুরূপ সংস্কার হইতে উৎপন্ন অনুরাগাদি সকলকেই অবশ অবস্থায় কর্ম্ম করাইয়া থাকে।) ॥ ৫৩ ॥

লব্ধ্বা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথাযোনি যথাবীজং স্বভাবেন বলীয়সা ॥৫৪॥

অন্বয়ঃ—অব্যক্তম্ (অদৃষ্টং পুণ্যপাপাত্মকং) নিমিত্তং (জন্মনঃ কারণং) লব্ধ্বা উত (এব কুচিৎ) যথাযোনি (মাতৃসদৃশং) যথাবীজঃ (পিতৃসদৃশং কুচিৎ উভয়-সদৃশং চ স্ত্রীরূপং পুরুষরূপং বা) ব্যক্তাব্যক্তং (স্থূলং সূক্ষ্মং বা) বলীয়সা (প্রবলেন) স্বভাবেন (কর্ম্মবাসনয়া মাতাপিতৃসদৃশঃ দেহঃ) ভবতি ॥৫৪॥

অনুবাদ—জীব-কৃত পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মসমূহ ফলোন্মুখ হইলে উহাকে অদৃষ্ট বলা যায়। সেই অদৃষ্টই জীবের জন্মের মূল কারণ। তাহাকে (অদৃষ্টকে) লইয়া জীব প্রবল-কর্ম্মবাসনারূপ পিতৃ-সদৃশ অথবা মাতৃসদৃশ স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ লাভ করে ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বনাথ—এবঞ্চ নিমিত্তমদৃষ্টং লব্ধ্বা তৎকর্ম্মানুসারেণ ব্যক্তাব্যক্তং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ শরীরং ভবতি যথাযোনি কুচিন্মাতৃসদৃশং যথাবীজং কুচিৎ পিতৃসদৃশং কুচিদুভয়সদৃশং স্বভাবেন হিংস্রত্বসৌম্যত্বেন চ যুক্তম্ ॥ ৫৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইপ্রকারে 'নিমিত্তং লব্ধ্বা'—নিমিত্ত বলিতে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মরূপ অদৃষ্ট (কারণ) আশ্রয় করিয়া, সেই কর্ম্মানুসারে জীবের ব্যক্ত ও অব্যক্ত, অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর হইয়া থাকে। 'যথাযোনি'—কখনও মাতৃসদৃশ, 'যথাবীজং'—কখন পিতৃসদৃশ, এবং কখনও উভয়-সদৃশ, 'স্বভাবেন'—হিংস্রত্ব, সৌম্যত্বরূপ স্বভাবের দ্বারা যুক্ত (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর লাভ হইয়া থাকে।) ॥ ৫৪ ॥

এষ প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য বিপর্য্যয়ঃ।
আসীৎ স এব ন চিরাদীশসঙ্গাদ্বিলীয়তে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ—পুরুষস্য (জীবস্য) প্রকৃতিসঙ্গেন (মায়য়া স্বরূপাবরণেন) এষঃ বিপর্য্যয়ঃ (সংসারঃ) আসীৎ। সঃ এব ঈশসঙ্গাৎ (পরমেশ্বর-ভজনাৎ ভগবদ্ভক্ত্যাদি-সঙ্গাৎ বা মায়ানিবৃত্ত্যা) ন চিরাৎ (শীঘ্রম্ এব) বিলীয়তে (ন অন্যথা) ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদ—প্রকৃতির সঙ্গ-বশতঃই পুরুষের এই-রূপ বিপর্য্যয় অর্থাৎ স্বরূপভ্রম-জনিত সংসার-লাভ হইয়া থাকে, ভগবদ্ভজনপ্রভাবে সেই সংসার অচিরে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ—এষ ইতি প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সঙ্গাভ্যামেব বন্ধমোক্ষৌ ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'এষঃ'—প্রকৃতি ও পুরুষের সঙ্গ-বশতঃই জীবের এইরূপ বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ প্রকৃতির সঙ্গে বদ্ধ এবং পরমেশ্বরের ভজনহেতু জীবের মুক্তি হইয়া থাকে।) ॥৫৫॥

অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ শীলবৃত্তগুণালয়ঃ।
ধৃতব্রতো মৃদুর্দান্তঃ সত্যবাঙ্মন্ত্রবিচ্ছুচিঃ ॥৫৬॥
গুর্ব্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুরনহঙ্কৃতঃ।
সর্ব্বভূতসুহৃৎ সাধুর্মিতবাগনসূয়কঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ম্ (অজামিলঃ) হি (নিশ্চিতম্ এব পূর্ব্বং) শ্রুতসম্পন্নঃ (অধীতবেদঃ) শীলবৃত্ত-গুণালয়ঃ (শীলং শুদ্ধভাবঃ, বৃত্তং সদাচারঃ, গুণাঃ ক্ষমাদয়ঃ তেষাম্ আলয়ঃ) ধৃতব্রতঃ (কৃত-জপপূজাদি-নিয়মঃ) মৃদুঃ (কোমলচিত্তঃ) দান্তঃ (জিতেন্দ্রিয়ঃ) সত্যবাক্ মন্ত্রবিৎ শুচিঃ (শুদ্ধদেহঃ এবং) গুর্ব্বগ্ন্যতিথিবৃদ্ধানাং শুশ্রূষুঃ (সেবকঃ) অনহঙ্কৃতঃ (নিরহঙ্কারঃ) সর্ব্বভূতসুহৃৎ (কৃপয়া এব সর্ব্বপ্রাণি-হিতকারী) সাধুঃ (পরলোক-সাধনতৎপরঃ) মিত-বাক্ (অল্পভাষী, বৃথালাপরহিতঃ) অনসূয়কঃ (পরেষু দোষারোপঃ অসূয়া তদ্রহিতঃ চ আসীৎ) ॥৫৬-৫৭॥

অনুবাদ—ঐ ব্রাহ্মণ (অজামিল) প্রথমে শাস্ত্র-জ্ঞানসম্পন্ন, সৎস্বভাব, সদাচার ও ক্ষমাদি সদ্গুণের আলয়, ব্রতনিষ্ঠ, কোমলচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, মন্ত্রজ্ঞ, পবিত্র, গুরু, অগ্নি, অতিথি ও বৃদ্ধদিগের

সেবায় রত, নিরহঙ্কার, সর্ব্বভূতের হিতকারী সুহৃৎ, সাধু, মিতভাষী এবং অসূয়াশূন্য ছিলেন ॥ ৫৬-৫৭ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবং ধর্ম্মাধর্ম্মাদিস্বরূপমুক্ত্বা প্রস্তুতস্যাজামিলস্য দণ্ড্যত্বজ্ঞাপনায়াধর্ম্মং প্রপঞ্চয়তি—অয়ং হীত্যাদিনা তত্রাপ্যতিশয়ানৌচিত্যং জ্ঞাপয়িতুং দ্বাভ্যাম্ ধার্ম্মিকত্বমাহঃ—শীলং সুস্বভাবঃ, বৃত্তং সদাচারঃ, গুণাঃ ক্ষমাদয়ঃ ॥ ৫৬-৫৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদির স্বরূপ বলিয়া প্রকরণগত অজামিলের দণ্ডযোগ্যত্ব জ্ঞাপনের জন্য তাহার অধর্ম্মাচরণ বলিতেছেন—'অয়ং হি' ইত্যাদির দ্বারা। তন্মধ্যে অতিশয় অনৌচিত্য, অর্থাৎ তাদৃশ অধর্ম্মাচরণ অজামিলের পক্ষে অনুচিত—ইহা জানাইবার জন্য দুইটি শ্লোকে তাহার ধর্ম্মাচরণের কথা বলিতেছেন। 'শীল'—বলিতে সুস্বভাব, 'বৃত্ত'—সদাচার, 'গুণাঃ'—ক্ষমাদি গুণসকল ॥ ৫৬-৫৭ ॥

একদাসৌ বনং যাতঃ পিতৃসন্দেশকৃদ্দ্বিজঃ।
আদায় তত আবৃত্তঃ ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ ॥ ৫৮ ॥
দদর্শ কামিনং কঞ্চিচ্ছূদ্রং সহ ভুজিষ্যয়া।
পীত্বা চ মধু মৈরেয়ং মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া ॥ ৫৯ ॥
মত্তয়া বিশ্লথন্নীব্যা ব্যপেতং নিরপত্রপম্।
ক্রীড়ন্তমনুগায়ন্তং হসন্তমনয়ান্তিকে ॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—একদা অসৌ (অজামিলঃ) দ্বিজ পিতৃসন্দেশকৃৎ (পিত্রাজ্ঞয়া) ফলপুষ্পসমিৎকুশান্ (ফলাদ্যাহরণার্থং) বনং যাতঃ। ততঃ (বনাৎ ফলানি) আদায় (গৃহীত্বা) আবৃত্তঃ (পরাবৃত্তঃ সন্) (সঃ চ অজামিলঃ মার্গে) মৈরেয়ং মধু (পৈষ্টীং সুরাং) পীত্বা মদাঘূর্ণিতনেত্রয়া (তন্মদেন আঘূর্ণিতে ভ্রান্তে নেত্রে যস্যাঃ তয়া) মত্তয়া (যথাবদনুসন্ধানরহিতয়া) বিশ্লথন্নীব্যা (বিশেষেণ শ্লথন্তী নীবি কটিবস্ত্রং যস্যাঃ তয়া) ভুজিষ্যয়া (সাধারণ-ভোগ্যস্ত্রিয়া দাস্যা) সহ ক্রীড়ন্তং ব্যপেতং (স্বাচারাৎ ভ্রষ্টং) নিরপত্রপং (নিতরাম্ নির্ল্লজ্জম্) অন্তিকে (অস্যাঃ সমীপে) অনয়া সহ অনুগায়ন্তং হসন্তং চ কঞ্চিৎ চ কামিনং শূদ্রং দদর্শ ॥ ৫৮-৬০ ॥

অনুবাদ—একদা ঐ ব্রাহ্মণ (অজামিল) পিতার আদেশে ফল, পুষ্প, সমিৎ ও কুশ-আহরণের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন। ফলপুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া বন হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক কামুক শূদ্র লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধারণ-ভোগ্যা এক শূদ্রাণীর সহিত হাস্য, গান ও বিহার করিতেছে, দেখিতে পাইলেন। মদ্যপান-জন্য সেই শূদ্রাণীর নেত্র ঈষৎ ঘূর্ণিত হইতেছে এবং মদোন্মত্ততা-হেতু তাহার কটিদেশ হইতে নীবি (বস্ত্রবন্ধন) শিথিল হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৫৮-৬০ ॥

বিশ্বনাথ—ভুজিষ্যয়া দাস্যা সংভুজ্যমানয়া মৈরেয়ং পৈষ্টীং মধু মদ্যং ব্যপেতং লোকভয়রহিতম্, অনয়া সহ ॥ ৫৮-৬০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুজিষ্যয়া'—কোন ভোগ্যা দাসীর সহিত (মিলিত অবস্থায় এক কামুক শূদ্রকে অজামিল পথিমধ্যে দেখিয়াছিল)। 'মৈরয়ং মধু'—পিষ্টক হইতে নির্ম্মিত মৈরয় নামক মদ্য-বিশেষ (পান করিয়া তৎকালে ঐ দাসী মত্তা ছিল)। 'ব্যপেতং'—লোকলজ্জারহিত (সেই ভ্রষ্টাচার কামুক শূদ্রকে), 'অনয়া'—সেই দাসীর সহিত (হাস্য পরিহাসাদি করিতে দেখিল।) ॥ ৫৮-৬০ ॥

দৃষ্ট্বা তাং কামলিপ্তেন বাহুনা পরিরম্ভিতাম্।
জগাম হৃচ্ছয়বশং সহসৈব বিমোহিতঃ ॥ ৬১ ॥

অন্বয়ঃ—কামলিপ্তেন (কামেন কামোদ্দীপকেন তদঙ্গরাগেণ হরিদ্রাদিনা লিপ্তেন) বাহুনা (শূদ্রস্য বাহুনা) পরিরম্ভিতাম্ (আশ্লিষ্টাং) তাং দৃষ্ট্বা সহসা এব (প্রারব্ধবশাৎ অয়ং) বিমোহিতঃ (সন্) হৃচ্ছয়বশং (হৃচ্ছয়স্য কামস্য বশং) জগাম্ ॥ ৬১ ॥

অনুবাদ—শূদ্র স্বীয় কামোদ্দীপক অঙ্গরাগযুক্ত বাহুদ্বারা সেই শূদ্রাণীকে আলিঙ্গন করিতেছিল;—ইহা দেখিয়া ঐ দ্বিজ হঠাৎ বিমোহিত ও মদনের বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬১ ॥

বিশ্বনাথ—কামলিপ্তেন কামোদ্দীপক-হারিদ্র-রস-লিপ্তেন ॥ ৬১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'কামলিপ্তেন'—কামোদ্দীপক হরিদ্রালিপ্ত (বাহুর দ্বারা আলিঙ্গনবদ্ধা সেই দাসীকে দেখিয়া) ॥ ৬১ ॥

স্তম্ভয়ন্নাত্মনাত্মানং যাবৎসত্ত্বং যথাশ্রুতম্ ।
ন শশাক সমাধাতুং মনো মদনবেপিতম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়ঃ – যাবৎ সত্ত্বং (যাবৎ ধৈর্য্যং) যথাশ্রুতং (যাবৎ শাস্ত্রজ্ঞানং, তাবৎ তদ্বলেন) আত্মানং (মনঃ) আত্মনা (স্ববুদ্ধ্যা) স্তম্ভয়ন্ (অপি) মদনবেপিতং (মদনেন কামেন বেপিতং কম্পিতং) মনঃ সমাধাতুং ন শশাক (ন শক্তঃ অভূৎ) ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ—তাঁহার যতটুকু ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তাহার সাহায্যে ও নিজবুদ্ধি-বলে তিনি আপনার চিত্তকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মদন-বেগকম্পিত মনকে নিগ্রহ করিতে পারিলেন না ॥ ৬২ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মানং মনঃ সত্ত্বং ধৈর্য্যং শ্রুতং জ্ঞানম্ ॥ ৬২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'আত্মানং'—নিজের মনকে, 'সত্ত্বং'—বলিতে ধৈর্য্য এবং 'শ্রুতং'—জ্ঞান (অর্থাৎ নিজের যতটা ধৈর্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান ছিল, তদনুসারে অজামিল নিজেকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিয়াও কামচঞ্চল চিত্তকে কোনরূপেই সংযত করিতে সমর্থ হইল না।) ॥ ৬২ ॥

তন্নিমিত্তস্মরব্যাজ-গ্রহগ্রস্তো বিচেতনঃ ।
তামেব মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্ম্মাদ্বিররাম হ ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়ঃ—তন্নিমিত্তস্মরব্যাজগ্রহগ্রস্তঃ (তৎ তস্যাঃ দর্শনম্ এব নিমিত্তং যস্য তস্য স্মরব্যাজস্য বস্তুতস্তু প্রারব্ধরূপস্য গ্রহস্য তেন গ্রস্তঃ অতএব) বিচেতনঃ (গতস্মৃতিঃ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যানুসন্ধানশূন্যঃ বা কেবলং) তাম্ এব (স্ত্রিয়ং) মনসা ধ্যায়ন্ স্বধর্ম্মাৎ বিররাম (বিচ্যুতঃ অভবৎ) ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদ—সেই শূদ্রাণীকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রারব্ধ-কর্ম্মরূপ গ্রহ কন্দর্পবেশে সেই ব্রাহ্মণ অজামিলকে গ্রাস করিল, তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল ; তিনি সেই শূদ্রাণীকে চিত্তমধ্যে চিন্তা করিতে করিতে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইলেন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ—বিররাম হেতি । তাদৃশ-স্বধর্ম্মনিষ্ঠয়া জ্ঞানেন চ স তথা পতনাদ্রক্ষিতুং শক্যো নাভূৎ কিন্তু নাম্ন আভাসেনাপি তাদৃশাধঃপাতাদপি রক্ষিত্বা বৈকুণ্ঠং প্রস্থাপয়ামাস ইতি প্রকরণার্থেন ধর্ম্মজ্ঞানভক্তীনাং প্রাতিস্বিকং বলং দর্শিতম্ ॥ ৬৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিররাম হ'—স্বধর্ম্ম হইতে বিরত (ভ্রষ্ট) হইল । তাদৃশ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা এবং শাস্ত্র-জ্ঞানের দ্বারা অজামিল সেরূপ পতন হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই বটে, কিন্তু শ্রীভগবানের নামের আভাসই তাদৃশ অধঃপাত হইতে রক্ষা করিয়া তাহাকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছিলেন—এই-রূপ প্রকরণগত অর্থের দ্বারা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির স্বাভাবিক বলই প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ৬৩ ॥

তামেব তোষয়ামাস পিত্র্যেণার্থেন যাবতা ।
গ্রাম্যৈর্মনোরমৈঃ কামৈঃ প্রসীদেত যথা তথা ॥৬৪॥

অন্বয়ঃ—যাবতা (সমগ্রেণ) পিত্র্যেণ (পিত্রা-র্জ্জিতেন) অর্থেন তাম্ এব (দাসীং) তোষয়ামাস ; যথা গ্রাম্যৈঃ মনোরমৈঃ কামৈঃ (বিষয়ৈঃ সা) প্রসীদেত, তথা (আচষ্ট ইতি শেষঃ) ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদ—তিনি পিতার উপার্জ্জিত সমুদায় অর্থের দ্বারা সেই শূদ্রাণীর সন্তোষ উৎপাদন করিতে লাগি-লেন। যে-সকল গ্রাম্য মনোহর বস্তুর দ্বারা তাহার চিত্তবিনোদন হইতে পারে, তজ্জন্যই তিনি সতত সচেষ্ট হইলেন ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বনাথ—যাবতা অর্থেন স্থিতং তাবতৈব ইতি শেষঃ। সা যথা প্রসীদেত, তথা আচষ্টতেতি শেষঃ ॥ ৬৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যাবতা'—পৈত্রিক যে ধন-সম্পত্তি ছিল, তাহার সমস্ত কিছুর দ্বারাই, যাহাতে সেই দাসী প্রসন্ন হয়, সেইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল ॥ ৬৪ ॥

বিপ্রাং স্বভার্য্যামপ্রৌঢ়াং কুলে মহতি লম্ভিতাম্ ।
বিসসর্জাচিরাৎ পাপঃ স্বৈরিণ্যাপাঙ্গবিদ্ধধীঃ ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়ঃ—স্বৈরিণ্যা (বারাঙ্গনয়া তয়া) অপাঙ্গ-বিদ্ধধীঃ (অপাঙ্গৈঃ বিদ্ধা ধীঃ যস্যঃ সঃ) পাপঃ অপ্রৌঢ়াং (নবযৌবনাং) মহতি কুলে লম্ভিতাং

(পরিণীতাং) বিপ্রাং স্বভার্য্যাম্ অচিরাৎ (দাসীসম্বন্ধ-সমকালে এব) বিসসর্জ্জ (ত্যক্তবান্) ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদ—সেই (বারাঙ্গনার) কটাক্ষ-বাণে তাঁহার (ঐ ব্রাহ্মণ অজামিলের) চিত্ত বিদ্ধ হইয়াছিল, সুতরাং তিনি পাপে প্রবৃত্ত হইয়া নবযৌবনা, সৎ-কুলোদ্ভবা বিবাহিতা ব্রাহ্মণী-পত্নীকে অবিলম্বে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬৫ ॥

বিশ্বনাথ—লম্ভিতাং তস্যাঃ পিত্রা বিচার্য্যৈব দত্তামিত্যর্থঃ। স্বৈরিণ্যাপাঙ্গেতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৬৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'লম্ভিতাং'—কন্যার পিতা কর্ত্তৃক সৎপাত্র বলিয়া প্রদত্তা (পরিণীতা নিজ ভার্য্যাকেও অজামিল পরিত্যাগ করিয়াছিল)। 'স্বৈরিণ্যাপাঙ্গ-বিদ্ধধীঃ'—সেই কুলটার কটাক্ষে বিমুগ্ধচিত্ত অজামিল। 'স্বৈরিণ্যাপাঙ্গ'—এখানে সন্ধি আর্ষপ্রয়োগ হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

যতস্ততশ্চোপনিন্যে ন্যায়তোঽন্যায়তো ধনম্।
বভারাস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং মন্দধীরয়ম্ ॥ ৬৬ ॥

অন্বয়—মন্দধীঃ অয়ং যতঃ ততঃ ন্যায়তঃ প্রতিগ্রহাদেঃ) অন্যায়তঃ (চৌর্য্যাদিনা অপি) ধনম্ উপনিন্যে (উপার্জ্জয়ামাস, তেন চ) অস্যাঃ কুটুম্বিন্যাঃ কুটুম্বং বভার (পুপোষ) ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদ—ঐ মন্দবুদ্ধি ব্রাহ্মণ ন্যায্য বা অন্যায্য-উপায়ে ধন উপার্জ্জন করিয়া সেই শূদ্রাণীর পরিবার পোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

যদাসৌ শাস্ত্রমুল্লঙ্ঘ্য স্বৈরচার্য্যতিগর্হিতঃ
অবর্ত্তত চিরং কালমঘায়ুরশুচির্মলাৎ ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়—যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (অজামিলঃ) শাস্ত্রম্ উল্লঙ্ঘ্য স্বৈরাচারী (স্বেচ্ছাবিহারী) অতিগর্হিতঃ (আর্য্যৈঃ বৃদ্ধৈ গর্হিতঃ নিন্দিতঃ) অঘায়ুঃ (অঘায়ুঃ অঘং পাপং তদর্থম্ এব আয়ুর্জীবনং যস্য সঃ) মলাৎ (রাগাদিদোষাৎ) অশুচিঃ চ (সন্) চিরং কালম্ অবর্ত্তত ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদ—ঐ দ্বিজ এইপ্রকারে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া সেই শূদ্রাণীর অমেধ্যান্নগ্রহণ প্রভৃতি অশুদ্ধাচারে দীর্ঘকাল যাপন করিয়াছিলেন। অতীব গর্হিত কর্ম্মে তাঁহার জীবন পাপময় হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ—অঘরূপমঘার্থং বা আয়ুর্যস্য সঃ। মলং বেশ্যোচ্ছিষ্টমেবাত্তীতি সঃ ॥ ৬৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অঘায়ুঃ'—অঘ বলিতে পাপ, পাপরূপ অথবা পাপের নিমিত্তই আয়ুঃ (জীবন) যাহার, সেই পাপজীবন অজামিল। 'মলাৎ অশুচিঃ' —সেই বেশ্যার উচ্ছিষ্টই মল, তাহা যে ভোজন করিয়াছে, অর্থাৎ শূদ্রা নারীর অন্নরূপ অশুচিদ্রব্য-ভোজী এই অজামিল অশুচি হইয়া দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছে ॥ ৬৭ ॥

তত এনং দণ্ডপাণেঃ সকাশং কৃতকিল্বিষম্।
নেষ্যামোঽকৃতনির্ব্বেশং যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে শ্রীবিষ্ণুযমপুরুষ-সংবাদে প্রথমোঽধ্যায়ঃ

অন্বয়ঃ—ততঃ (তস্মাৎ) কৃতকিল্বিষং (কৃত-পাপম্) অকৃতনির্ব্বেশং (ন কৃতঃ নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন তম্ অকৃতপ্রায়শ্চিত্তম্) এনং দণ্ডপাণেঃ (দণ্ডধারিণঃ যমস্য) সকাশং নেষ্যামঃ যত্র দণ্ডেন শুধ্যতি (যত্র পাপানুরূপং ফলম্ অনুভূয় শুদ্ধঃ ভবিষ্যতি) ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্যান্বয়ঃ সমাপ্ত।

অনুবাদ—তিনি পাপের কোন প্রায়শ্চিত্ত করেন নাই। অতএব আমরা তাঁহাকে দণ্ডপাণি যমের নিকট লইয়া যাইব। সেই স্থানে তিনি পাপানুরূপ দণ্ড পাইয়া শুদ্ধি লাভ করিবেন ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—অকৃতপ্রায়শ্চিত্তঃ যত্র শুদ্ধ্যতীত্যস্যোপকার এব প্রবর্ত্তমানানস্মান্ কথং বারয়থেতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্ ।
ষষ্ঠস্য প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-
ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-
টীকা সমাপ্তা ।

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অকৃত-নির্ব্বেশং'—নির্ব্বেশ বলিতে প্রায়শ্চিত্ত, জীবদ্দশায় কৃত পাপের জন্য কোন প্রায়শ্চিত্ত এই অজামিল করে নাই। 'যত্র শুদ্ধ্যতি' যেখানে পাপী জীব যথাযোগ্য দণ্ড লাভ করিয়া শুদ্ধ হয়, সেই ধর্ম্মরাজের নিকট ইহাকে লইয়া যাইতেছি, ইহাতে ইহার উপকারে প্রবর্ত্তমান আমাদিগকে কিজন্য বারণ করিতেছেন—এই ভাব ॥ ৬৮ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।১ ॥

ইতি, মধ্ব, তথ্য ও বিবৃতি সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে ষষ্ঠ-স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের গৌড়ীয় ভাষ্য সমাপ্ত ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ—

এবং তে ভগবদ্দূতা যমদূতাভিভাষিতম্ ।
উপধার্য্যাথ তান্ রাজন্ প্রত্যাহুর্নয়কোবিদাঃ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে বিষ্ণুদূতগণের দ্বারা যমদূতগণের প্রতি অদ্ভুত হরিনাম-মাহাত্ম্য-কথন এবং দ্বিজ অজামিলের বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যমদূতদিগের কথা শুনিয়া, ন্যায়পর বিষ্ণুদূতগণ, "অধুনা সাধুদিগের সভাতেও অধর্ম্মের প্রবেশ ঘটিয়াছে, অদণ্ড্যজনের প্রতিও দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে, পশুর মত অবোধ ও অবল যে প্রজাগণ তাঁহাদের উপরেই সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত, সেই প্রজাদের প্রতি যথাযথ ব্যবহার না করা যে কত অন্যায়, এবং এরূপ হইলে ঐ প্রজাগণ আর কাহার শরণ লইবে" ইত্যাদিরূপ আক্ষেপ করিয়া, দ্বিজ অজামিল যে কেন যমদণ্ড্য নহে তাহা প্রমাণ করিবার জন্য হরিনাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে 'নারায়ণ-নামাভাস উচ্চারণ করিয়া একজন্মের নয়, কোটিজন্মের পাপের প্রায়শ্চিত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাভাস-গ্রহণই সর্ব্ববিধ পাপের উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। শাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা পাপের শান্তি হইলেও তাহাতে পাপীর পাপপ্রবৃত্তি দূর হয় না; আবার সে পাপরত হয়। কিন্তু হরিনামাভাসে পাপের মূল উৎপাটিত হয়; হৃদয় পাপপ্রবৃত্তিশূন্য বিশুদ্ধ হয়। যে-কোন-প্রকারে যেকোন-অবস্থায় হরিনাম উচ্চারিত হইলেও তাহা ব্যর্থ হয় না। তাহা হইতেও পরম-মঙ্গল-লাভ ও মহা-অমঙ্গল দূর হয়। তপস্যা-ব্রত দানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্মও এই নামাভাসের মত হৃদয়-মালিন্য-নাশে সমর্থ নহে। প্রজ্জ্বলিত বহ্নি ও বীর্য্যবান্ ঔষধের ন্যায়, এই নামাভাস অজ্ঞানে গৃহীত হইলেও স্বপ্রভাব প্রকাশ করেন। সুতরাং অজামিল অন্যলক্ষ্যে সাঙ্কেত্য-রূপ নামাভাস করিয়াও পাপমুক্ত হইয়াছেন। আর তিনি যমদণ্ড্য নহেন।" এইরূপ বলিয়া বিষ্ণু-দূতগণ ব্রাহ্মণকে যমপাশমুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে পরমানন্দিত হইলেন এবং এইরূপ দর্শন ও মৃত্যু-সময়ে হরিনামাভাসোচ্চারণ যে তাঁহার পূর্ব্ব-সুকৃতির ফল তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি উভয়পক্ষীয় দূতগণের বাক্যে সগুণ ও নির্গুণ ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া শ্রীভগবানে ভক্তিমান হইলেন; পূর্ব্বকৃত পাপের জন্য তাঁহার

হৃদয়ে ঘোর নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল ; তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া কত পরিতাপ করিলেন। সাধুসঙ্গ-প্রভাবে এইরূপ সদ্বুদ্ধির উদয় হওয়ায়, অবিলম্বে তিনি সমস্ত ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার-তীর্থে প্রস্থান করিলেন। তথায় একান্তভাবে হরিভজনায় নিবিষ্ট হইয়া অচিরেই শ্রীভগবানে সমাধিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। অমনি সেই বিষ্ণুদূতগণ পুনর্ব্বার তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণ-বিমানে আরোহণ করাইয়া বৈকুণ্ঠধামে লইয়া গেলেন। পুত্রের নামগ্রহণ-ছলেও হরিনাম-কীর্ত্তনে (নামাভাসে) এমন মহাপাপী ব্যক্তিও বিশুদ্ধ হইয়া পরাগতি প্রাপ্ত হইলেন। অতএব, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরমপ্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই নাম গ্রহণ করিলে, তাহা যে কিরূপ ফলদ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

অন্বয়ঃ—শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—(হে) রাজন্, নয়কোবিদাঃ (নয়ে নীতিশাস্ত্রে কোবিদাঃ পণ্ডিতাঃ ন্যায়নিপুণাঃ) তে ভগবদ্দূতাঃ (বিষ্ণুদূতাঃ) এবম্ (এবম্প্রকারং) যমদূতাভিভাষিতং (যমদূতানাং যমকিঙ্করাণাম্ অভিভাষিতং কথিতম্) উপধার্য্য (তাৎপর্য্যপূর্ব্বকং শ্রুত্বা) অথ (অনন্তরম্ এব) তান্ (যমকিঙ্করান্) প্রত্যাহুঃ (প্রত্যুত্তরম্ আহুঃ)॥ ১॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্, নীতিশাস্ত্র-কুশল বিষ্ণুদূতগণ, যমদূতগণের মুখে ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতি-উত্তরে তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ—

দ্বিতীয়ে নামমাহাত্ম্যাদ্‌যমদূতাঃ পরাহতাঃ।
অজামিলস্য নির্ব্বেদো বৈকুণ্ঠারোহ উচ্যতে ॥০॥
নয়কোবিদা নীতিশাস্ত্রজ্ঞা যথা বদন্তি ॥ ১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে নাম-মাহাত্ম্যহেতু যমদূতগণের পরাভব, অজামিলের নির্ব্বেদ এবং বৈকুণ্ঠে আরোহণ—ইহা বর্ণিত হইয়াছে ॥ ০ ॥

'নয়কোবিদাঃ'—নীতিশাস্ত্রজ্ঞগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন, সেইরূপ (ন্যায়নিপুণ বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন।) ॥ ১ ॥

শ্রীবিষ্ণুদূতা উচুঃ—

অহো কষ্টং ধর্ম্মদৃশামধর্ম্মঃ স্পৃশতে সভাম্।
যত্রাদণ্ড্যেষ্বপাপেষু দণ্ডো যৈর্ধ্রিয়তে বৃথা ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীবিষ্ণুদূতাঃ উচুঃ,—অহো কষ্টং (মহাকষ্টং প্রাপ্তং যস্মাৎ) ধর্ম্মদৃশাং (ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবেকিনামপি) সভাম্ অধর্ম্মঃ স্পৃশতে; যত্র (সভায়াঃ) যৈঃ (ধর্ম্মধৃগ্‌ভিরেব যমাদিভিঃ) অপাপেষু অদণ্ড্যেষু (দণ্ডানর্হেষু) বৃথা নিরর্থকং দণ্ডঃ ধ্রিয়তে ॥ ২ ॥

অনুবাদ—শ্রীবিষ্ণুদূতগণ বলিলেন,—অহো, কি কষ্ট! ধর্ম্মজ্ঞদিগের সভাকে অধর্ম্ম স্পর্শ করিল! তথায় ঐ ধর্ম্মদর্শিগণ নিষ্পাপ, অদণ্ড্যগণের প্রতি অযথা দণ্ডবিধান করিতেছেন ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ—অরে জ্ঞাতাঃ স্থ জ্ঞাতাঃ স্থ ধর্ম্মরাজস্যৈব কিঙ্করাঃ যূয়মলং প্রলাপৈঃ কিন্তু ধর্ম্মরাজস্যৈব ধর্ম্মরাজতা বিপরীতলক্ষণয়ৈবেতি জানীম ইত্যাহুঃ—অহো ইত্যস্মৎকর্ণপথমদ্যাবধি বার্ত্তেয়ং নাপতদিতি ভাবঃ। কষ্টমিত্যেতাবতা অন্যায়েন লোকানাং কা গতির্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ননু কে কিমেবমাক্ষিপ্যন্তে তত্র কিং ব্রূমঃ শৃণুত রে শৃণুতেত্যাহুঃ। ধর্ম্মদৃশাং ধর্ম্মদর্শিনামপি সভামধর্ম্ম এব স্পৃশতি। ধর্ম্মেহপ্যধর্ম্মমেব পশ্যন্তীতি ভাবঃ। যত্র সভায়াম্ অ-পাপেষ্বহপি জনেষু অপাপত্বাদদণ্ড্যেষু দণ্ডো ধ্রিয়তে ইত্যে-ষৈবাধর্ম্ম দর্শিতেতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরে! জানি, জানি যে তোমরা ধর্ম্মরাজেরই কিঙ্কর, তবে আর বৃথা প্রলা-পের প্রয়োজন কি? কিন্তু ধর্ম্মরাজেরই এরূপ ধর্ম্মরাজ্য—ইহা আমরা বিপরীত লক্ষণার দ্বারা (অর্থাৎ অধর্ম্মরাজ্য) বুঝিলাম, ইহা বলিতেছেন—'অহো'! কি আশ্চর্য্য! আজ পর্য্যন্ত এই কথা আমা-দের কর্ণপথেও উপনীত হয় নাই—এই ভাব। 'কষ্টং'—হায়! কি কষ্টের কথা, এরূপ অন্যা-য়ের দ্বারা লোকদের কি গতি হইবে?—এই ভাব। যদি বলেন—দেখুন, আপনারা কে? কিজন্যই বা এইরূপ তিরস্কার করিতেছেন? তাহাতে বলিতেছেন —কি বলিব, অরে শ্রবণ কর (শোন রে শোন), 'ধর্ম্মদৃশাং'—ধর্ম্মদর্শী (ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবেকী) সাধু-দিগের সভায় অধর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে, যেহেতু তাঁহারা ধর্ম্মেও অধর্ম্মই দেখিতেছেন—এই ভাব। যে সভায় নিষ্পাপ জনের প্রতিও, যাহারা পাপশূন্য বলিয়া দণ্ডের অযোগ্য, তাহাদের প্রতিও দণ্ডের ব্যবস্থা করা

হইতেছে—ইহাই অধর্ম্ম-দর্শিতা (অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মের অবিবেচনা)—এই ভাব ॥ ২ ॥

প্রজানাং পিতরো যে চ শাস্তারঃ সাধবঃ সমাঃ ।
যদি স্যাত্তেষু বৈষম্যং কং যান্তি শরণং প্রজাঃ ॥৩॥

অন্বয়ঃ—যে চ সাধবঃ প্রজানাং পিতরঃ(পিতৃবৎ বাৎসল্যেন পালকাঃ) শাস্তারঃ (গুরুবৎসন্মার্গানুশিক্ষকাঃ) সমাঃ (সর্ব্বত্রস্বসুখদুঃখসাম্যদর্শিনঃ এবম্প্রকারেণ শাস্ত্রতঃ প্রসিদ্ধাঃ অপি যমাদয়ঃ) তেষু যদি বৈষম্যম্ (অদণ্ড্যদণ্ডনং) স্যাৎ (তদা) প্রজাঃ কং শরণম্ (আশ্রয়ং) যান্তি (প্রাপ্নুয়ুঃ) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ—যে সকল সাধুগণ পিতৃবৎ বাৎসল্যের সহিত প্রজাদিগকে পালন এবং গুরুর ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহারা-সর্ব্বত্র সমদর্শী, যমাদির মত সেই সাধুগণের মধ্যেও যদি অদণ্ড্যজনে দণ্ডপ্রদানাদিরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয়, তবে প্রজাগণ আর কাহার শরণ গ্রহণ করিবে ? ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ—শৃণুত রে প্রজানাং পিতৃত্বং শাস্তৃত্বং সাধুত্বং সাম্যঞ্চ যুষ্মৎস্বামিনাং যৎ শ্রূয়তে তৎ খলু কিং সম্প্রত্যনৃতমেবাভূদিত্যাহুঃ—প্রজানামিতি বাৎসল্যাৎ পিতরঃ ধর্ম্মশিক্ষণাৎ শাস্তারঃ হিতকারিত্বাৎ সাধবঃ সর্ব্বত্র স্ব-সুখদুঃখ-সাম্যদর্শনাৎ সমাঃ । তেষু বৈষম্যমিতি পিতরোঽপি প্রজাপীড়কাঃ শাস্তারোঽপি স্ব-কিঙ্করানপি ধর্ম্মং ন শিক্ষয়ন্তি সাধবোঽপ্যহিতকারিণঃ সমা অপি পরদুঃখানভিজ্ঞাঃ কং যান্তীতি প্রজানাং কষ্টদর্শনমেতদস্মাভিস্তু দুঃসহমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—অরে ! শ্রবণ কর (শোন), তোমাদের প্রভুর যে প্রজাগণের পালকত্ব, শাস্তৃত্ব সাধুত্ব ও সমদর্শিত্বের কথা শোনা যায়, তাহা কি সম্প্রতি মিথ্যাত্বেই পর্য্যবসিত হইয়াছে ? ইহা বলিতেছেন—'প্রজানাম্' ইত্যাদি। বাৎসল্যহেতুই পালক, ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানের জন্যই শাসনকর্ত্তা, হিতকারক বলিয়া সাধু এবং সর্ব্বত্র নিজের সুখ-দুঃখের ন্যায় সুখ-দুঃখ দর্শনে সমদর্শী। 'তেষু বৈষম্যং'—তাঁহাদের মধ্যে বৈষম্যভাব দৃষ্ট হইতেছে, পালকও প্রজাগণের পীড়ক, যিনি শাসনকর্ত্তা, তিনি নিজ কিঙ্করগণকেও ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন না, সাধুগণও অহিতকারী, আর সমদর্শিগণও পরের দুঃখ অনভিজ্ঞ ; 'কং যান্তি' ইত্যাদি—তাহা হইলে সাধারণ প্রজাগণ কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? প্রজাগণের এই প্রকার কষ্টদর্শন আমাদের পক্ষে অতীব দুঃসহ—এই ভাব ॥ ৩ ॥

যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতরস্তত্তদীহতে ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রেয়ান্ (ধর্ম্মজ্ঞতয়া শ্রেষ্ঠত্বেন অভিমতঃ জনঃ) যৎ যৎ আচরতি (অনুষ্ঠানং করোতি) ইতরঃ (অজ্ঞঃ অপি তদাচারং দৃষ্ট্বা) তৎ তৎ (এব) ঈহতে (অনুকরোতি)। সঃ (শ্রেষ্ঠঃ জনঃ) যৎ (শাস্ত্রং) প্রমাণং কুরুতে, লোকঃ (জনঃ) তৎ (শাস্ত্রম্) অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি প্রমাণীকরোতি চ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, ইতর জনগণ তাহারই অনুকরণ করে। তাঁহারা যাহাকে 'প্রমাণ' বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহারই অনুগামী হয় ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ—তদেবমচিরেণ ধর্ম্মমার্গ এষোচ্ছন্ন ভবিষ্যতীত্যাহুঃ—যদ্যদিতি ॥ ৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—এইরূপ হইলে অতি সত্বরই এই ধর্ম্মমার্গ উচ্ছন্ন হইবে, ইহা বলিতেছেন—'যদ্ যদ্ আচরতি' ইত্যাদি (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সাধারণ লোক তদনুরূপ আচরণেরই চেষ্টা করে, এবং মহাজন যাহা প্রমাণরূপে স্থাপন করেন, অপর লোকে তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।) ॥ ৪ ॥

যস্যাঙ্কে শির আধায় লোকঃ স্বপিতি নির্বৃতঃ ।
স্বয়ং ধর্ম্মমধর্ম্মং বা ন হি বেদ যথা পশুঃ ॥ ৫ ॥
স কথং ন্যর্পিতাত্মানং কৃতমৈত্রমচেতনম্ ।
বিশ্রম্ভণীয়ো ভূতানাং সঘৃণো দোগ্ধুমর্হতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ—যস্য (শ্রেষ্ঠত্বেন অভিমতস্য) অঙ্কে (উৎসঙ্গে) শিরঃ আধায় (নিহিত্বা) লোকঃ (প্রাণী) নির্বৃতঃ

(নিশ্চিন্তঃ) স্বপিতি (শেতে) পশুঃ যথা (স্ব-স্বামিনি কৃতবিশ্বাসঃ স্বপিতি সঃ পালনং করিষ্যতি হননং বা করিষ্যতি তন্ন জানাতি, তথা সঃ অপি কৃতবিশ্বাসঃ জনঃ) ধর্ম্মমধর্ম্মং বা স্বয়ং ন বেদ (জানাতি), সঃ ভূতানাং বিশ্রম্ভণীয়ঃ (বিশ্বসনীয়ঃ) সঘৃণঃ (পর-ক্লেশদর্শনে দ্রবীভূতচিত্তঃ চেৎ তদা) কৃতমৈত্রং (কৃতবিশ্বাসং) ন্যর্পিতাত্মানং (বিশ্বাসেন নিতরাম্ অর্পিতঃ আত্মা যেন তম্ আত্মসমর্পণকারিণম্) অচেতনম্ (অজ্ঞং) কথং দোগ্ধুম্ অর্হতি (যমঃ কথং পীড়য়িতুম্ অর্হতি, সদয়শ্চেৎ নার্হতি ইত্যর্থঃ) ॥ ৫-৬ ॥

অনুবাদ—অবোধ পশুর ন্যায় প্রাণিগণ আপনারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম কিছুই জানে না। তাহারা পরবশ পশুর মতই পালনকর্ত্তা স্বামীর অঙ্কে মস্তক রাখিয়া নিশ্চিন্তভাবে নিদ্রা যায়। কিন্তু, ঐ স্বামী কিরূপে দয়ার্দ্রচিত্ত ও বিশ্বাসপাত্র হইয়া, সেই সকল বিশ্বস্ত-চিত্ত, সমর্পিতাত্ম ও অবোধ প্রাণিদিগকে পীড়ন করিতে পারেন ? অর্থাৎ তাহা কখনই সম্ভব নহে ॥ ৫-৬ ॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ বিশ্বস্তঘাতাদধিকং কমধর্ম্মং ব্রূম ইত্যাহুঃ—যস্যেতি দ্বাভ্যাম্। বিশ্বাসেন নিতরামর্পিত আত্মা যেন তম্। কথং বিশ্বসিতেত্যত আহুঃ—ভূতানাং বিশ্রম্ভনীয়ঃ সদয়শ্চ ॥ ৫-৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—আরও, বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কাহাকে অধর্ম্ম বলিব ? ইহা বলিতেছেন—'যস্য' ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ন্যর্পিতাত্মানং'—বিশ্বাসের সহিত সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে আত্মা যাহা কর্ত্তৃক, তাহাকে (অর্থাৎ বিশ্বাসহেতু যে ব্যক্তি আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কি প্রকারে অপকার করিতে পারেন ?) কি প্রকারে বিশ্বাসের যোগ্যতা ? তাহাতে বলিতেছেন—'ভূতানাম্', যিনি প্রাণিগণের বিশ্বসনীয় এবং সদয় ব্যক্তি ॥ ৫-৬ ॥

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ—অয়ং হি (অজামিলঃ ন কেবলম্ এতজ্জন্মপাপানাম্ অপি তু) জন্মকোট্যংহসাং (জন্মকোটীনাং যানি অংহাংসি পাপানি তেষাম্) অপি কৃত-নির্ব্বেশঃ (কৃতঃ নির্ব্বেশঃ প্রায়শ্চিত্তং যেন তাদৃশঃ অস্তি) ; যৎ (যস্মাৎ) বিবশঃ (আর্ত্তঃ সন্ অপি অয়ং) স্বস্ত্যয়নং (মোক্ষস্যাপি সাধনং ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং) হরেঃ নাম ব্যাজহার (উচ্চারিতবান্) ॥ ৭ ॥

অনুবাদ—অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার কোটীজন্মকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ; যেহেতু বিবশ হইয়া, কেবল পাপের প্রায়শ্চিত্তমাত্র নহে, মোক্ষপ্রাপ্তিরও উপায়স্বরূপ পরম-মঙ্গলময় হরিনাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পরসহস্র-মহাপাপাকৃতপ্রায়শ্চিত্তম্ অজামিলং শোধয়িতুমেব নরকং নিনীষুভিরস্মাভির-স্মৎস্বামিভির্বা কিমপরাদ্ধং যদেবমাক্ষিপথেতি তত্রাহুঃ—অয়ং হি নিশ্চিতমেব কৃতপ্রায়শ্চিত্ত এব ন কেবলমেকজন্মকৃতপাপানাম্ অপি তু জন্মকোটীতি। যদ্যস্মাদ্বিবশোঽপি হরের্নাম ব্যাজহার। "নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ। তাবৎ কর্ত্তুং ন শক্নোতি পাতকং পাতকী নরঃ ॥" ইতি। "অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈঃ। পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব ॥" ইতি স্মৃতেঃ। ন কেবলং প্রায়শ্চিত্তমাত্রং হরের্নাম, অপি তু স্বস্ত্যয়নং মোক্ষসাধনমপি—"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষ-রদ্বয়ম্। বদ্ধপরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—সহস্র সহস্র মহাপাপের অনুষ্ঠানকারী ও অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত এই অজামিলকে সংশোধনের নিমিত্তই নরকে লইয়া যাই-বার ইচ্ছুক আমরা বা আমাদের প্রভু এমন কি অপরাধ করিয়াছেন, যাহাতে এই প্রকার তিরস্কার করিতেছেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অয়ং হি', এই অজামিল নিশ্চিতই কৃত-পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে, কেবল এক জন্মের পাপাচরণের নহে, পরন্তু কোটি কোটি জন্মের অনুষ্ঠিত পাপেরও (প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে)। 'যদ্'—যেহেতু বিবশ হইয়াও শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছে, (ইহার দ্বারাই কোটি-জন্মকৃত পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত করা

হইয়াছে)। যেমন (বৃহদ্ বিষ্ণুপুরাণে) উক্ত হইয়াছে —'নাম্নো হি যাবতী শক্তিঃ', ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীহরির নামের পাপবিনাশনে যে প্রকার শক্তি আছে, পাতকী ব্যক্তি সে পরিমাণ পাপ করিতেও সমর্থ নহে। আরও উক্ত আছে—'অবশেনাপি যন্নাম্নি' ইত্যাদি, অর্থাৎ অবশ অবস্থাতেও যদি শ্রীনাম কীর্ত্তিত হন, তাহা হইলে সিংহের ভয়ে পশুপালের ন্যায় পাপসমূহ সেই পাতকীকে সদ্যই পরিত্যাগ করে। (শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনে যাহার নিকট হইতে পাপই পলায়ন করে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্ন কি?) শ্রীহরির নাম কেবল প্রায়শ্চিত্তমাত্রই নহে, অধিকন্তু ইহা 'স্বস্ত্যয়ন', অর্থাৎ পরম মঙ্গলময়, মোক্ষপদেরও সাধন। যেমন (স্কন্দপুরাণে) উক্ত হইয়াছে— 'সকৃদুচ্চারিতং যেন' ইত্যাদি, অর্থাৎ 'হরি'—এই দুইটি অক্ষরমাত্র যাহার দ্বারা একবারমাত্র উচ্চারিত হইয়াছেন, সেই ব্যক্তি মোক্ষলাভের জন্য বদ্ধপরিকর (নির্ণীত) হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ—যদা (পূর্ব্বম্ অসৌ অজামিলঃ ভোজনাদিকালে) নারায়ণায়েতি (হে নারায়ণ, আয় আগচ্ছেতি এবং বিক্রোশরূপেণ পুত্রাহ্বানেন) চতুরক্ষরং (নাম) জগাদ (উচ্চারিতবান্)। এতেন এব (কেবলেন নারায়ণ ইত্যনেন এব) অস্য অঘোনঃ (অঘবতঃ অজামিলস্য) অঘনিষ্কৃতম্ (অনেকজন্মসঞ্চিতস্য অঘস্য নিষ্কৃতিং প্রায়শ্চিত্তং) হি (নিশ্চিতং) কৃতং স্যাৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ—এই অজামিল পূর্ব্বেও ভোজনাদিসময়ে "বৎস নারায়ণ, শীঘ্র এস" এই প্রকার পুত্রোপচারে চতুরক্ষর 'নারায়ণ'-নাম (নামাভাস) উচ্চারণ করিয়াছিল। তাহাতেই এই পাপীর অশেষ জন্মার্জ্জিত পাপসমূহের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ—ননু হরের্নামেতি বুদ্ধ্যা প্রায়শ্চিত্তত্বেন নাম ন গৃহীতং কিন্তুস্মদ্দর্শনোত্থভয়েন স্বপুত্রাহ্বানমেব কৃতমিতি চেৎ, ন জানীথ রে তত্ত্বং বহির্ম্মুখা ন জানীথেত্যাহঃ—এতেনৈব হি নিশ্চিতমেব অঘোনঃ অঘবতঃ মঘবচ্ছব্দবদ্রূপং, পুত্রাহ্বানেনৈব অঘনিষ্কৃতানুসন্ধানাভাবেঽপীত্যর্থঃ। যদেতি ইদানীন্তনেন পুত্রাহ্বানেন অঘনিষ্কৃতং স্যাদিতি কিয়দেতৎ কিন্তু যদা পূর্ব্বং নামকরণাদিসময়েঽপি—হে নারায়ণ, আয়, স্বমাতুরঙ্কাৎ মমাঙ্কমাগচ্ছেত্যপভ্রংশভাষয়াপি জগাদ তদৈবাঘনিষ্কৃতং কৃতমভূদিত্যর্থঃ। চতুরক্ষরমিতি নারায়ণনাম্ন একদ্ব্যক্ষরেণাপি সর্ব্বপাতকনাশো ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, 'শ্রীহরির নাম'—এই বুদ্ধিতে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে (প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য) নাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু আমাদের দর্শনে ভীত হইয়া নিজের পুত্রকেই আহ্বান করিয়াছে। তাহার উত্তরে, তোমরা জান না, রে বহির্মুখগণ! তোমরা তত্ত্ব জান না, ইহা বলিতেছেন —'এতেনৈব', এই নাম উচ্চারণের ফলেই, নিশ্চিতই, 'অঘোনঃ'—এই পাপীর (পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে)। 'অঘোনঃ'—শব্দের ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন, ইহা 'মঘবৎ' শব্দের ন্যায় রূপ, ষষ্ঠীর একবচনে 'অঘোনঃ' এবং 'অঘবতঃ'—দুইটি রূপ হয়। পুত্রের উদ্দেশ্যে আহ্বানের দ্বারাই, পাপনিষ্কৃতির অনুসন্ধানের অভাবেও (শ্রীহরির নাম উচ্চারণের ফলে সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে)। 'যদা' ইত্যাদি, এতৎকালীন পুত্রের আহ্বানের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে, ইহা অধিক কি? কিন্তু যখন পূর্ব্বে পুত্রের নামকরণাদির সময়েও, 'হে নারায়ণ আয়, মায়ের কোল হইতে আমার কোলে আয়'—এরূপ অপভ্রংশ ভাষাতেও যখন 'নারায়ণ'—এই শব্দ বলিয়াছিল, তৎকালেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হইয়াছে—এই অর্থ। 'চতুরক্ষরম্' —চারিটি অক্ষরযুক্ত 'নারায়ণ' নামের একটি বা দুইটি অক্ষরেও সকল পাতকের নাশ হইয়া থাকে— এই ভাব ॥ ৮ ॥

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥ ৯ ॥
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ—(যঃ) স্তেনঃ (স্বর্ণাদি-স্তেয়ী) সুরাপঃ (সুরাপায়ী) মিত্রধ্রুক্ (মিত্রদ্রোহী) ব্রহ্মহা (ব্রহ্মঘাতী) গুরুতল্পগঃ (গুরুপত্নীগামী) স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা (স্ত্র্যাদীনাং বধকারী) যে চ অপরে (অন্যে) পাতকিনঃ (তেষাং) সর্ব্বেষামেব অঘবতাম্ ইদং বিষ্ণোঃ নামব্যাহরণং (নামোচ্চারণম্) এব সুনিষ্কৃতং (শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তম্); যতঃ (নামব্যাহরণাৎ) তদ্বিষয়া নামোচ্চারক-পুরুষ-বিষয়া) মতিঃ ভবতি (মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোঃ মতির্ভবতি) ॥ ৯-১০ ॥

অনুবাদ—স্বর্ণস্তেয়ী (সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যাপহরণকারী) মদ্যপায়ী, মিত্রদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গুরুপত্নীগামী, স্ত্রীহত্যাকারী, গোহত্যাকারী, পিতৃহত্যাকারী, রাজহত্যাকারী এবং অন্যান্য যে সকল মহাপাতকী আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামোচ্চারণই তাহাদের শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। কারণ, যে ব্যক্তি ঐ নাম উচ্চারণ করে, তাহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণুর "এই ব্যক্তি আমার নিজজন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্ত্তব্য"—এইরূপ মতি হইয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

বিশ্বনাথ—ননু ভবতু নাম পাতকানাং নাশঃ কিন্তু কামকৃতানাং বহূনাং মহাপাতকানাং সহস্রশ আবর্ত্তিতানাং দ্বাদশাব্দকোটিভিরপ্যনিবর্ত্ত্যানাং কথমেকেনৈব নামাভাসেন প্রায়শ্চিত্তং স্যাদিত্যত আহুঃ—'স্তেনঃ' স্বর্ণস্তেয়ী ইদমেব 'সুনিষ্কৃতং' পাপনির্ম্মূলীকরণাৎ শ্রেষ্ঠং প্রায়শ্চিত্তম্; ন তু দ্বাদশাব্দাদিকম্, পাপনাশকত্বেঽপি পাপনির্ম্মূলনাসামর্থ্যাৎ। নাপ্যেতন্মাত্রফলকং যতো নাম ব্যাহরণাৎ তদ্বিষয়া নামোচ্চারকপুরুষবিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বথা রক্ষণীয়ঃ ইতি বিষ্ণোর্ম্মতির্ভবতীতি স্বামিচরণাঃ। স্বনাম শ্রুত্বৈব তদুচ্চারকমজামিলং স্মৃত্বৈব তমানেতুমস্মানাদিষ্টবানিতি কিমুত সেব্যত্বেন বিষ্ণুবিষয়া মতিস্তস্য পুরুষস্য স্যাদিতি ভাবঃ। অতঃ যমদূতান্ সাক্ষাদ্দর্শয়িতুমেবাজামিলস্য তদানীন্তনং নামব্যাহরণং সর্ব্বপাপপ্রায়শ্চিত্তেন বিষ্ণুদূতা ঊচুঃ। বস্তুতস্তু পুত্রনামকরণসময়মারভ্যৈব পুত্রাহ্বানাদিষু বহুশো ব্যাহৃতানাং নাম্নাং মধ্যে যৎ প্রথমং তদেব সর্ব্বপাপপ্রশমকমভূদন্যানি তু ভক্তিসাধকানীতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বাজহারেতি পরোক্ষ-নির্দ্দেশাৎ প্রথমং নামোদ্দিশ্যৈবোক্তম্। বিবশ ইতি পুত্র-স্নেহবিবশ ইতি ব্যাখ্যেয়ং। ন চ পুনঃ পুনর্নাম ব্যাহরণানন্তরমপি পুনঃ পুনরুৎপন্নানাং বেশ্যাভিগমসুরাপানাদীনাং সর্ব্বেষাং পাপানাং প্রশমনার্থমন্তিমসময়োত্থমেব নাম-ব্যাহরণমপেক্ষিতং যদনন্তরং পুনঃ পাপানুৎপত্তিরিতি বাচ্যং বৈকুণ্ঠ-নামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুরিত্যত্রাশেষপদোপাদানাৎ। "বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং যদ্ভূতং যদ্ভবিষ্যতি। তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহত্যাশু গোবিন্দনামকীর্ত্তনাৎ ॥" ইতি। "যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥" ইতি। "চিত্রং বিদুর-বিগতঃ সকৃদাদদীত যন্নামধেয়মধুনা স জহাতি বন্ধম্" ইত্যাদিষু সংসারবন্ধাদি-প্রয়োগাচ্চ। তত্র তত্র সময়বিশেষনিয়মানভিধানাচ্চ প্রথম-নাম-গ্রহণেনৈব সর্ব্বপাপানাং তদ্বাসনায়াস্তন্মূল-ভূতাঽবিদ্যায়া অপি নাশাবগতেঃ পুনঃ পাপপ্ররোহাসম্ভবাৎ। ননু তর্হি প্রথম-নামগ্রহণানন্তরমেবাজামিলেন নির্ব্বিদ্য ততঃ কথং নাপসৃতং. পাপপ্ররোহাভাবেঽপি তস্যামেব দাস্যামাসজ্য তত্তদেব পাপং তাবৎকালপর্য্যন্তং প্রত্যুত কৃতম্। উচ্যতে—সংস্কারবশাৎ জীবন্মুক্তানাং কর্ম্মেব তস্যাপি তাবৎকালপর্যন্তং তত্তদেব পাপং পুনঃ পুনরুৎপাদ্যমানমপ্যুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশবন্ন ফলজনকম্। কিংবা, মতান্তরোৎখাতাভাবার্থং ভগবতৈব পাপবীজাভাবেঽপি পুনঃ পাপে প্রবর্ত্তনং ভবেদিত্যেব ব্যাখ্যেয়মন্যথা স্তুত্যর্থবাদে কল্পনান্তরে বা ব্যাখ্যায়মানে "তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্" ইতি পাদ্মোক্ত-নামাপরাধপ্রসক্তৌ "নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ" ইতি; "অর্থবাদং হরের্নাম্নি সম্ভাবয়তি যো নরঃ। স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততি স্ফুটম্ ॥" ইতি। "যন্নামকীর্ত্তনফলং বিবিধং নিশম্য ন শ্রদ্দধাতি মনুতে যদুতার্থবাদম্। যো মানুষস্তমিহ দুঃখচয়ে ক্ষিপামি সংসার-ঘোরবিবিধার্ত্তি-নিপীড়িতাঙ্গম্ ॥" ইতি; "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেষু নাম-মাহাত্ম্যবাদিষু। যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নিরয়ক্ষয়ঃ ॥" ইতি পাদ্মকাত্যায়ন-সংহিতাদি-পরস্-সহস্রবচনাদধঃপাত এব স্যাৎ। অতএব শ্রীবিষ্ণুরাতেন—"কৃচিন্নিবর্ত্ততেঽভদ্রাৎ ক্কচাচরতি তৎ পুনঃ। প্রায়শ্চিত্তমথোপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥" ইতি পুনঃ পাপপ্রবৃত্তি-দর্শনে প্রায়শ্চিত্তমাক্ষিপতাপি ভক্তিপ্রসঙ্গে ভক্তানামপি কস্য

—৫

কস্যচিৎ পুনঃ পুনঃ পাপপ্রবৃত্তি-দর্শনেঽপি নৈবাক্ষেপঃ কৃতঃ ; অপি চ যথা নামাভাসবলেনাজামিলো দুরাচারোঽপি বৈকুণ্ঠং প্রাপিতস্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শাস্ত্রজ্ঞা অপি বহুশো নামগ্রাহিণোঽপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপ্যন্ত ইত্যতো নাম-মাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গোঽপি নাশঙ্ক্যঃ। তদেবং ভগবন্নাম সকৃৎ প্রবৃত্তমপি সদ্য এব সমূলং পাপং সংহরদপি "ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতি" ইতি ন্যায়েন প্রায়ঃ কিঞ্চিদ্বিলম্বত এব স্বীয়-ফললিঙ্গং লোকে দর্শয়িত্বা বহির্ম্মুখ-শাস্ত্রমতোচ্ছেদাভাবার্থং কুচিন্ন দর্শয়িত্বা চ স্বব্যাহর্তৃ-জনান্ স্বাপরাধরহিতান্ ভগবদ্ধাম নয়তীতি সিদ্ধান্তো বেদিতঃ। নম্বর্থবাদাদি-নামাপরাধবতাং নামাপরাধহেতুকোঽধঃপাতো ভবতু নাম, তত্র ন বিবদামহে ; নামগ্রহণহেতুকঃ সর্ব্ব-পাপক্ষয়ো ভবতি ন বা ? আদ্যে কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-ভক্তানাং তদ্ভিন্নানামপি নৃণাং মধ্যে পারদারিকপর-হিংসাদি-গম্যেষু নরকেষু কেনাপি ন গন্তব্যম্ ; দ্বিতীয়ে কর্ম্মিপ্রভৃতিভিরিব ভক্তৈরপি পাপভোগার্থং নরকেষু গন্তব্যমেব। অত্রোচ্যতে—যথা মহাজনঃ স্বাশ্রিতানামাশ্রয়ণ-তারতম্যেন পালনতারতম্যং কুর্ব্বন্নপি তানেব পালয়তি, যদি তে তদপরাধিনঃ স্যুরিতি তস্যাপ্রসাদ এব স্বাশ্রিতাপালনে কারণং, ন তু পালনা-সামর্থ্যং কল্পনীয়ম্। তেষামেবাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন তেষু তস্য প্রসাদ-তারতম্যঞ্চ। সর্ব্বাপরাধ-ক্ষয়ে প্রসাদ এব। এবমেব নামোপলক্ষিতাং ভক্তি-দেবীং যে গুণীভাবেনাশ্রয়ন্তে কর্ম্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থং, তেষু গুণীভূতায়া ভক্তের্বর্ত্তমানত্বেঽপি "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন তে কর্ম্মিজ্ঞান্যাদি-শব্দেনাভিধীয়ন্তে। ন তু 'বৈষ্ণব'-শব্দেন, তে চ স্বরূপত এবৈক-নামাপরাধবন্তঃ। যদুক্তং "ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ" ইতি নাম্নো ধর্ম্মাদিভিঃ সাম্যমপ্যপরাধঃ, কিমুত ধর্ম্মাদ্যঙ্গত্বেন গুণীভূতত্বমিত্যর্থঃ। তদপি তাদৃশ-স্বাশ্রয়ণ-গুণলেশগ্রহণেনৈবৈষাং কর্ম্মযোগাদয়ো মা বিফলা ভবন্ত্বিতি স্বীয়-দাক্ষিণ্যেন স্বাপকর্ষং স্বীকৃত্যাপি ভক্তিদেবী তেষাং কর্ম্মাদ্যঙ্গভূতৈব কর্ম্মাদিফলং নিষ্প্রত্যূহমুৎপাদয়তি যথা তথৈব তেষাং পাপমপি প্রায়শ্চিত্তাঙ্গভূতৈব নাশয়তি ; নান্যথেত্যত স্তৈরেবাকৃত-প্রায়শ্চিত্তৈস্তত্তৎ পাপফলভোগার্থং তেষু তেষু নরকেষু গন্তব্যমেব ন তু বৈষ্ণবৈঃ। যদি চ তে পুনরন্যানর্থবাদ-সাধুনিন্দাদীন্ নামাপরাধান্ কুর্ব্বাণা এব ধর্ম্মাদিকমনু-তিষ্ঠন্তি তদা ধর্ম্মাদ্যঙ্গভূতাপি ন তত্তৎ ফলমুৎপাদয়তি। "কে তেঽপরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নো ভগবতঃ কৃতাঃ। বিনিঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যম্" ইত্যাদি-বচনেভ্যঃ। কিঞ্চ, তেষামপি তত্তদপরাধেভ্যো নিবৃত্ত্য তদুপশমক-নাম-কীর্ত্তনাদিপরাণাং নামাপরাধক্ষয়-তারতম্যেন কর্ম্ম-ফলপ্রাপ্তিতারতম্যম্। সাধুসঙ্গবশাৎ সর্ব্বনামাপ-রাধক্ষয়ে তু ভক্তিদেবী-সম্যক্ প্রসাদেন নাম-ফল-প্রাপ্তিরেব নির্ব্বিবাদা। নন্বজামিলস্যাপি "অয়ং হি শ্রুত-সম্পন্ন" ইত্যাদি-যমদূতবাক্যৈঃ প্রাক্তনং কর্ম্মিত্ব-মবগম্যতে। সত্যং, মদিরাপানাদ্ব্রাহ্মণ্যমপ্যস্য নষ্ট-মেব ; কিমুত কর্ম্মিত্বম্, যদুচ্যতে—"এবং স বিপ্লা-বিত-সর্ব্বধর্ম্মা দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা" ইতি। কর্ম্মাপগমক্ষণ এব ভক্তের্গুণীভাবোঽপ্যপ-গতঃ। পুনশ্চ স্বপুত্রাহ্বানাদৌ নারায়ণ-নামোচ্চা-রণনিবন্ধনা কেবলানন্যৈব ভক্তিরস্যাভূদিতি। ননু কর্ম্মজ্ঞানাদ্যঙ্গত্বে ভক্তিং কুর্ব্বীতেতি যদি বিধিবাক্য-মেবাস্তি তর্হি কুতস্তেষাং নামাপরাধঃ ? উচ্যতে—ভক্ত্যৈব সর্ব্বেঽপি ধর্ম্মাঃ সম্যগেব সিদ্ধ্যন্তি ভক্তি-লেশেনাপি মহাপাতকান্যপি নশ্যন্তীত্যাদি-পরশ্শত-শাস্ত্রবাক্যেষ্বপ্যবিশ্বসতাং কর্ম্মজ্ঞানয়োরেব শ্রদ্ধালূনাং ভক্তিবহির্ম্মুখানামশুদ্ধকুটিলচিত্তানামপ্যনেনৈব প্রকা-রেণ ভক্তির্ভবত্বিতি দয়াময়মেব বেদশাস্ত্রং ধর্ম্মজ্ঞানা-দ্যঙ্গত্বেন ভক্তিং বিধত্ত ইত্যতো ন শাস্ত্রবাক্যমুপালম্ভ-নীয়মিতি। ততশ্চ বৈধপশুহিংসাকৃতো বিধিবলাৎ স্বর্গপ্রাপ্তাবপি যথা তদ্ধিংসা-দোষানপগম-স্তথৈব ভক্তি-গুণীভাবকরণরূপাপরাধবতো বিধিবলাৎ কর্ম্মফল-প্রাপ্তাবপি তদপরাধানপগম এব জ্ঞেয় ইতি। অথ যে নামাপরাধিনো বৈষ্ণব্যা দীক্ষয়া বৈষ্ণবমেব গুরুং কৃত্বা ভক্তিদেবীং কৈবল্যেন প্রাধান্যেন বাশ্রয়মাণাঃ নাম-কীর্ত্তনাদিভির্ভগবন্তং ভজন্তে, তেষামপি 'বৈষ্ণব'-শব্দেনাভিধীয়মানানাং ভক্তিতারতম্যেনৈবাপরাধক্ষয়-তারতম্যং ভক্তের্ম্মুখ্যফলোদয়-তারতম্যঞ্চ ভক্তি-দেব্যাঃ প্রসাদ-তারতম্যেনৈব। যদুক্তং ভগবতৈব—"যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ মৎপুণ্য-গাথা-শ্রবণা-ভিধানৈঃ। তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং চক্ষুর্যথৈ-

বাঙ্মনসংপ্রযুক্তম্ ॥" ইতি ; "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি" ইত্যাদি চ। "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ। হৃদ্যন্তস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্" ইত্যাদি-বচন-ব্যজ্যমান-শ্চতুর্দ্দশ-ভূমিকারোহশ্চ ক্রমেণৈব তেষাং জ্ঞেয়ঃ। এতদর্থমেব তত্র তত্র শ্রদ্ধারত্যাদি-বিধানম্। অত্রাপি প্রকরণে "গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ" ইতি। অতস্তেষাং ক্ষীণসর্ব্বাপরাধত্বে সত্যেব ভগবন্তং প্রাপ্তানাং ন পুনর্ভবঃ। নিরপরাধানান্তু ভগবৎপ্রাপ্তৌ নাস্তি বিলম্ব-স্তেষাং হি ভগবন্নামগ্রহণং বৈকুণ্ঠারোহণঞ্চেতি দ্বে এব ভূমিকে যথা অজামিলাদীনাম্ ; যদুক্তং—"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে কৃচিৎ। জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ভয়ং বাপ্যুজায়তে ॥" ইতি ; "স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি ততঃপরং হি মাম্। অব্যাকৃতং ভাগবতোহথ বৈষ্ণবং পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে ॥" ইতি নিরপরাধানামপি কেষাঞ্চিৎ প্রেমবিশেষ-সিষাধয়িষূণাং ভগবৎপ্রাপ্তৌ কিঞ্চিদ্বিলম্বোহপি,—যথৈবাদিভরতস্য জন্মত্রয়মভূৎ। কিঞ্চ, সাপরাধানাং মধ্যে যদি কেচিদ্-ভজনাভ্যাসা-ভাবাদক্ষীণপ্রাচীনপাপাঃ ক্রিয়মাণ-পাপ-নামাপরা-ধাশ্চ স্যুস্তদপি তৈর্দেহত্যাগানন্তরং নরকেষু ন গন্ত-ব্যম্। "স্বপুরুষমভিবীক্ষ্য পাশহস্তং বদতি যমঃ কিল তস্য কর্ণমূলে। পরিহর মধুসূদন-প্রপন্নান্ প্রভুরহমন্যনৃণাং ন বৈষ্ণবানাম্ ॥" ইতি ; "নৈষাং বয়ো ন চ বয়ং প্রভবাম দণ্ড" ইত্যাদি যমবচনেভ্যঃ। "প্রাহাস্মান্ যমুনা-ভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ। ভবদ্ভির্বৈষ্ণবাস্ত্যাজ্যা বিষ্ণুঞ্চেদ্ভজতে নরঃ ॥" ইতি পাদ্মমাঘমাহাত্মীয়দেবদূতবচনাচ্চ। কিঞ্চ, "নহ্যঙ্গো-পক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি" ইতি ভগবদ্বা-ক্যাদ্যৎ কিঞ্চিদ্ভক্ত্যঙ্কুরস্যাপ্যনশ্বরস্বভাবাৎ পাপাদিভি-র্দুরতিক্রমত্বাদমোঘত্বাচ্চাবশ্যমেব জনিষ্যমাণ-পত্র-পুষ্পাদ্যর্থমেব যেষাং জন্ম ভবেন্ন তু নশ্যদবস্থ-পাপ-পুণ্য-নিবন্ধনম্ ; যদুক্তং—"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে" ইতি। অতো জন্মান্তরে তেষাং প্রাচীন-ভক্তি-সংস্কারোত্থৈ-র্নামকীর্ত্তনাদ্যৈঃ পাপাপ-রাধক্ষয়ান্তে ভক্তিদেব্যাঃ প্রসাদেন ভগবৎপ্রাপ্তিঃ। যদু-ক্তং—"ন বৈ জনো জাতু কথঞ্চনাব্রজেন্মুকুন্দসেব্য-ন্যবদঙ্গ সংসৃতিম্। স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যুপগূহনং পুনর্বি-হাতুমিচ্ছেন্ন রসোগ্রহো জনঃ ॥" ইতি। অত্রান্য-বদিতি কর্ম্মিজনাদিবৎ সংসৃতিং পুণ্যপাপফলভোগ-ময়ীং নাপ্নোতি কিন্তু ভগবদ্দত্তাং সুখদুঃখময়ীং সং-সৃতিং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুত্যা—"ত্বদবগমী ন বেত্তি ভগবদুত্থশুভাশুভয়োর্গুণ-বিগুণান্বয়ান্" ইতি ; তেষাং যাবন্নামাপরাধক্ষয়াভাবস্তাবদনষ্টানি পাপানি ভুক্ত-ফলান্যেব তিষ্ঠন্তি ভক্তিবৃদ্ধ্যা তদভ্যাসেন নামাপরাধক্ষয়ে সতি সদ্য এবং সমূলপাপক্ষয়াৎ ভগবন্তং প্রাপ্নোতীত্যতো ভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমেকদ্বিত্রিজন্মানি বৈষ্ণবা অপি প্রাপ্নুবন্তি। তেষাং দৃশ্যমানানি বৈষয়িক-সুখানি ভক্তিধর্ম্মোত্থানি। যদুক্তং—"ধর্ম্মস্য হ্যাপ-বর্গস্য নার্থোহর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ ॥ কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতি-র্লাভো জীবেত যাবতা।" ইতি ; দুঃখানি তু কানিচিৎ স্বভক্তভক্তি-বর্দ্ধন-চতুরেণ ভগবতা লঙ্ঘনকটুকৌষধ-পায়নাদিভিঃ ক্ষুধাবৃদ্ধি-প্রতিপাদকেন ভিষজেব দত্তানি—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ" ইতি তদুক্তেঃ। কানি তু প্রবল-নামাপরাধ-ফলানি যতো দশসু নামাপরাধেষু মধ্যে অর্থবাদার্থান্তরকল্পন-শুভকর্ম্মসাম্যমিতি ত্রয়ং সাক্ষাদ্বৈষ্ণবতায়া এব ব্যাঘাতকাঃ। তেভ্যোহন্যেষু তু মধ্যে দ্বাবতিপ্রবলৌ মহদপরাধ-নামবল-হেতুক-পাপপ্রবৃত্তী—"যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগর্হাম্" ইতি ; "নাম্নো বলাদ্যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ" ইতি বিশেষ-বিভীষিকোক্তেরতস্তৌ সমুচিতদুঃখভোগ-সহিত-সন্তত-নামকীর্ত্তনেনৈবোপশাম্যতৌ নান্যথা। অন্যে নামাপরাধাস্তু সন্তত-নামকীর্ত্তনাদিভিরেব শাম্য-ন্তীতি। যে চ নামাপরাধিনঃ কর্ম্মজ্ঞানাদিরহিতাঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদি-ভক্তিমন্তঃ কিন্ত্বনাশ্রিতগুরুচরণত্বাদ-দীক্ষিতাস্তেহপি 'বৈষ্ণব'-শব্দেনৈবাভিধীয়ন্তে। তথা হি 'বৈষ্ণব' ইতি 'সাস্য দেবতা' ইতি সূত্রে নানা-ভক্তিরিতি সূত্রে নানা চ সিদ্ধ্যত্যতো যে দীক্ষয়া দেবতী-কৃতবিষ্ণবো, যে চ ভজনেন ভজনীয়ীকৃতবিষ্ণবস্তে উভে অপি ব্যপদেশান্তর-রাহিত্যাদ্বৈষ্ণবা এবেতি তেষামপি ন স্যান্নরকপাতাদি পূর্ব্ববদিতি কেচি-দাহুঃ। নৈতৎ সুসঙ্গতম্—যতো "নৃদেহমাদ্যম্" ইত্যাদৌ গুরুকর্ণধারমিত্যুক্তেগুর্রুং বিনা ন ভগবন্তং সুখেন প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তেষাং ভজনপ্রভাবেনৈব জন্মা-

ন্তরে প্রাপ্তগুরুচরণাশ্রয়ণানামেব সতাং ভক্ত্যা ভগবৎ-প্রাপ্তির্নান্যথেত্যাচক্ষতে। অথচানাশ্রিতগুরোরপ্যজামিলস্য সুখেনৈব ভগবৎপ্রাপ্তির্দৃশ্যত এব তস্মাদিয়মত্র ব্যবস্থা—যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েস্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদি-রীত্যা গৃহীত-হরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেবোদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব, ভজনং তৎপ্রাপকমেব, তদুপদেষ্টা গুরুরেব, গুরূপ-দিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেক-বিশেষবত্ত্বেঽপি "নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥" ইতি প্রমাণদৃষ্ট্যা অজামিলাদি-দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নাম-কীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবিনীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণমহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি; কিন্তু তস্মিন্নেব জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি। দেবতান্তরভক্তানাং পাপাপরাধয়োঃ কস্মিণামিব ব্যবস্থেত্যেকে। ভক্তিদেব্যা আশ্রয়ণ-সামান্যাভাবাত্ত-তোঽপি তে ন্যূনকক্ষায়াং নিবিষ্টা ইত্যপরে; যদুক্তং—"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্। অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ। ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥" ইতি। যে তু কেবলমপরাধিন এব তেষাং নৈবোদ্ধারঃ। যদুক্তং—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু। আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥" ইতি। যে তু তেষামপি মধ্যে কংসাদয়স্তেষাং "কামাদ্দ্বেষাদ্ভয়াৎ স্নেহাদ্‌যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্‌গতিং গতাঃ॥" ইত্যাদিবচনবলাৎ ভগবদাবেশেনৈব নামাপরাধক্ষয়ান্মুক্তিরিতি কেচিৎ। "নামান্যেব হরন্ত্যঘম্" ইত্যুপলক্ষণং ধ্যানাদীনামপ্যতো ধ্যানপৌনঃপুন্যমেবাবেশ ইত্যন্যে। কৃষ্ণাবতারত্বে তদ-নৈকান্তিকং যতঃ কেচিদাবেশরহিতা অপি নরক-বাণাদি-কৌরবাদি-সৈন্যগতাস্তদ্ধস্তমরণপ্রভাবাৎ কেচিদ্দর্শনমাত্রস্যাপি প্রভাবাত্তং প্রাপুরিতি পূর্ব্বত্রৈবোক্তমিত্যপরে॥ ৯-১০॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—যদি বলেন—দেখুন, পাতকের নাশ হয় হউক, কিন্তু স্বেচ্ছাকৃত সহস্রবার অনুষ্ঠিত বহু মহাপাতকের, যাহা কোটি কোটি দ্বাদশবার্ষিক ব্রতেও বিনাশ পায় না, কিপ্রকারে সেই সমুদয়ের একটিমাত্র নামাভাসেই প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'স্তেনঃ' ইত্যাদি, 'স্তেন' বলিতে সুবর্ণচৌর। 'ইদমেব সুনিষ্কৃতম্'—ইহাই, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম একবারমাত্র উচ্চারণই পাপসমূহের সমূলে বিনাশ করিতে শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি নহে, যেহেতু তাহারা পাপ নাশ করিলেও পাপের নির্ম্মূল করিতে সমর্থ নহে। কিন্তু ইহাই নামোচ্চারণের একমাত্র ফল নহে, যেহেতু 'নামব্যাহরণাৎ'—এই নাম উচ্চারণ-হেতুই সেই পাপীর প্রতি ভগবানের মতি হইয়া থাকে। শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ বলেন—'তদ্বিষয়া' বলিতে নাম উচ্চারণকারী পুরুষের বিষয়ে, অর্থাৎ আমার এই জন, ইহাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য—এইরূপ ভগবান্ বিষ্ণুর মতির উদয় হইয়া থাকে। নিজের নাম শ্রবণ করিয়াই, তাহার উচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করতঃই, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, আর সেব্যত্বরূপে যাঁহারা সেবা করেন, তাঁহাদের যে বিষ্ণুবিষয়া মতি হইবে, ইহাতে অধিক কথা কি? —এই ভাব। অতএব যমদূতগণকে সাক্ষাৎ দেখাইবার জন্যই অজামিলের তৎকালীন নামোচ্চারণ সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন। বাস্তবিকপক্ষে কিন্তু পুত্রের নামকরণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই, পুত্রের আহ্বানাদি কালে বহুবার উচ্চারিত নামের মধ্যে যাহা প্রথম, তাহাই পাপসমুদয়ের প্রশমক হইয়াছিল, অন্যান্য নামোচ্চারণ কিন্তু ভক্তির সাধকই—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। 'যদ্ ব্যাজহার' (৭ম শ্লোক)—অর্থাৎ বিবশ হইয়াও যে শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, এখানে 'ব্যাজহার'—এই পরোক্ষ অতীত কালের নির্দ্দেশ প্রথম নাম উদ্দেশ্য করিয়াই উক্ত হইয়াছে। 'বিবশ'

—বলিতে পুত্রের স্নেহে বিবশ (বশীভূত), এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

দেখুন, পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন বেশ্যাভিগমন, সুরাপানাদি সকল পাপের প্রশমনের নিমিত্তই অন্তিম কালোৎপন্ন নামোচ্চারণের অপেক্ষা রহিয়াছে, যাহার পর আর পাপোৎপত্তি হয় নাই ?—এইরূপ কখনই বলিতে পারেন না, যেহেতু 'বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্' (১৪ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীহরির নামগ্রহণ করিলে উহা অশেষ পাপ বিনষ্ট করে—ইত্যাদি স্থলে, 'অশেষ'—পদ গ্রহণ করায় সমস্ত পাপের সমূলে বিনাশই উক্ত হইয়াছে। আরও, "বর্ত্তমানঞ্চ যৎ পাপং"—ইত্যাদি, অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের যে পাপ, যাহা অতীতের এবং যাহা ভবিষ্যতের, সেই সমস্ত পাপই শ্রীগোবিন্দের নাম-কীর্ত্তনের ফলে শীঘ্রই নিঃশেষে দগ্ধীভূত হয়। এবং 'যন্নাম সকৃৎ শ্রবণাৎ" (৬।১৬।৪৪), অর্থাৎ চিত্রকেতু মহারাজ বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি ঐরূপ ভাগবত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, আপনার দর্শনে মনুষ্যগণের যে অখিল কলুষনাশ হইবে, ইহা অসম্ভব নহে। আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে পুক্কশও (নীচ জাতি চণ্ডালও) সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়। আরও, "চিত্রং বিদুর-বিগতঃ সকৃদাদদীত" (৫।১। ৩৫), ইত্যাদি, অর্থাৎ প্রিয়ব্রত মহারাজের চরিত্র বর্ণনা করিয়া শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিলেন—হে মহারাজ! প্রিয়ব্রতের এইরূপ প্রভাব কোন বিচিত্র নহে, বিচিত্র ইহাই যে অন্ত্যজ জাতিও যদি একবার মাত্র শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করে, সে তৎক্ষণাৎ সেই নামোচ্চারণের ক্ষণেই সমস্ত সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ইত্যাদি স্থলে সংসার বন্ধন (অবিদ্যা) প্রভৃতি হইতে মুক্ত হয়, ইহা বলা হইয়াছে। সেই সকল স্থলে সময়-বিশেষের কোন নিয়ম অভিহিত না হওয়ায়, প্রথম নাম-গ্রহণ দ্বারাই সমস্ত পাপ, তাহার বাসনা এবং তাহার মূলীভূত অবিদ্যারও নাশ অবগত হওয়ায় পুনরায় পাপের উদ্ভবই অসম্ভব।

যদি বলেন—দেখুন, তাহা হইলে প্রথম নাম-গ্রহণের পরই অজামিল নির্ব্বেদ-প্রাপ্ত হইয়া কিজন্য সেই পাপ হইতে বিরত হয় নাই, অধিকন্তু পাপোৎপত্তি না হইলেও সেই দাসীতেই আসক্ত হইয়া সেই সেই পাপের আচরণ তাবৎকাল পর্য্যন্তই করিয়াছে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সংস্কারবশতঃ জীবন্মুক্তগণের কর্ম্মের ন্যায় (অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইলেও তাঁহারা যেরূপ কর্ম্মাদি করিলেও তাহার ফলভাগী হন না, তদ্রূপ), সেই অজামিলেরও তাবৎকাল (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইলেও বিষদন্তহীন সর্পের দংশনের ন্যায় উহা ফলজনক হয় নাই। কিম্বা—মতান্তরের উৎখাতের অভাবের নিমিত্ত (অর্থাৎ বহির্ম্মুখ শাস্ত্রের মতও একেবারে উৎখাত না হয়, এইজন্য) শ্রীভগবানই পাপবীজের অভাবেও পুনরায় পাপে প্রবর্ত্তিত করেন— এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অন্যথা প্রশংসামূলক অর্থবাদ বা কল্পনামূলক ব্যাখ্যা করিলে, পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীহরিনামে অর্থবাদ এবং যুক্তিতর্কের অবতারণের দ্বারা চিন্তনরূপ নামাপরাধের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যেমন—'নাম্নোঽপি', অর্থাৎ সকলের সুহৃদ্ শ্রীহরিনামের নিকট অপরাধের ফলে জীব অধঃপতিত হয়। "অর্থবাদং"—অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রীহরির নামে অর্থবাদ কল্পনা করে, মনুষ্যগণের মধ্যে সেই পাপিষ্ঠ নর নিশ্চিতই নরকে পতিত হয়। "যন্নাম-কীর্ত্তনফলং"—অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে মনুষ্য বিবিধ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের ফল শ্রবণ করতঃ তাহাতে শ্রদ্ধা করে না, অধিকন্তু অর্থবাদ মনে করে, তাহাকে ইহলোকে ঘোর সংসারে বিবিধ আর্ত্তির দ্বারা নিপীড়িতাঙ্গ (ক্লিষ্টদেহ) করিয়া অনন্ত দুঃখনিবহে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণেষু"—অর্থাৎ শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্র-সমূহে নামমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইলেও, যাহারা অর্থবাদ (প্রশংসাবাক্য) বলিয়া বলেন, তাহাদের কখনও নিরয়ক্ষয় (নরকভোগের ক্ষয়) হয় না—ইত্যাদি পদ্ম-পুরাণ, কাত্যায়ন-সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে সহস্র সহস্র বচনের প্রমাণের দ্বারা শ্রীনামে অর্থবাদ কল্পনাকারীর অধঃপতনই হয়। অতএব শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজও বলিয়াছেন—"কৃচিন্নিবর্ত্ততে" (৬।১।১০) অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্তের পর মানুষ কখনও পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, কখনও বা পুনরায় উক্ত পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। অতএব উক্ত প্রায়শ্চিত্তকে আমি হস্তীর স্নানের ন্যায় নিরর্থকই মনে করি, ইত্যাদির দ্বারা মহারাজ পুন-

রায় পাপে প্রবৃত্তি-দর্শনে প্রায়শ্চিত্ত নিষ্ফল বলিয়া আক্ষেপ করিলেও, ভক্তিপ্রসঙ্গে ভক্তগণের মধ্যে (সাধনকালে) কাহার কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপ-প্রবৃত্তি দর্শন করিলেও, কখনই আক্ষেপ করেন নাই। আরও, যেরূপ নামাভাসের বলে অজামিল দুরাচার হইয়াও বৈকুণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপই স্মার্ত্ত প্রভৃতি সদাচারসম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও বহুবার নামগ্রহণ করিলেও, অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধের ফলেই ঘোর সংসারই (পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণরূপ সংসার-প্রবাহই) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া সকলেরই যে মুক্তি হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, (কারণ নিরপরাধে নাম-গ্রহণ করিলেই শ্রীনাম করুণা করেন এবং তাহাতেই ভগবৎসেবার অধিকার-রূপ মুক্তি প্রাপ্তি হয়)। অতএব শ্রীভগবন্নাম একবারমাত্র উচ্চারিত হইলেও এবং সদ্যই নিখিল পাপ সমূলে বিনাশ করিলেও, 'ফলন্নপি বৃক্ষঃ কালে এব ফলতি'—অর্থাৎ ফলবান্ বৃক্ষও যথাকালেই ফলদান করে, এই ন্যায় অনুসারে, শ্রীনাম সাধারণতঃ কিঞ্চিৎ বিলম্বেই নিজের ফল-চিহ্ন (শ্রীনামগ্রহণের প্রভাব) জগতে দর্শন করাইয়া, এবং বহির্ম্মুখ শাস্ত্র-মতের উচ্ছেদের অভাবের নিমিত্ত কখনও নামের ফল প্রদর্শন না করিয়া, 'স্বাপরাধরহিতান্'—অর্থাৎ শ্রীনামাপরাধ-রহিত নিজ নাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদিগকে ভগবদ্ধামে আনয়ন করিয়া থাকেন—এইরূপ সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে।

যদি বলেন—দেখুন, অর্থবাদাদি নামাপরাধকারীর শ্রীনামের প্রতি অপরাধহেতু অধঃপাত হয়, হউক, তদ্বিষয়ে আমাদের কোন বিবাদ নাই, কিন্তু নামগ্রহণের ফলে সমস্ত পাপের ক্ষয় হয়, বা হয় না? 'আদ্যে'—অর্থাৎ নামগ্রহণের ফলে যদি সর্ব্বপাপের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন অপর জনের মধ্যে কেহই পরদারগমন ও পরহিংসাদির ফলে নরকাদিতে গমন করিবে না। 'দ্বিতীয়ে'—অর্থাৎ আর যদি নামগ্রহণে পাপক্ষয় না হয়, তবে কর্ম্মিপ্রভৃতির ন্যায় ভক্তজনকেও পাপভোগের নিমিত্ত অবশ্যই নরকে গমন করিতে হইবেই। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেমন কোন মহাজন (বণিক) নিজ আশ্রিত জনের আশ্রয়গত তারতম্যে পালনের তারতম্য করিয়াও তাহাদিগকে পালন করেন, যদি তাহারা তাহার প্রতি অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাহার অপ্রসন্নতাই স্বাশ্রিত জনের অপালনে কারণ, কিন্তু তাহাতে তাহার পালনের অক্ষমতা কল্পনা করা যায় না। আবার তাহাদের অপরাধের ক্ষয়ের তারতম্যে, তাহাদের প্রতি তাহার প্রসন্নতারও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সমস্ত অপরাধ ক্ষয় হইলে প্রসন্নতাই হয়। এই প্রকারই নামোপলক্ষিতা শ্রীভক্তিদেবীকে যাহারা কর্ম্মাদি ফলের সিদ্ধির জন্য গৌণভাবে আশ্রয় করেন, সেইরূপ স্থলে গুণীভূতা ভক্তির বিদ্যমানত্ব হইলেও, 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশাঃ ভবন্তি'—অর্থাৎ পদার্থ দ্বারাই কোন ব্যাপারের ব্যপদেশ (নামোল্লেখ) হইয়া থাকে, এই ন্যায়ানুসারে তাহারা কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতি শব্দে কথিত হন, কিন্তু বৈষ্ণব-শব্দে উক্ত হন না, তাহারা কিন্তু স্বরূপতঃ একপ্রকার নামাপরাধীই। যেমন পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—'ধর্ম্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ', অর্থাৎ সাধারণ পুণ্যকার্য্য, ব্রত, নিয়ম, দান ও হোমাদির সহিত শ্রীনামের সমতা বোধ করাও প্রমাদ, অর্থাৎ শ্রীনামগ্রহণকেও সাধারণ পুণ্যকর্ম্মের সহিত তুল্যবোধ করা নামাপরাধ। এই স্থলে ধর্ম্মাদির সহিত শ্রীনামের সাম্যবোধ করাই অপরাধ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাতে আবার ধর্ম্মাদির অঙ্গরূপে গৌণভাবে ভক্তিদেবীকে গ্রহণ করা যে অপরাধ, সে বিষয়ে অধিক কি বক্তব্য থাকিতে পারে? তথাপি তাদৃশ নিজ আশ্রয়গত গুণলেশ গ্রহণের দ্বারাই 'এই সকল ব্যক্তির কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি নিষ্ফল না হউক'—এইজন্য স্বীয় দাক্ষিণ্য-(কারুণ্য) বশতঃ স্বীয় অপকর্ষ অঙ্গীকার করিয়াও শ্রীভক্তিদেবী তাহাদের কর্ম্মাদির অঙ্গীভূতরূপেই কর্ম্মাদির ফল যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে উৎপাদন করেন, তদ্রূপ তাহাদের পাপও প্রায়শ্চিত্তের অঙ্গরূপেই বিনাশ করিয়া থাকেন, ইহার অন্যথা হয় না। অতএব অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত সেই সকল কর্ম্মি প্রভৃতিকেই সেই সেই পাপ-ফলের ভোগের নিমিত্ত অবশ্যই সেই সেই নরকে গমন করিতে হইবে, কিন্তু বৈষ্ণবগণকে কখন নরকে গমন করিতে হয় না। আর, যদি তাহারা পুনরায় অন্য অর্থবাদ, সাধু-নিন্দাদি

নামাপরাধ করিতে করিতেই ধর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মাদির অঙ্গীভূতা হইলেও ভক্তি-দেবী সেই সেই ফল উৎপন্ন করেন না। যেমন 'কে তেঽপরাধাঃ', অর্থাৎ হে বিপেন্দ্র ! শ্রীভগবন্নামের সেই সকল অপরাধ কি, যাহা মনুষ্যের ধর্ম্মাদি কৃত্যও বিনষ্ট করে ?—ইত্যাদি বচনানুসারে তাহা জানা যায়। আরও, তাহারা যদি সেই সেই অপ-রাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তদুপশমক নাম-কীর্তনাদি-পরায়ণ হন, তাহা হইলে তাহাদের নামাপরাধের ক্ষয়ের তারতম্যবশতঃ কর্ম্মফল প্রাপ্তিরও তারতম্য ঘটিবে। আর সাধুসঙ্গ-বশতঃ সকল নামাপরাধ ক্ষয় হইলে, শ্রীভক্তিদেবীর সম্যক্ প্রসন্নতায় নাম-ফলের প্রাপ্তিও নির্ব্বিবাদেই হইবে।

যদি বলেন—দেখুন, 'অয়ং হি শ্রুতসম্পন্নঃ' (৬।১।৫২), অর্থাৎ এই ব্যক্তি পূর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন, সুস্বভাব, ইত্যাদি যমদূতগণের বাক্যানুসারে এই অজামিলেরও প্রাক্তন কর্ম্মিত্বই অবগত হওয়া যায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সত্য (হ্যাঁ), মদ্যপানহেতু ইহার ব্রাহ্মণত্বও নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আবার কর্ম্মিত্ব কি প্রকার ? যেরূপ পরে বলা হইবে—"এবং স বিপ্লাবিত-সর্ব্বধর্ম্মা" (৬।২।৪৫ শ্লোক), অর্থাৎ এইরূপে সর্ব্বপ্রকার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ধ্বংসকারী, সদ্-ব্রতত্যাগী ও পাপকর্ম্মহেতু পতিত দাসীপতি অজা-মিল, ইত্যাদি। কর্ম্ম অপগত হওয়ামাত্রই ভক্তির গৌণভাবও চলিয়া গিয়াছিল, পুনরায় নিজপুত্রের আহ্বানাদিতে 'নারায়ণ' নামের উচ্চারণহেতু কেবলা অনন্যা ভক্তিই অজামিলের হইয়াছিল। দেখুন—'কর্ম্ম, জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তি করিবে'—এইপ্রকার যদি বিধিবাক্য থাকে, তবে কিপ্রকারে তাহাদের নামাপরাধ হইবে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'ভক্তির দ্বারাই সমস্ত ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয়, ভক্তিলেশেও মহাপাতকসমূহও বিনষ্ট হয়'—ইত্যাদি শত শত শাস্ত্রবাক্যসমূহেও অবিশ্বস্ত, কর্ম্ম ও জ্ঞানেই শ্রদ্ধালু, অশুদ্ধ কুটিলচিত্ত ভক্তি-বহির্ম্মুখগণের এই প্রকারেই ভক্তি হউক—এই বিবেচনায় দয়াময় বেদ-শাস্ত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অঙ্গত্বরূপে ভক্তি কর, এইরূপ নির্দ্দেশ দিয়াছেন—ইহার দ্বারা শাস্ত্রবাক্য কখন অনুযোগের বিষয় হয় না। আরও, বৈধ পশুহিংসা-কারীর বিধিবাক্যবলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইলেও, যেমন পশু-বধ-জনিত দোষের ক্ষালন হয় না, সেইরূপ ভক্তির গৌণভাবে আচরণরূপ অপরাধকারীর বিধিবাক্যবলে কর্ম্মফলের প্রাপ্তি হইলেও, সেই অপরাধের ক্ষালন কখনই হয় না—ইহা জানিতে হইবে।

আরও, যে সকল নামাপরাধী বৈষ্ণবীয় দীক্ষার দ্বারা বৈষ্ণবকেই গুরুত্বে বরণ করিয়া, শ্রী-ভক্তিদেবীকে প্রাধান্যরূপে আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-কীর্তনা-দির দ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করিতেছেন, বৈষ্ণব-শব্দে অভিধীয়মান তাঁহাদেরও ভক্তির তারতম্যেই অপরাধ-ক্ষয়ের তারতম্য, এবং শ্রীভক্তিদেবীর প্রসন্ন-তার তারতম্যবশতঃই ভক্তির মুখ্য ফলোদয়েরও তারতম্য হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভগবানই বলিয়া-ছেন—"যথা যথাত্মা" (১১।১৪।২৬), অর্থাৎ আমার পবিত্র কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা আত্মা যেমন যেমন পরিশুদ্ধ হয়, তেমন তেমন সেই জীব, অঞ্জন-লিপ্ত নয়ন যেরূপ দোষশূন্য হইয়া সূক্ষ্মবস্তু দর্শন করে, তদ্রূপ সূক্ষ্মবস্তু (আত্মতত্ত্ব) দেখিয়া থাকে। "ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ" (১১।২।৪২), অর্থাৎ শ্রীকবি নামক যোগীন্দ্র বলিলেন—প্রপদ্যমান, অর্থাৎ শ্রীহরির ভজনকারী ভক্তের প্রেমলক্ষণা ভক্তি হইলে, পরেশের অনুভব বলিতে প্রেমাস্পদের স্ফূর্ত্তি হইবে এবং তাহার দ্বারা নির্বৃত (আনন্দ-প্রাপ্ত) ভক্তের, তদতিরিক্ত গৃহাদিতে বিরক্তি হইবে, এই তিনটি ভজন-সমকালেই হইয়া থাকে, যেমন অন্নাদি ভোজনকারীর তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া থাকে, ইত্যাদি। "শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ" (১।২।১৭), অর্থাৎ হরিকথায় রতি হইলেই সকল অশুভ দূরী-ভূত হইয়া যায়, কারণ সাধুগণের হিতকারী পুণ্য-শ্রবণকীর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ আপনার কথা শ্রবণকারী পুরু-ষের হৃদয়স্থ হইয়া, তাঁহার হৃদ্‌গত সমস্ত অশুভ কামাদি বাসনা বিনষ্ট করেন—ইত্যাদি বচনের দ্বারা প্রকাশমান (সাধুকৃপা, মহৎসেবা, শ্রদ্ধা প্রভৃতি) ভক্তির চতুর্দ্দশ ভূমিকায় আরোহণ সেই সকল ভক্তের ক্রমশঃই হইয়া থাকে, ইহা জানিতে হইবে। ইহার নিমিত্তই সেই সকল স্থানে শ্রদ্ধাদি অনুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে। এই প্রকরণেও বলিবেন—"গুণানু-বাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ" (১২ শ্লোক), অর্থাৎ শ্রীহরির

গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত, কারণ তাহা চিরকালের জন্য চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে। অতএব সকল অপরাধ ক্ষীণ হইলে শ্রীভগবান্‌কে যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। কিন্তু নিরপরাধী জনের ভগবৎ-প্রাপ্তিতে বিলম্ব হয় না, তাঁহাদের ভগবানের নামগ্রহণ এবং বৈকুণ্ঠে আরোহণ—এই দুইটি ভূমিকা, যেমন অজামিল প্রভৃতির। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ন বাসুদেব-ভক্তানাম্", ইত্যাদি, অর্থাৎ বাসুদেবের ভক্তগণের কখন অশুভ থাকিতে পারে না। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, ভয়ও তাঁহাদের উৎপন্ন হয় না। এবং "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ (৪।২৪।২৯), অর্থাৎ শ্রীরুদ্রদেব বলিলেন—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষ বহুজন্মের পর ব্রহ্মপদ লাভ করে, তাহার পর আমাকে পায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্ত দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ পাইয়া থাকে। এই ব্রহ্মাদি দেবগণ ও আমি 'কলাত্যয়ে', অর্থাৎ আমাদের অধিকার-কাল গত হইলে ঐ বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইব, ইত্যাদি। নিরপরাধ জনের মধ্যেও প্রেমবিশেষ সাধনেচ্ছুক কোন কোন ভক্তের ভগবৎ-প্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও দৃষ্ট হয়, যেমন আদি ভরতের জন্মত্রয় হইয়াছিল।

আরও, অপরাধকারিগণের মধ্যে যদি কোন কোন ব্যক্তির ভজনের অভ্যাসের অভাবে, পূর্ব্বজন্মের কৃতপাপের ক্ষয় না হইয়া থাকে এবং পাপ ও নামাপরাধ হইতেই থাকে, তথাপি দেহত্যাগের পর তাহাকে নরকে গমন করিতে হইবে না। যেমন উক্ত হইয়াছে—'স্বপুরুষম্ অভিবীক্ষ্য' ইত্যাদি, অর্থাৎ পাশহস্ত নিজ অনুচরকে দেখিয়া, যমরাজ তাহার কর্ণমূলে বলেন—মধুসূদনের শরণাগত জনকে পরিত্যাগ করিও। আমি অন্য মনুষ্যগণের প্রভু (শাস্তা), কিন্তু বৈষ্ণবগণের নহে। "নৈষাং বয়ং" (৬।৩।২৭), অর্থাৎ যে সকল সমদর্শী সাধুপুরুষ ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন, আমরা, এমন কি স্বয়ং কালও তাঁহাদের দণ্ডবিধানে অসমর্থ, ইত্যাদি যমরাজের বাক্য। "প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা", অর্থাৎ যমুনাভ্রাতা যমরাজ আমাদিগকে (তদীয় দূতগণকে) পুনঃ পুনঃ সাদরে বলিয়াছেন—তোমরা বৈষ্ণবগণকে গ্রহণ করিবে না, যদি কোন ব্যক্তি বিষ্ণুকে ভজন করে—ইত্যাদি পদ্মপুরাণে মাঘমাহাত্ম্যে দেবদূতগণের বাক্যানুসারে বিষ্ণুভক্তের নরক লাভ হয় না, ইহা জানা যায়। আরও, 'ন হ্যঙ্গোপক্রমে' (১১।২৯।২০), অর্থাৎ হে প্রিয় উদ্ধব! আমার নিষ্কাম ভক্তিধর্ম্মের উপক্রম হইলে অণুমাত্রও বৈগুণ্যাদির দ্বারা নাশ কখনই হয় না, যেহেতু আমিই নির্গুণত্বরূপে এই ভগবদ্ধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে নিশ্চিত করিয়াছি—ইত্যাদি শ্রীভগবানের বাক্যানুসারে, কিছুমাত্র ভক্তির অঙ্কুরেরও অনশ্বরত্ব স্বভাবহেতু, পাপাদির দ্বারা দুরতিক্রমণীয় ও অমোঘ বলিয়া, অবশ্যই ভবিষ্যৎ জন্মে পত্র, পুষ্পাদির (আহরণের) নিমিত্তই তাহাদের জন্ম হইয়া থাকে, কিন্তু উহা নশ্বর পাপ-পুণ্যের ফলজনক নহে। যেমন উক্ত হইয়াছে—"ন কর্ম্মবন্ধং" ইত্যাদি, অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত বৈষ্ণবগণের জন্ম হয় না।

অতএব জন্মান্তরে প্রাচীন ভক্তি-সংস্কার-জনিত নাম-কীর্ত্তনাদির দ্বারা পাপ ও অপরাধ ক্ষয় হইলে শ্রীভক্তিদেবীর অনুকম্পায় তাঁহাদের ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—"ন বৈ জনো জাতু" (১।৫।১৯), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন, মুকুন্দসেবী জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কুযোনিগত হইলেও, কর্ম্মীর ন্যায় কদাপি সংসারপ্রাপ্ত হন না। কারণ রসগ্রহ হওয়াতে মুকুন্দচরণারবিন্দের আলিঙ্গন স্মরণ করতঃ, তাহা আর পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এখানে 'অন্যবৎ'—বলিতে কর্ম্মী ও জ্ঞানিজনের ন্যায়, 'সংসৃতি' অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ ফলের ভোগরূপ সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হন না, কিন্তু ভগবদ্দত্ত সুখ-দুঃখময় সংসারই ভোগ করেন—এই অর্থ। যেমন শ্রুতিগণ বলিয়াছেন—"ত্বদবগমী ন বেত্তি" (১০।৮৭।৪০), অর্থাৎ যিনি তোমাকে জানিয়াছেন, তিনি জ্ঞানের প্রভাবে প্রারব্ধ-নিবন্ধন উপনীত সুখ-দুঃখাদি দৈব ফলে কখন অভিভূত হন না, ইত্যাদি। তাঁহাদের যতক্ষণ নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, ততকাল পাপসমূহ নষ্ট না হওয়ায় ফলভোগোপযোগী থাকে, কিন্তু ভক্তিবৃদ্ধিতে তাহার অভ্যাসের ফলে নামাপরাধ ক্ষয় হইলে, সদ্যই সমূলে পাপক্ষয়-হেতু ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন, অতএব ভক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত বৈষ্ণবগণও দুই বা তিন জন্ম লাভ করেন। তাঁহাদের দৃশ্যমান বৈষয়িক সুখসমূহ ভক্তিধর্ম্মোত্থই

বুঝিতে হইবে। যেমন শ্রীভাগবতে উক্ত হইয়াছে—'ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য' (১।২।৯), অর্থাৎ অপবর্গ পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম, তাহার ফল অর্থ হইতে পারে না, এবং ধর্ম্মের অব্যভিচারী যে অর্থ, তাহার ফল কাম নহে। তদ্রূপ, কামেরও ফল ইন্দ্রিয়প্রীতিমাত্র নহে, কিন্তু যে পরিমাণে জীবনধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্রই কামের ফল। এইরূপ জীবেরও ইহলোক-সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম-কর্ম্মদ্বারা যে স্বর্গাদি প্রসিদ্ধি আছে, তাবন্মাত্রই উহার ফল নহে, কিন্তু তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই তাহার ফল, ইত্যাদি। কিন্তু ভক্তের যে কিছু দুঃখাদি দৃষ্ট হয়, উহা নিজ ভক্তের ভক্তি-বিবর্দ্ধক শ্রীভগবানের দ্বারাই প্রদত্ত, যেমন সুচিকিৎসক ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য লঙ্ঘন ও কটু-তিক্ত ঔষধাদি পান করান। শ্রীভগবান্ নিজেই তদ্রূপ বলিয়াছেন—"যস্যাহমনুগৃহ্ণামি" (১০।৮৮।৮), অর্থাৎ আমি যাঁহাকে অনুগ্রহ করি, ধীরে ধীরে তাঁহার ভক্তির বাধক বিষয়-সমূহ অপহরণ করিয়া থাকি, ইত্যাদি।

কোন কোন দুঃখ আবার প্রবল নামাপরাধের ফলস্বরূপ। যেহেতু দশটি নামাপরাধের মধ্যে 'অর্থবাদ', 'অর্থান্তর কল্পনা' এবং 'অন্যান্য শুভকর্ম্মের সহিত শ্রীহরিনামের সাম্যবোধ'—এই তিনটি সাক্ষাদ্রূপে বৈষ্ণবতার ব্যাঘাতক (অর্থাৎ বিষ্ণুভক্তির বিনাশক)। তদ্ব্যতীত অন্যান্য নামাপরাধের মধ্যে দুইটি অত্যন্ত প্রবল—'মহদপরাধ' ও 'নামবলে পাপে প্রবৃত্তি'। যেমন পদ্মপুরাণে বলা হইয়াছে—'যতঃ খ্যাতিং যাতং", অর্থাৎ যে সাধুপরম্পরায় জগতে শ্রীনামের মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সাধুমহাপুরুষদিগের গর্হা (নিন্দা) শ্রীনাম কি প্রকারে সহ্য করিবেন? এবং "নাম্নো বলাদ্" ইত্যাদি, অর্থাৎ শ্রীভগবানের নাম গ্রহণ করিলে সমস্ত পাপ নাশ হয়—এই শাস্ত্রবাক্য শ্রবণে আমি পাপ করিব, তারপর একবার নামোচ্চারণ করিলেই ত পাপ নাশ পাইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি পাপকর্ম্মে অগ্রসর হয়, তাহার অনন্ত যমযাতনা ভোগেও শুদ্ধি হয় না, এইরূপ বিশেষ বিভীষিকাময় কথনের দ্বারা, ঐ দুইটিও সমুচিত দুঃখভোগের সহিত নিরন্তর শ্রীনামকীর্ত্তনের দ্বারাই উপশম প্রাপ্তি হয়, অন্য কোন প্রকারে নহে। অন্যান্য নামাপরাধগুলি কিন্তু নিরবধি নামকীর্ত্তনের দ্বারাই বিনষ্ট হয়।

যে সকল নামাপরাধী কর্ম্ম-জ্ঞানাদিশূন্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানকারী, কিন্তু শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় অদীক্ষিত, তাহারাও 'বৈষ্ণব'—শব্দের দ্বারা কথিত হন। যেমন ব্যাকরণে 'বৈষ্ণব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করা হইয়াছে—'সাঽস্য দেবতা', ইত্যাদি সূত্রে, অর্থাৎ বিষ্ণুই যাঁহার দেবতা, তিনি বৈষ্ণব। অতএব যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে দেবতারূপে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং যাঁহারা ভজনের দ্বারা বিষ্ণুকে ভজনের বিষয়ীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা উভয়েই নামান্তর-রহিত বলিয়া (অর্থাৎ অন্য সংজ্ঞার অভাবহেতু), 'বৈষ্ণব' শব্দেই কথিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদেরও পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের ন্যায় নরকপাতাদি হয় না—ইহা কেহ কেহ বলেন, কিন্তু উহা সুসঙ্গত নহে। যেহেতু "নৃদেহমাদ্যম্" (১১।২০।১৭), অর্থাৎ যাহা সুদুর্ল্লভ, অথচ অনায়াস-লভ্য, সর্ব্বফলের মূল (আদ্য), সর্ব্বসাধনসমর্থ, শ্রীগুরুদেব যাহার কর্ণধার, এবং আমা কর্ত্তৃক অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রেরিত নৌকা-সদৃশ নর-কলেবর প্রাপ্ত হইয়া যে পুরুষ ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে চেষ্টা করে না, সেই আত্মঘাতী—ইত্যাদি শ্রীভগবানের উক্তিবশতঃ, শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতিরেকে শ্রীভগবান্‌কে অনায়াসে লাভ করা যায় না। অতএব ভজনপ্রভাবেই জন্মান্তরে যাঁহারা শ্রীগুরুচরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তাদৃশ সাধুজনের ভক্তিতে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, অন্য উপায়ে নহে—এইরূপ বলিতে হইবে।

দেখুন—এখানে গুরুচরণ আশ্রয় না করিয়াও অজামিলের অনায়াসেই ভগবৎপ্রাপ্তি দেখা যাইতেছে। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—সেই স্থলে এইরূপ ব্যবস্থা, যাহারা গো-গর্দ্দভের ন্যায় ইন্দ্রিয়সকলকে নিরন্তর বিষয়েই বিচরণ করায়, অর্থাৎ কেবল বিষয়ভোগই করে, 'কে ভগবান্, কি ভক্তি, কে গুরু'—ইত্যাদি স্বপ্নেও চিন্তা করে না, তাহাদিগেরই নামাভাস প্রভৃতি রীতি অনুসারে নিরপরাধ (নামাপরাধ-রহিত) অজামিলাদির মত শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে শ্রীগুরুদেব ব্যতীতও উদ্ধার হইবেই। কিন্তু 'শ্রীহরি ভজনীয়ই,

তাঁহার প্রাপক ভক্তি, শ্রীগুরুদেবই উপদেষ্টা এবং শ্রীগুরুর নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ভক্তগণই পূর্ব্বে শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন'—এইরূপ বিবেক-বিশেষ থাকিলেও, 'নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং'—অর্থাৎ কোন দীক্ষা, সদাচার, কিম্বা পুরশ্চর্য্যাদির বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক এই মহামন্ত্র জিহ্বাস্পৃষ্ট হইলেই ফলদান করেন—এইরূপ প্রমাণ-বলে, এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসারে, 'আমার গুরুকরণের প্রয়োজন কি ? নামকীর্ত্তনাদির দ্বারাই আমার ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে'—এইপ্রকার যে ব্যক্তি বিবেচনা করে, তিনি শ্রীগুরুদেবে অবজ্ঞারূপ মহাপরাধেই ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না, কিন্তু সেই জন্মেই হউক, অথবা জন্মান্তরে সেই (গুর্ব্বজ্ঞারূপ) অপরাধ ক্ষয় হইলে, শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াই শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলেন—যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত, পাপ ও অপরাধ-বিষয়ে কর্ম্মিগণের ন্যায় তাহাদের ব্যবস্থা। অপরে বলেন—শ্রীভক্তিদেবীর যৎসামান্য আশ্রয়ের অভাবে পূর্ব্বাপেক্ষাও তাহারা নিম্নভূমিতে নিবিষ্ট রহিয়াছেন। যেরূপ শ্রীগীতায় উক্ত হইয়াছে —"যেহপ্যন্যদেবতা-ভক্তাঃ" (৯।২৩-২৪), অর্থাৎ হে কৌন্তেয় ! অন্য দেবতার যে সকল ভক্তও শ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া পূজা করে, তাহারাও অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার প্রাপকবিধি না জানিয়া আমারই পূজা করিয়া থাকে। যেহেতু আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও ফলপ্রদাতা, কিন্তু তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না, এইজন্য জীবগণ পুনরাবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা কেবল অপরাধীই, তাহাদের উদ্ধার নাই। যেমন শ্রীভগবান্ বলিলেন—"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্" (১৬।১৯-২০), অর্থাৎ সেই সাধু-বিদ্বেষী, ক্রূর, অশুভ কর্ম্মানুষ্ঠানশীল নরাধমদিগকে আমি এই সংসারমধ্যে আসুরী, অর্থাৎ অতিক্রূর ব্যাঘ্র সর্পাদি যোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয় ! অসুরযোনি-প্রাপ্ত সেই মূঢ়গণ জন্মে জন্মে আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া, তাহা হইতে আরও অধোগতি লাভ করিয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের মধ্যেও কংস প্রভৃতির কিরূপ গতি ? তাহাতে বলিতেছেন—"কামাদ্ দ্বেষাদ্ ভয়াৎ" (৭।১।২৯), অর্থাৎ দেবর্ষি নারদ বলিলেন—বহু বহু ব্যক্তি ভক্তি অনুসারে কাম, দ্বেষ, ভয়, অথবা স্নেহ-বশতঃ ভগবান্ পরমেশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি নিমিত্ত তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইত্যাদি বচনানুসারে ভগবদাবেশের দ্বারাই নামাপরাধ ক্ষয়হেতু তাহাদের মুক্তি হইয়াছিল, ইহা কেহ কেহ বলেন। অপরে বলেন—"নামান্যেব হরন্ত্যঘম্", অর্থাৎ শ্রীভগবানের নামসমূহই পাপরাশি বিনাশ করে—ইহা উপলক্ষণ, শ্রীভগবানের ধ্যানাদিরও এইরূপ ফল, অতএব পুনঃ পুনঃ ধ্যানহেতুই আবেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অবতারকালে এইরূপ কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই, যেহেতু আবেশরহিত হইয়াও কেহ কেহ, যেমন নরকাসুর, বাণ প্রভৃতি এবং কৌরবাদি সেনানীগণ তাঁহার শ্রীহস্তে মরণ-প্রভাবেই, আবার কেহ কেহ তাঁহার দর্শনমাত্র-প্রভাবেই তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ॥ ৯-১০ ॥

ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভি-
স্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈ-
স্তদুত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ—যথা উদাহৃতৈঃ (মনোনিবেশ-রাহিত্যেন অপি উচ্চারিতমাত্রৈঃ) হরেঃ নামপদৈঃ (নমামীত্যাদি-ক্রিয়া-নিরপেক্ষৈঃ এব) অঘবান্ (পাপী) বিশুধ্যতি, তথা ব্রহ্মবাদিভিঃ (মন্বাদিভিঃ) উদিতৈঃ (বিহিতৈঃ) ব্রতাদিভিঃ নিষ্কৃতৈঃ (প্রায়শ্চিত্তৈঃ ন বিশুধ্যতি ; যতঃ তন্নামপদোচ্চারণম্) উত্তমঃশ্লোকগুণোপলম্ভকম্ (উত্তমঃশ্লোকস্য মহাযশস্বিনো ভগবতঃ যে গুণাঃ ঐশ্বর্য্যাদয়ঃ তেষাম্ উপলম্ভকং প্রকাশকং ভবতি, ন তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিবৎ পাপনিবৃত্তিমাত্রোপক্ষীণম্ ইত্যর্থঃ) ॥ ১১ ॥

অনুবাদ—পাপিগণ শ্রীহরির নামমাত্র উচ্চারণ করিয়া যেরূপ নির্ম্মল হয়, মন্বাদিবিহিত ব্রতাদি বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেরূপ নির্ম্মলতা লাভ হয় না। উত্তমঃ-শ্লোক শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি-গুণজ্ঞাপক নামোচ্চারণ

কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় কেবল পাপক্ষয় করিয়াই নিবৃত্ত হন না ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ—সর্ব্বমহাপাতকপ্রায়শ্চিত্তত্বেঽপি নাম্নঃ পরম-বৈশিষ্ট্যমাহুঃ - নেতি দ্বাভ্যাম্। ব্রহ্মবাদিভির্ম্ম-ন্বাদিভির্নামপদৈঃ সাঙ্কেত্যাদিনা নাম্নশ্চিহ্নমাত্রৈঃ ; যদ্বা, নারায়ণাদিনাম্নঃ একেনাপি পদেন সুবন্তশব্দ-মাত্রেণাপি, বহুত্বং গৌরবেণ ; অর্থাপেক্ষাপি নাপেক্ষিত-ব্যেতি ভাবঃ। উদাহৃতৈরুচ্চারিতৈরিতি মনোনিবে-শেনাপি নাপেক্ষিতব্য ইতি ভাবঃ। অঘবান্ কর্ম্মি-প্রভৃতি ভিন্ন এব পাপীত্যুক্তযুক্ত্যা ব্যাখ্যেয়ম্ ; ন চ নাম সমূলপাপনিবৃত্তিমাত্র এবোপক্ষীণমিত্যাহুস্তন্নাম উত্তমঃশ্লোকস্য গুণান্ ঐশ্বর্য্যমাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদীনপ্যুপ-লম্ভয়তি প্রেম্না অনুভাবয়তীতি তৎ ; যদ্বা, ননু তপোব্রতাদিমহাকৃচ্ছ্রৈর্যদ্যৎ মহাপাতকং নিবর্ত্ত্যতে তন্নাম্নঃ সুখোচ্চারণমাত্রেণৈব কথং নিবর্ত্ত্যতামিত্যত আহুঃ—তদিতি। উত্তমঃশ্লোকস্য মহাযশস্বিনো হরে-স্তদেব গুণস্য প্রভাবস্য জ্ঞাপকং পরমেশ্বরস্যেয়মপ্যেকা পরমেশ্বরতেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সর্ব্বমহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তত্ব-রূপেও শ্রীনামের পরম বৈশিষ্ট্য বলিতেছেন—'ন নিষ্কৃতৈঃ', ইত্যাদি দুইটি শ্লোকে। 'ব্রহ্মবাদিভিঃ'—মনু প্রভৃতি বেদবাদী ঋষিগণ কর্ত্তৃক (নির্দ্ধারিত চান্দ্রায়ণাদি ব্রতরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপী ব্যক্তি সেরূপ শুদ্ধিলাভ করিতে পারে না)। 'নামপদৈঃ'—সাঙ্কেত্য প্রভৃতি নামের চিহ্নমাত্রের দ্বারাই, অথবা—শ্রীনারায়ণাদি নামের একটি মাত্র পদ বলিতে সুবন্ত শব্দমাত্রেরও দ্বারা। এখানে গৌরবে বহুবচন প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাতে কোন অর্থবোধের অপেক্ষাও করিতে হইবে না—এই ভাব। 'উদাহৃতৈঃ'—উচ্চারণ-মাত্রেই, ইহা বলায়, ইহাতে মনোনিবেশেরও কোন অপেক্ষা নাই—এই ভাবার্থ। 'অঘবান্'—কর্ম্মী প্রভৃতি ভিন্ন পাপী ব্যক্তি, পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। শ্রীভগবানের নাম-সমূহের সম্যক্ভাবে যে কীর্ত্তন, কেবলমাত্র পাপহর-ণেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করা যাইতে পারে না—ইহা বলিতেছেন— 'তদুত্তমঃশ্লোক'— ইত্যাদি, সেই নাম উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের গুণসমূহ বলিতে ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য প্রভৃতিরও প্রকাশ করে, অর্থাৎ শ্রীনাম প্রেমের সহিতই প্রকটিত হইয়া থাকেন। অথবা—যদি বলেন, দেখুন, তপস্যা, ব্রত প্রভৃতি বহু মহাকৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা যে সকল মহাপাতক বিনষ্ট হয়, তাহা নামের সুখে (অনায়াসে) উচ্চারণমাত্রেই কি প্রকারে নিবর্ত্তিত হইতে পারে ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'তৎ', উত্তমঃশ্লোক অর্থাৎ মহাযশস্বী শ্রীহরির তাহাই 'গুণোপলম্ভকম্'—গুণ বলিতে প্রভাব, তাহার জ্ঞাপক, অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইহাও একপ্রকার পরমেশ্বরতা, এই অর্থ ॥ ১১ ॥

—·—

নৈকান্তিকং তদ্ধি কৃতেঽপি নিষ্কৃতে
মনঃ পুনর্ধাবতি চেদসৎপথে।
তৎ কর্ম্মনির্হারমভীপ্সতাং হরে-
র্গুণানুবাদঃ খলু সত্ত্বভাবনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ—তৎ (প্রায়শ্চিত্তানন্তরং মনঃ) নৈকান্তি-কম্ (অত্যন্তশোধকং ন ভবতি); হি যস্মাৎ নিষ্কৃতে (প্রায়শ্চিত্তে) কৃতেঽপি পুনঃ (মনসঃ অত্যন্তশুদ্ধ্য-ভাবাৎ) অসৎপথে (পাপমার্গে) মনঃ ধাবতি চেৎ (যদ্যেবং) তৎ (তদা) কর্ম্মনির্হারং (কর্ম্মণাং পাপানাং নির্হারম্ আত্যন্তিকং নাশম্) অভীপ্সতাম্ (ইচ্ছতাং) হরেঃ গুণানুবাদঃ (এব) খলু (নিশ্চয়েন প্রায়শ্চিত্তং যতঃ অসৌ ভগবদ্-গুণানুবাদ এব) সত্ত্ব-ভাবনঃ (পাপমূলাবিদ্যা-নাশকত্বাদত্যন্তান্তঃকরণ-শোধকঃ ভবতি) ॥ ১২ ॥

অনুবাদ—প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা চিত্ত সম্যক্রূপে নির্ম্মল হয় না ; যেহেতু, প্রায়শ্চিত্ত করিলেও মন পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়। অতএব যাঁহারা পাপকে সমূলে উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে শ্রীহরির গুণ-কীর্ত্তনই শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। উহাই পাপ-মূল-অবিদ্যা বিনাশ করিয়া চিত্ত-সংশোধন করিতে সমর্থ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ—দ্বাদশাব্দাদি-প্রায়শ্চিত্তানাং ততো নি-কৃষ্টত্বমাহুঃ—নৈকান্তিকং নাত্যন্তশোধকং তৎ প্রায়-শ্চিত্তং, যস্মিন্ কৃতেঽপি অসৎপথে পাপমার্গে মনো ধাবতি চেৎ তস্মাৎ কর্ম্মণাং নির্হারমাত্যন্তিকং নাশ-মভীপ্সতাং হরের্গুণানুবাদঃ নাম্নামিব গুণানামপ্যনু-বাদোঽনুকথনং কস্যচিন্মুখাৎ শ্রুতানাং তেষাং পশ্চাৎ-

কথনং "পশ্চাৎসাদৃশ্যয়োরনু" ইত্যমরঃ। সত্ত্বভাবনঃ বাসনায়া অপি নাশকত্বাৎ সত্ত্বশোধকঃ। ননু মনঃ পুনর্ধাবতীতি প্রায়শ্চিত্তানন্তরং পুনঃ পাপকরণং কথং নিন্দ্যতে তস্যাপি সংস্কারাধীনত্বাদুৎখাতদংষ্ট্রোরগদংশসদৃশত্বমস্মাভির্ব্যাখ্যেয়মিতি চেৎ, ভ্রান্তাঃ স্থঃ তথা ব্যাখ্যানমস্মাকং নাম্নঃ সবাসনপাপনাশকত্ব-প্রতিপাদকবচনানুরোধাদেব ন তু স্বকপোলকল্পিতম্। ভবতান্ত প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রে তাদৃশবচনাভাবাৎ কর্ম্মমার্গে হ্যর্থবাদজন্যপ্রত্যবায়স্যাপ্যশ্রবণাৎ কথং তথা ব্যাখ্যাতুং শক্তিরিতি প্রাগেবোক্তম্ ॥ ১২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দ্বাদশাব্দাদি প্রায়শ্চিত্তসমূহের তাহা হইতে নিকৃষ্টত্ব বলিতেছেন—"নৈকান্তিকং' অত্যন্ত শোধক নহে, অর্থাৎ ঐ প্রায়শ্চিত্ত একেবারে পাপের বিনাশক হইতে পারে না। প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানের পরও যদি 'অসৎপথে'—পাপপথে মন ধাবিত হয় (তবে উহা ঐকান্তিক পাপশোধক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না)। 'তৎ কর্ম্ম-নির্হারম্'—সুতরাং কর্ম্মের আত্যন্তিক নাশ যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে 'হরেগুর্ণানুবাদঃ'—শ্রীহরির গুণানুকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত। 'গুণানুবাদ'—বলিতে শ্রীনামের ন্যায় শ্রীহরির গুণসকলেরও অনুবাদ, অর্থাৎ কোন সাধু ব্যক্তির শ্রীমুখ হইতে শ্রবণপূর্ব্বক পশ্চাৎ কথন। অমরকোষে 'পশ্চাৎ ও সাদৃশ্য' অর্থে 'অনু'-শব্দের নিরুক্তি দৃষ্ট হয়। 'সত্ত্বভাবনঃ'—বাসনারও নাশকত্বহেতু সত্ত্ব-শোধক (অর্থাৎ শ্রীহরির গুণানুবাদ চিরকালের জন্য চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া থাকে)। যদি বলেন—দেখুন, 'মনঃ পুনরায় অসৎপথে ধাবিত হয়'—এইরূপ বলিয়া প্রায়শ্চিত্তের অনন্তর পাপানুষ্ঠানের কিজন্য নিন্দা করিতেছেন? তাহারও সংস্কারের অধীনত্বহেতু উৎখাত-দন্ত সর্পের দংশনের তুল্যত্বই আমরা ব্যাখ্যা করিব। তাহার উত্তরে বলিতেছেন—আপনারা ভ্রান্ত হইয়াছেন, আমাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা শ্রীনামের বাসনার সহিত পাপ-নাশকত্ব প্রতিপাদক প্রমাণ অনুসারেই করা হইয়াছে, কিন্তু উহা স্বকপোল-কল্পিত নহে। আর আপনাদের প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে তাদৃশ একটি বচনেরও উল্লেখ নাই, অধিকন্তু কর্ম্মমার্গে (শ্রীনামে) অর্থবাদ-জনিত কোন প্রত্যবায়ও শ্রবণ করা যায় না, অতএব আপনাদের ঐরূপ ব্যাখ্যা করিবার শক্তি কোথায়?—ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

অথৈনং মাপনয়ত কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্।
যদসৌ ভগবন্নাম ম্রিয়মাণঃ সমগ্রহীৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়ঃ—যৎ (যস্মাৎ) অসৌ (অজামিলঃ) ম্রিয়মাণঃ (সন্) ভগবন্নাম সমগ্রহীৎ (সম্পূর্ণমুচ্চারিতবান্ নামৈকদেশেনাপ্যলমিতি ভাবঃ); অথ (তস্মাৎ) কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতং (কৃতম্ অশেষাণাম্ অঘানাং নিষ্কৃতং প্রায়শ্চিত্তং যেন তম্) এনং মা অপনয়ত (অপমার্গেণ নরকাদৌ মা নয়ত) ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ—এই ব্যক্তি মৃত্যু-পাশে ম্রিয়মাণ হইয়া শ্রীভগবানের নাম সম্পূর্ণরূপে উচ্চারণ করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই ইহার অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। সুতরাং তোমরা ইহাকে নরকাদি পাপমার্গে লইয়া যাইও না ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ—অথ যস্মাদেবং তস্মাদেনং মা অপনয়ত। কৃতাশেষেতি পুত্রনামকরণসময়ে প্রথমমেনৈব নাম্নেত্যর্থঃ। এতেনাজামিলস্য প্রাচীনার্ব্বাচীন-নামাপরাধরাহিত্যমবগম্যতে। যদ্যতো নিষ্পাপত্বাদেব ম্রিয়মাণঃ সন্ নাম সম্যগগ্রহীৎ। পাপসত্ত্বে ম্রিয়মাণস্য জিহ্বায়াং কথং নাম প্রাদুর্ভবেদিতি ভাবঃ; যদুক্তং গীতাসু—"যেষাং ত্বন্তগতং পাপম্" ইত্যুপক্রম্য "অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্। যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥" ইতি। তেন মৃত্যু-কাল এব নামাভাবপ্রাদুর্ভাবাভ্যাং নামাপরাধ-সত্ত্বাসত্ত্বে অনুমেয়ে ইতি ব্যাচক্ষতে ॥ ১৩॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অথ'—যেহেতু এই প্রকার, অতএব ইহাকে নরকের পথে লইয়া যাইও না। 'কৃতাশেষাঘনিষ্কৃতম্'—পুত্রের নামকরণ সময়ে প্রথম (নারায়ণ) নাম উচ্চারণের দ্বারাই এই ব্যক্তির সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইয়াছে—এই অর্থ। ইহার দ্বারা অজামিলের প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন সমস্ত নামাপরাধের রাহিত্যই অবগত হওয়া যায়। 'যদ্'—যেহেতু এই ব্যক্তি নিষ্পাপ বলিয়াই, ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও ভগবানের নাম সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। পাপ থাকিলে ম্রিয়মাণ জীবের জিহ্বায় কি প্রকারে

ভগবন্নামের প্রাদুর্ভাব হইতে পারে?—এই ভাব। যেমন শ্রীগীতাতে উক্ত হইয়াছে—'যেষাম্ ত্বন্তগতং পাপং' (৭।২৮), অর্থাৎ যে সকল পুণ্যশীল ব্যক্তিগণের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, দ্বন্দ্বমোহশূন্য সেই দৃঢ়ব্রত ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে—এইরূপ উপক্রম করিয়া, 'অন্তকালে চ' (৮।৫), অর্থাৎ মৃত্যুকালেও আমাকেই চিন্তা করিয়া, দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি প্রয়াণ করেন, তিনি আমারই স্বরূপ লাভ করিয়া থাকেন, ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইহার দ্বারা মৃত্যুকালেই শ্রীভগবন্নামের অভাব (অপ্রকাশ, অনুচ্চারণ) এবং প্রাদুর্ভাবের দ্বারা নামাপরাধের সত্ত্বা ও অসত্ত্বার অনুমান করা যায় (অর্থাৎ নামাপরাধ থাকিলে মৃত্যুকালে, শ্রীনাম জীবের মুখে উচ্চারিত হন না, আর নামাপরাধী না হইলে শ্রীনাম উচ্চারিত হন)—এইরূপ বলা হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

— —

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ—সাঙ্কেত্যং (পুত্রাদৌ সঙ্কেতিতং) পারিহাস্যং (পরিহাসেন কৃতং) স্তোভং (গীতালাপ-পূরাণার্থং কৃতং) বা (অথবা) হেলনমেব (কিং বিষ্ণুনা ইত্যনেন অপি) বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ নাম্নাং গ্রহণম্ উচ্চারণম্) অশেষাঘহরম্ (অশেষাণি বাসনা-পর্য্যন্তানি সমূলানি অঘানি পাপানি হরতীতি তথা) বিদুঃ (শাস্ত্ররহস্যজ্ঞাঃ জানন্তি ॥ ১৪ ॥

অনুবাদ—অন্য বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াই হউক, কাহাকেও উপহাস করিবার ছলেই হউক্, গীতালাপপূরণের জন্যই হউক্, অথবা অশ্রদ্ধার সহিতই হউক্, বৈকুণ্ঠবস্তু ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই, অশেষ পাপ বিনষ্ট হয়,—ইহা শাস্ত্রতত্ত্ববিৎ মহাজনগণ জ্ঞাত আছেন ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ—কীদৃশং নাম সর্ব্বপাপহরং স্যাদিত্যপেক্ষায়াং কৈমুত্যেনাহুঃ—সাঙ্কেত্যং পুত্রাদৌ সঙ্কেতং—স্বার্থে য্যঞ্, সর্ব্বত্র তৃতীয়ার্থে প্রথমা—সঙ্কেতাদিভিরপীত্যর্থঃ। পারিহাস্যমিতি প্রীতিগর্ব্ভমেব, ন তু নিন্দাগর্ব্ভম্; যথা ভো বিখ্যাতকীর্ত্তে কৃষ্ণনাম দৃষ্টা তব কীর্ত্তির্যতো মাং নোদ্ধর্ত্তুমশক্যস্তুমিতি। স্তোভং কথা-গীতালাপাদি-পূরণার্থং কৃতম্; হেলনমত্র হেলয়া গিরিরুদ্ধৃত ইতিবদ্‌যত্নরাহিত্যমেবোচ্যতে যথা আহার-বিহার-নিদ্রাদাবপ্যবহেলয়া এব যাবন্তি কৃষ্ণনামান্যয়ং গৃহ্ণাতি ন তাবন্ত্যন্যঃ প্রযত্নেনাপি গ্রহীতং শক্নুবন্তীতি; ন তু নিন্দাবজ্ঞাদিকম্; তথা সতি "নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্" ইত্যাদের্ভগবতো নিন্দকে কিংবা বিষ্ণুনেতি তদবমন্তরি বেণাদাবপি দোষাবহত্বং তস্মাদশেষাঘহরং বাসনাপর্য্যন্ত-সর্ব্বপাপনাশকম্ ॥ ১৪ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—কি প্রকার নাম সর্ব্বপাপের নাশক হয়? ইহার অপেক্ষায় কৈমুত্যিকভাবে বলিতেছেন—'সাঙ্কেত্যং' ইত্যাদি, পুত্রাদির উদ্দেশ্যে সাঙ্কেতের দ্বারা যাহা করা হয়, এখানে 'স্বার্থে য্যঞ্' প্রত্যয় হইয়াছে, সঙ্কেত, পরিহাস প্রভৃতি সর্ব্বত্র তৃতীয়ার অর্থে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে, অর্থাৎ সঙ্কেত প্রভৃতির দ্বারাও—এইরূপ অর্থ। 'পারিহাস্যং'—পরিহাস বলিতে প্রীতিগর্ভই বুঝিতে হইবে, কিন্তু নিন্দাজনক নহে। যেমন—হে বিখ্যাতকীর্ত্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণনাম! তোমার কত বড় কীর্ত্তি তাহা দেখিলাম, যেহেতু আমাকে উদ্ধার করিতে তুমি অসমর্থ। 'স্তোভং'—স্তোভ বলিতে কথা, গীতালাপাদির পাদপূরণের জন্য যাহা ব্যবহার করা হয় (যেমন—'হরি হরি কি মোর করমগতি মন্দ' ইত্যাদি)। 'হেলনং'—হেলায় (অনায়াসে) গিরিরাজ ধারণ করিলেন, ইত্যাদি প্রয়োগের ন্যায় যত্নরাহিত্যই বুঝিতে হইবে। যথা—আহার, বিহার, নিদ্রাদিতেও 'অবহেলায়' (অর্থাৎ বিনা প্রযত্নে, অনায়াসে) যত কৃষ্ণনাম এই ব্যক্তি গ্রহণ করিতেছেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তি প্রযত্নেও গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না। এখানে হেলা বলিতে নিন্দা বা অবজ্ঞা করা নহে। 'তথা সতি'—সেইরূপ নিন্দা বা অবজ্ঞা বুঝাইলে, 'নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্' (১০।৭৪।৪০) অর্থাৎ ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিলে, সেই স্থান হইতে যে ব্যক্তি চলিয়া না যায়, তিনি নিজ সুকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হন, ইত্যাদি প্রমাণানুসারে, ভগবানের নিন্দাকারীতে, অথবা 'বিষ্ণুর কি প্রয়োজন?'—এইরূপ অবজ্ঞাকারী বেণ প্রভৃতিতেও দোষাবহ উহা। অতএব যে কোনরূপেই শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিলে

উহা অশেষ পাপ বিনষ্ট করে। এখানে 'অশেষ' বলিতে বাসনা পর্য্যন্ত সর্ব্বপাপের নাশক শ্রীনাম—ইহা বুঝিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

মধ্ব—

নারায়ণোঽয়মিত্যন্যহেলনবিষয়ত্বেনোক্তমঘহরম্।
সর্ব্বথাঘহরং বিষ্ণোর্নাম তদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
অভক্ত্যোদাহৃতং নৈব ফলদাতৃ ভবিষ্যতি ॥
নাম স্বামিতয়া তস্য স্মরণং জায়তে যতঃ।
ভক্তস্যাতো নামকীর্ত্তিঃ সঙ্কেতাদাবপীরিতা।
অজামিলোঽপি স্মরণাদ্ভক্ত্যা মৃত্যোরমুচ্যতে ॥

ইতি নারদীয়ে ॥ ১৪ ॥

পতিতং স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্ নার্হতি যাতনাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়—পতিতঃ (প্রাসাদাদিভ্যঃ নিপতিতঃ) স্খলিতঃ (মার্গে স্খলিতঃ) ভগ্নঃ (ভগ্নগাত্রঃ) সন্দষ্টঃ (সর্পাদিভিঃ আক্রান্তঃ) তপ্তঃ (জ্বরাদিনা আক্রান্তঃ) আহতঃ (দণ্ডাদিনা আহতঃ সন্) অবশেন (অপি যঃ) পুমান্ হরিঃ ইতি আহ, (সঃ) যাতনাঃ ন অর্হতি (বিঘ্নসমূহান্ ন প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

অনুবাদ—উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে স্খলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদি দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি রোগে পীড়িত, অথবা দণ্ডাদি দ্বারা আহত হইয়া অবশেও যে ব্যক্তি "হরি"—এই শব্দটী উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরকযাতনা ভোগ করিতে হয় না ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ—সাঙ্কেত্যাদিভ্যোঽন্যস্য পঞ্চমস্য বৈবশ্য-প্রভেদানাহ—পতিতঃ প্রাসাদাদিভ্যঃ, স্খলিতো মার্গেণ। ভগ্নো ভগ্নগাত্রঃ, সন্দষ্টঃ সর্পাদিভিঃ। তপ্তো জ্বরাদিনা। আহতো দণ্ডাদিনা। পুমান্ কর্ম্মিপ্রভৃতি-ভ্যোঽন্য ইতি ব্যাখ্যাতযুক্ত্যা জ্ঞেয়ম্ ॥ ১৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—সাঙ্কেত্য প্রভৃতি হইতে পৃথক্ পাঁচটি বৈবশ্যের প্রভেদ বলিতেছেন—'পতিতঃ' ইত্যাদি, অট্টালিকা প্রভৃতি উচ্চ স্থান হইতে পতিত, পথগমনকালে স্খলিত, যে কোনরূপে ভগ্নগাত্র, সর্পাদির দ্বারা দষ্ট, জ্বরাদি পীড়ায় সন্তপ্ত এবং আহত বলিতে দণ্ডাদির দ্বারা আহত হইয়া, 'পুমান্'—যে পুরুষ, (অবশেও 'হরি'—এই শব্দটি উচ্চারণ করে, সে ব্যক্তি নরকাদি যাতনা প্রাপ্ত হয় না)। এখানে পুরুষ বলিতে কর্ম্মী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, এই-রূপ অর্থ পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানের যুক্তি অনুসারে বুঝিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

গুরূণাঞ্চ লঘূণাঞ্চ গুরূণি চ লঘূনি চ।
প্রায়শ্চিত্তানি পাপানাং জ্ঞাত্বোক্তানি মহর্ষিভিঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ—গুরূণাং পাপানাং গুরূণি প্রায়শ্চিত্তানি লঘূনাঞ্চ পাপানাং লঘূনি প্রায়শ্চিত্তানি মহর্ষিভিঃ জ্ঞাত্বা (বিচার্য্য) উক্তানি; (অতস্তত্র তথৈব ব্যবস্থা কর্ত্তব্যা,—হরিনাম্নস্তু নেয়ং ব্যবস্থা ভবিতুম্ অর্হতি) ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ—মহর্ষিগণ বিশেষ বিচার করিয়া গুরু পাপের গুরু এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে ঐরূপ ব্যবস্থাই বটে। কিন্তু, হরিনামে ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না; যেহেতু, ঐ নাম স্মরণমাত্রেই পাপিগণ সর্ব্ব-পাপ মুক্ত হয় ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ—ননু পাপতারতম্যেন কৃচ্ছ্রাদি-তারতম্যং শাস্ত্রে দৃশ্যতে কথমেক এব নামাভাসঃ সর্ব্ব-মহাপাতকানি বিনাশয়েদিত্যত আহুঃ—গুরূণামিতি। তেষাং পরিমিত-শক্তিত্বাত্তথা তথৈব ব্যবস্থা নাম্নস্তু-বিচিন্ত্য-মহাশক্তেরেকস্যৈব মহাপাতকপুঞ্জসংহর্ত্তৃত্বমে-কাংশেনৈব। যথা সাম্বমোচনে প্রবৃত্তস্য বলভদ্রস্যৈ-কস্যৈব দুর্য্যোধনাদিসর্ব্বকৌরব-সংহারক্ষমত্বমনায়া-সেনৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—পাপের তারতম্য অনুসারে কৃচ্ছ্রাদি সাধনের তারতম্য শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, কিন্তু একমাত্র নামাভাসই কি প্রকারে সর্ব্ব মহা-পাতকের বিনাশ করিবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—'গুরূণাম্' ইত্যাদি (মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বিচার-পূর্ব্বক গুরু পাপের গুরু প্রায়শ্চিত্ত এবং লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্ত বর্ণনা করিয়াছেন)। সেই প্রায়শ্চিত্ত-সমূহের পরিমিত শক্তি বলিয়া ঐরূপ ব্যবস্থাই করা হইয়াছে, কিন্তু অবিচিন্ত্য মহাশক্তিবিশিষ্ট শ্রীনামের একটি মাত্রের এক অংশের দ্বারাই রাশি রাশি মহা-পাতক বিনাশ করিবার সামর্থ্য রহিয়াছে। যেরূপ

সাম্বের অবরোধ মোচনে (শ্রীদশমের ৬৮ অধ্যায়ে বর্ণিত), প্রবৃত্ত শ্রীবলদেবেরই একাকী সমস্ত কৌরবগণের সংহারের ক্ষমতা অনায়াসেই প্রকটিত হইয়াছিল—এই ভাব। [এখানে নাম ও নামী অভিন্ন তত্ত্ব, ইহা বুঝাইবার জন্য শ্রীবলরামের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে।]॥ ১৬ ॥

—————

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপোদানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ—(অতঃ) তৈঃ তপোদানব্রতাদিভিঃ প্রায়শ্চিত্তৈঃ) তানি (এব) অঘানি (পাপানি) পূয়ন্তে (নশ্যন্তি)। অধর্ম্মজম্ (অধর্ম্মানুষ্ঠানাজ্জাতং) তদ্ধৃদয়ং (তেষাম্ অঘানাং হৃদয়ং সূক্ষ্মরূপং সংস্কারাখ্যং, যদ্বা, তস্য পাপকর্ত্তুর্হৃদয়ং) ন (নশ্যতি) ঈশাঙ্ঘ্রিসেবয়া (শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপ-ভগবদ্‌ভক্ত্যা তু) তদপি (নশ্যতি) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ—তপঃ, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপীর পাপসমূহ বিনষ্ট হয়। কিন্তু, তাহাতে অধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত হৃদয়-মালিন্য, অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তবৃত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের পাদপদ্মসেবা দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে ॥১৭॥

বিশ্বনাথ—কিঞ্চ তৈস্তথাবিধৈরপি পূয়ন্তে নশ্যন্তি পুংবিনাশে, অধর্ম্মাজ্জাতম্ অঘানাং হৃদয়ং মূলং সূক্ষ্মং রূপন্তু ন পূয়ন্তে ন নশ্যতি, তদপি ঈশাঙ্ঘ্রিসেবয়া হরিচরণয়োর্ভক্ত্যা নবানাং ভক্তীনাং মধ্যে একয়া প্রাকরণিক্যা কীর্ত্তনরূপয়াপি বাসনা-পর্য্যন্তপাপক্ষয়াত্তদপি শুদ্ধ্যতি ॥ ১৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে'—ঐ সকল বিভিন্ন তপস্যাদির দ্বারা কেবলমাত্র পৃথক্ পৃথক্ পাপেরই বিনাশ হয়। 'পূয়ন্তে'—ইহা বিনাশ অর্থে 'পুঙ্'-ধাতুর রূপ। 'নাধর্ম্মজং'—কিন্তু অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন 'হৃদয়' বলিতে মূল যে সূক্ষ্মরূপ (অর্থাৎ কৃতপাপের সূক্ষ্মরূপ সংস্কার), উহা বিনাশ করিতে পারে না। তাহাও 'ঈশাঙ্ঘ্রি-সেবয়া'—শ্রীহরির পাদপদ্মযুগলের ভক্তির দ্বারাই, তাহাতে আবার নববিধা ভক্তির মধ্যে একটিমাত্রের প্রকরণগত কেবলমাত্র কীর্ত্তনরূপ ভক্তির দ্বারাই, বাসনা পর্য্যন্ত পাপক্ষয় হয় বলিয়া সেই চিত্তও (সূক্ষ্মরূপ সংস্কারও) বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৭ ॥

—————

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ—(সর্ব্বপাপানর্থনাশকমিদমিতি) অজ্ঞানাৎ অথবা জ্ঞানাৎ (অপি) যৎ উত্তমঃ শ্লোক-নাম (উত্তমঃশ্লোকস্য ভগবতঃ বিষ্ণোর্নাম) সঙ্কীর্ত্তিতং পুংসঃ (তন্নাম-কীর্ত্তয়তঃ প্রাণিনঃ) অঘং (পাপং) যথা (বালেন অজ্ঞানাৎ অপি প্রক্ষিপ্তঃ) অনলঃ (অগ্নিঃ) এধঃ (তৃণরাশিং) দহেৎ (তদ্বৎ দহেদেব ইত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিলে তাহা ঐ নামোচ্চারণকারীর পাপসমূহ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ—তথাপি প্রায়শ্চিত্তমিদমিতি জ্ঞাত্বা নোচ্চারিতমিতি চেত্তত্রাহঃ—অজ্ঞানাদিতি। বালকেনাজ্ঞানাদপি প্রক্ষিপ্তোঽগ্নির্যথা কাষ্ঠরাশিং দহতি তদ্বৎ ॥ ১৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—দেখুন—তাহা হইলেও, অর্থাৎ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনই প্রধান প্রায়শ্চিত্ত ইহা জানিয়া, ভগবানের নাম উচ্চারিত হয় নাই ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—'অজ্ঞানাৎ' ইত্যাদি। যেমন বালকের দ্বারা অজ্ঞানবশতঃই প্রক্ষিপ্ত অগ্নি কাষ্ঠরাশিকে দগ্ধীভূত করে, তদ্রূপ (জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কোনরূপেই হউক, শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তন করিলে, উহা মানবমাত্রেরই পাপরাশি নিঃশেষভাবে দগ্ধ করিয়া থাকে।) ॥ ১৮ ॥

—————

যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যথা বীর্য্যতমং (বীর্য্যবত্তমম্) অগদম্ (ঔষধং) যদৃচ্ছয়া (অকস্মাদেব তৎপ্রভাবজ্ঞানাভাবাৎ শ্রদ্ধাহীনেন অপি) উপযুক্তং (ভক্ষিতং সৎ তস্য প্রাণিনঃ) অজানতঃ অপি আত্মগুণম্ (আরোগ্যং

বলপুষ্ট্যাদিকং চ) কুর্য্যাৎ (এব, তথা) মন্ত্রঃ (নামাত্মকঃ মন্ত্রঃ) অপি উদাহৃতঃ (উচ্চারিতঃ এব আত্মগুণং পাপনিবৃত্তিং কুর্য্যাদেব ; ন হি বস্তুশক্তিঃ শ্রদ্ধাদিকম্ অপেক্ষতে, ন চ নামমাহাত্ম্যবাদাঃ অর্থবাদত্বান্ন স্বার্থে প্রমাণানি ইতি বাচ্যম্) ॥ ১৯ ॥

অনুবাদ—যেমন ঔষধের প্রভাব না জানিয়াও অতিশয় বীর্য্যবান্ ঔষধ সেবন করিলে ঐ ঔষধ সেবনকারীকে আপনার গুণ প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও হরিনাম উচ্চারণকারীকে নিজগুণ দেখাইয়া থাকেন। কারণ বস্তুশক্তি কখনও শ্রদ্ধাদির অপেক্ষা করে না ; তাহা স্বতঃই স্বপ্রভাব প্রকাশ করে ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ—ন কেবলমঘদহনমেব করোতি নাম কিন্তু ভগবৎপ্রেমসান্নিধ্যাদিকঞ্চেত্যতো দৃষ্টান্তান্তরমাহঃ—যথা অগদমৌষধং বীর্য্যবত্তমমিতি বক্তব্যে বীর্য্যতমমিত্যুক্তম্ — মতুপ্‌লোপাৎ বীর্য্যশব্দোঽর্শ আদ্যজন্তো বা। যদৃচ্ছয়া অকস্মাদজ্ঞানেনাপি ইত্যর্থঃ। উপযুক্তং ভক্ষিতং সৎ আত্মগুণং নৈরুজ্যং বলপুষ্ট্যাদিকঞ্চ করোতি মন্ত্রোঽপি জাগদ্রূপস্তথৈব নামেত্যর্থঃ ; যদ্বা, নামাত্মকোঽয়ং মন্ত্রস্তথা স্বকার্য্যং কুর্য্যাদেব, ন হি বস্তুশক্তির্জ্ঞানাদিকমপেক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—শ্রীহরিনাম কেবল যে পাপরাশিকেই দগ্ধ করেন, তাহা নহে, কিন্তু ভগবৎপ্রেম ও তাঁহার সান্নিধ্য প্রভৃতিও লাভ করাইয়া থাকেন, ইহাতে অপর দৃষ্টান্ত দিতেছেন—'যথা অগদম্', ইত্যাদি (অর্থাৎ যেমন কোন অতিশক্তিশালী ঔষধ সেবন করিলে, উহা নিজগুণ অবশ্যই প্রকাশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানের নামরূপ মন্ত্র যেভাবেই গ্রহণ করা হউক না কেন, উহা নিজ কার্য্য অবশ্যই করিবে)। এখানে 'বীর্য্যবত্তমং'—এইরূপ বলিতে 'বীর্য্যতমং'—ইহা উক্ত হইয়াছে, অথবা—মতুপ্ প্রত্যয়ের লোপ হওয়ায় 'বীর্য্য'—শব্দ অর্শাদি অকারান্ত হইয়াছে। 'যদৃচ্ছয়া'—যদৃচ্ছায় বলিতে অকস্মাৎ অজ্ঞানের দ্বারাও, এইরূপ অর্থ। 'উপযুক্ত' বলিতে ভক্ষিত হইয়া, 'আত্মগুণং'—নিজ গুণ, অর্থাৎ নীরোগ, বল ও পুষ্ট্যাদি বর্দ্ধন করে। 'মন্ত্রোঽপি'—সেইরূপ জাগ্রত মন্ত্র বলিতে শ্রীনাম, অথবা—নামাত্মক এই মন্ত্রও সেইরূপ নিজকার্য্য অবশ্যই করিবে, কারণ বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি কাহারও জ্ঞানাদির অপেক্ষা করে না, এই অর্থ ॥১৯॥

শ্রীশুক উবাচ—

ত এবং সুবিনির্ণীয় ধর্ম্মং ভাগবতং নৃপ।
তং যাম্যপাশান্নির্ম্মুচ্য বিপ্রং মৃত্যোরমূমুচন্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ—শ্রীশুকঃ উবাচ,—(হে) নৃপ, তে (ভগবৎপার্ষদাঃ) ভাগবতং ধর্ম্মম্ (এবম্প্রকারেণ) সুবিনির্ণীয় (সুষ্ঠু যুক্তিপূর্ব্বকং নির্ণীয় বলাৎকারেণ) তম্ (অজামিলং) বিপ্রং যাম্যপাশাৎ নির্ম্মুচ্য মৃত্যোঃ (দেহবিয়োগলক্ষণাৎ অপি) অমূমুচন্ (মোচয়ামাসুঃ) ॥ ২০ ॥

অনুবাদ—শ্রীল শুকদেব কহিলেন,—হে রাজন্ সেই ভগবৎ-পার্ষদগণ এই প্রকারে ভাগবত-ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া ঐ বিপ্রকে যমপাশ হইতে মুক্ত এবং মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ করিলেন ॥ ২০ ॥

ইতি প্রত্যুদিতা যাম্যা দূতা যাত্বা যমান্তিকম্।
যমরাজ্ঞে যথা সর্ব্বমাচচক্ষুররিন্দম ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অরিন্দম, ইতি (ইত্যেবংপ্রকারেণ) প্রত্যুদিতাঃ (নিরাকৃতাঃ সন্তঃ) যাম্যাঃ (যমসম্বন্ধিনঃ) দূতাঃ (অনুচরাঃ) যমান্তিকং (যমস্য সমীপং) যাত্বা (গত্বা) যমরাজ্ঞে (তস্মৈ যমরাজায়) সর্ব্বং (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং বৃত্তান্তং) যথা (যথাবৎ) আচচক্ষুঃ(কথয়ামাসুঃ) ॥ ২১ ॥

অনুবাদ—হে অরি-নিসূদন, যমদূতেরা এই প্রকারে নিরাকৃত হইয়া যমরাজ-সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ—প্রত্যুদিতাঃ প্রত্যাখ্যাতা যমরাজ্ঞে যমরাজায় ॥ ২১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'প্রত্যুদিতাঃ'—এই স্থলে 'প্রমুদিতাঃ'—এইরূপ পাঠান্তর রহিয়াছে, অর্থাৎ যমদূতগণ বিষ্ণুদূতগণের নিকট প্রত্যাখ্যাত (নিরাকৃত) হইয়া, যমরাজের নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। 'যমরাজ্ঞে'—ইহা আর্ষপ্রয়োগ, কারণ

রাজন্ শব্দ 'রাজাহঃসখিভ্যঃ টচ্'—এই সূত্রে সমাসান্ত অকারান্ত হইলে 'যমরাজায়'—এইরূপ হইবে ॥ ২১ ॥

দ্বিজঃ পাশাদ্বিনির্ম্মুক্তো গতভীঃ প্রকৃতিং গতঃ ।
ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ—দ্বিজঃ (অজামিলঃ) পাশাৎ (যমপাশাৎ) বিনির্ম্মুক্তঃ (অতএব) গতভীঃ (নির্ভয়ঃ) প্রকৃতিং গতঃ (স্বস্থচিত্ততাং গতঃ সন্) দর্শনোৎসবঃ (তেষাং বিষ্ণুদূতানাং দর্শনেন উৎসবো যস্য সঃ) বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ (তান্ বিষ্ণুদূতান্) শিরসা ববন্দে ॥ ২২ ॥

অনুবাদ—অজামিল মৃত্যুপাশ হইতে নির্ম্মুক্ত, নির্ভয় ও প্রকৃতিস্থ হইয়া মস্তক দ্বারা বিষ্ণুদূতদিগকে বন্দনা করিল এবং তাঁহাদের দর্শনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ২২

তং বিবক্ষুমভিপ্রেত্য মহাপুরুষকিঙ্করাঃ ।
সহসা পশ্যতস্তস্য তত্রান্তর্দধিরেঽনঘ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ—(হে) অনঘ, নিষ্পাপ,) মহাপুরুষকিঙ্করাঃ (মহাপুরুষস্য ভগবতঃ কিঙ্করাঃ) তম্ (অজামিলং) বিবক্ষুং (কিঞ্চিদ্বক্তুমিচ্ছন্তম্) অভিপ্রেত্য (জ্ঞাত্বা) তস্য (অজামিলস্য) পশ্যতঃ (এব তে) সহসা (অকস্মাৎ) অন্তর্দধিরে (তত্রৈবান্তর্দ্ধানং যযুঃ) ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ—হে অনঘ, মহাপুরুষ শ্রীভগবানের অনুচরবর্গ সেই ব্যক্তিকে কিছু বলিতে ইচ্ছুক বুঝিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষেই অন্তহিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ—অন্তর্দ্ধধিরে ইতি তস্যায়ুঃশেষসত্ত্বেঽপি পাপৈরেব যথাশাস্ত্রমায়ুঃক্ষয়ং জ্ঞাত্বা যমদূতৈরাকর্ষণোপক্রমঃ কৃত ইতি স এব সময়ো মরণকালত্বেনোপচরিতঃ, বস্তুতঃ পাপক্ষয়াদায়ুর্ভঙ্গাভাবাদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অন্তর্দধিরে'—অজামিল কিছু বলিতে ইচ্ছুক—ইহা বুঝিয়া বিষ্ণুদূতগণ সহসা অন্তহিত হইলেন। অজামিলের পরমায়ু অবশিষ্ট থাকিতেই, পাপহেতু যথাশাস্ত্র আয়ুঃ ক্ষয় হইয়াছে, এইরূপ অনুমান করিয়া যমদূতগণ তাহার সূক্ষ্ম শরীরকে আকর্ষণ করিতে উপক্রম করিয়াছিল, সেই সময়কেই মরণকালরূপে বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ কিন্তু পাপক্ষয় হওয়ায় তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয় নাই, (ইহা বুঝিয়া তাহাকে ভজনের সুযোগ দিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণ তখন অন্তর্দ্ধান করিলেন)—এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২৩ ॥

অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ ।
ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ ।
তনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ—অজামিলঃ অপি যমকৃষ্ণয়োঃ দূতানাং ত্রৈবেদ্যং (বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং) গুণাশ্রয়ম্ (অশুদ্ধং) ধর্ম্মং (প্রায়শ্চিত্তাদ্যাত্মকং, কৃষ্ণদূতানাঞ্চ) ভগবতং (ভগবৎ-প্রণীতং) শুদ্ধং (নির্গুণং ধর্ম্মম্) আকর্ণ্য (শ্রুত্বা) অথ হরেঃ মাহাত্ম্যশ্রবণাৎ (হেতোঃ) আশু (শীঘ্রং) ভগবতি (বাসুদেবে) ভক্তিমান্ আসীৎ ; আত্মনঃ অশুভং স্মরতঃ (তস্য) মহান্ অনুতাপঃ (চ) আসীৎ ॥ ২৪-২৫ ॥ ॥

অনুবাদ—অজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথোপকথনে প্রতিপাদ্য সগুণ ধর্ম্ম এবং ভগবৎ প্রণীত গুণাতীত শুদ্ধভাগবত-ধর্ম্ম ও শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিতে আশু ভক্তিমান্ হইল। তখন সে স্বীয় পূর্ব্বকৃত অশুভকর্ম্মসকল স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিল ॥ ২৪-২৫ ॥

বিশ্বনাথ—যমদূতানাং কৃষ্ণদূতানাঞ্চ ধর্ম্মমাকর্ণ্য কৃষ্ণদূতানাং ধর্ম্মং শুদ্ধং গুণাতীতং ভাগবতং ভগবৎপ্রণীতং, যম-দূতানান্তু ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়মশুদ্ধম্ ॥ ২৪-২৫ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দূতানাং যম-কৃষ্ণয়োঃ'—যমদূত ও কৃষ্ণদূতগণের কথিত ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া। কৃষ্ণদূতগণের বর্ণিত ধর্ম্ম শুদ্ধ বলিতে গুণাতীত এবং

ভগবৎ প্রণীত, কিন্তু যমদূতগণের কথিত ধর্ম্ম বেদ-ত্রয়-প্রতিপাদ্য এবং গুণাশ্রয় অর্থাৎ অশুদ্ধ ॥২৪-২৫॥

অহো মে পরমং কষ্টমভূদবিজিতাত্মনঃ।
যেন বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম বৃষল্যাং জায়তাত্মনা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ—অহো! যেন আত্মনা (ময়া) বৃষল্যাং শূদ্রায়াং) জায়তা (জায়মানেন) ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণজাতিঃ) বিপ্লাবিতং (নাশিতং তস্য) অবিজিতাত্মনঃ (অবশী-কৃতচিত্তস্য) মে (মম) পরমং কষ্টম্ অভূৎ (মহতী হানিঃ জাতা) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ—সে বলিল,—অহো! ইন্দ্রিয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আমার কি কষ্ট হইয়াছে! আমি শূদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া ব্রাহ্মণ-জাতি নষ্ট করিয়াছি! ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ—আত্মনা ময়া বৃষল্যাং জায়তা পুত্রতয়া জায়মানেন ব্রহ্ম ব্রাহ্মণত্বং বিপ্লাবিতং নাশিতম্ ॥ ২৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'জায়তাত্মনা'—আমি শূদ্রার গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, 'বিপ্লাবিতং ব্রহ্ম'—আমার ব্রাহ্মণত্ব বিনষ্ট করিয়াছি ॥ ২৬ ॥

ধিঙ্মাং বিগর্হিতং সদ্ভির্দুষ্কৃতং কুলকজ্জলম্।
হিত্বা বালাং সতীং যোঽহং সুরাপীমসতীমগাম্ ॥২৭

অন্বয়ঃ—(অতঃ) সদ্ভিঃ (সাধুভিঃ) বিগর্হিতং (নিন্দিতং) দুষ্কৃতং (পাপকর্ত্তারং) কুলকজ্জলং (কুলস্যকজ্জলং কলঙ্কভূতং) মাং ধিক্, (যতঃ) অহং সতীং বালাং হিত্বা অসতীং সুরাপীম্ অগাম্ (গতবানস্মি) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ—অহো, সজ্জননিন্দিত দুষ্কর্ম্মকারী কুল-কলঙ্কস্বরূপ আমাকে ধিক্! আমি তরুণী সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া সুরাপায়িনী অসতীর সঙ্গে রত হইয়াছি! ২৭ ॥

বিশ্বনাথ—দুষ্কৃতং পাপরূপং দোষকর্ত্তারং বা ॥ ২৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'দুষ্কৃতং'—পাপস্বরূপ, অথবা দোষকর্ত্তা (অর্থাৎ পাপ আচরণকারী সজ্জন-বিগর্হিত পাপী আমাকে ধিক্।) ॥ ২৭ ॥

বৃদ্ধাবনাথৌ পিতরৌ নান্যবন্ধূ তপস্বিনৌ।
অহো ময়াধুনা ত্যক্তাবকৃতজ্ঞেন নীচবৎ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ—অহো অকৃতজ্ঞেন (পালনাদ্যুপকারং বিস্মৃতবতা) ময়া অধুনা (তৎক্ষণমেব দাসীসম্বন্ধ-সময় এব) বৃদ্ধৌ অনাথৌ (রক্ষকহীনৌ) নান্যবন্ধূ (নাস্তি অন্যঃ বন্ধুঃ পুত্রাদিঃ যয়োঃ তৌ) তপস্বিনৌ (সন্তপ্তৌ) পিতরৌ (মাতাপিতরৌ) নীচবৎ (শূদ্রান্ত্য-জাদিবৎ) ত্যক্তৌ (অনাদৃতৌ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ—আমার পিতা ও মাতা-উভয়েই বৃদ্ধ ও অনাথ; আমি ভিন্ন তাঁহাদের অন্য পুত্রাদি বান্ধব কেহ নাই! সুতরাং তাঁহারা অতিশয় কষ্টে অবস্থান করিতেছেন। হায়, আমি নীচ ব্যক্তির ন্যায় অকৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়াছি! ২৮ ॥

বিশ্বনাথ—অধুনা অত্র জন্মনি ॥ ২৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'অধুনা'—এই জন্মে (অর্থাৎ পরলোকগত হইলে তো সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু আমি এই জন্মেই মাতা-পিতা জীবিত থাকিতেই তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছি, অতএব অকৃতজ্ঞ নীচ আমাকে ধিক্।) ॥ ২৮ ॥

সোঽহং ব্যক্তং পতিষ্যামি নরকে ভৃশদারুণে।
ধর্ম্মঘ্নাঃ কামিনো যত্র বিন্দন্তি যমযাতনাঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ (পাপিষ্ঠঃ) অহং ভৃশদারুণে নরকে ব্যক্তং (স্ফুটং) পতিষ্যামি; যত্র (নরকে) ধর্ম্মঘ্নাঃ (ধর্ম্মবিনাশিনঃ) কামিনঃ যমযাতনাঃ বিন্দন্তি ॥ ২৯ ॥

অনুবাদ—ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে,—আমার মত এইরূপ মহাপাপীকে সেই অতিভীষণ নরকে নিপতিত হইতে হইবে,—যে নরকে ধর্ম্মঘাতী কামী ব্যক্তিগণ যম-যন্ত্রণা ভোগ করে ॥ ২৯ ॥

কিমিদং স্বপ্ন আহোস্বিৎ সাক্ষাদ্দৃষ্টমিহাদ্ভুতম্।
ক্ব যাতা অদ্য তে যে মাং ব্যকর্ষন্ পাশপাণয়ঃ ॥৩০

অন্বয়ঃ—ইদম্ অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্যং ময়া) কিং স্বপ্নে দৃষ্টম্। আহোস্বিৎ (অথবা) ইহ (জাগ্রদ-বস্থায়াং) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষমেব দৃষ্টম্)? যে পাশ-

পাণয়ঃ (বিকৃতবেষাঃ) মাং ব্যকর্ষন্ তে অদ্য ক্ব (কুত্র) যাতাঃ ? ৩০ ॥

অন্বয়ঃ—এই অদ্ভুত দৃশ্য আমি কি স্বপ্নে দেখিলাম, না জাগ্রদবস্থায় সাক্ষাৎ দর্শন করিলাম ! সেই পাশহস্ত পুরুষগণ—যাহারা আমাকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহারা এখন কোথায় গেল ! ॥ ৩০ ॥

———

অথ তে ক্ব গতাঃ সিদ্ধাশ্চত্বারশ্চারুদর্শনাঃ ।
ব্যামোচয়ন্নীয়মানং বদ্ধ্বা পাশৈরধো ভুবঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ—(যে চ) পাশৈঃ বদ্ধ্বা ভুবঃ অধঃ (নরকং প্রতি) নীয়মানং (মাং) ব্যামোচয়ন্ চারুদর্শনাঃ (চারুদর্শনং যেষাং) তে চত্বারঃ সিদ্ধাঃ অথ (অপি) ক্ব (কুত্র) গতাঃ ? ॥ ৩১ ॥

অনুবাদ—আর সেই সুদর্শন সিদ্ধপুরুষচতুষ্টয়,—যাঁহারা পৃথিবীর অধোদেশে নীয়মান পাশবদ্ধ আমাকে মুক্ত করিলেন, তাঁহারাই বা এখন কোথায় গেলেন ! ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ—ভুবোঽধঃ নরকং প্রতি নীয়মানম্ ॥ ৩১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ভুবঃ অধঃ'—ভূমির অধোভাগে নরকে, পাশে বদ্ধ হইয়া আমি নীত হইতেছিলাম, (সেই সময়ে আমাকে যাঁহারা মুক্ত করিলেন, সেই সিদ্ধ পুরুষগণই বা এখন কোথায় গেলেন ?) ॥ ৩১ ॥

———

অথাপি মে দুর্ভগস্য বিবুধোত্তমদর্শনে ।
ভবিতব্যং মঙ্গলেন যেনাত্মা মে প্রসীদতি ॥ ৩২ ॥

অন্বয়ঃ—অথাপি (যদ্যপি অহম্ অস্মিন্ জন্মনি পাপীয়ান্ তথাপি) দুর্ভগস্য মে (মম জন্মান্তরীয়েণ মঙ্গলেন কল্যাণকর্ম্মণা) ভবিতব্যম্ ; যেন মঙ্গলেন (হেতুনা) বিবুধোত্তমদর্শনে (বিবুধোত্তমানাং দর্শনে জাতে সতি) মে (মম) আত্মা (মনঃ) প্রসীদতি ; (তথা চ কার্য্যদ্বারা কারণমনুমেয়ং তদ্বিনা ভক্তিজীববপনাসম্ভবাৎ অতএব স্বপুত্রস্য নারায়ণ ইতি নাম চকার) ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ—দুর্ভাগা আমি,—অধুনা অশেষ-পাপে কলুষিত ; তথাপি পূর্ব্বসুকৃতি-ফলে আমার ভাগ্যে ঐ সুরোত্তম পুরুষ-চতুষ্টয়ের দর্শন-লাভ ঘটিল । তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রসন্ন হইল ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ—বিবুধোত্তমানাং দর্শনে বিষয়ে কারণত্বেন কেনাপি মঙ্গলেন তচ্চ কস্যচিদ্ভক্তস্য কারুণ্যমেবানুমেয়ং তেন বিনা তত্র ভক্তিবীজবপনাসম্ভবাৎ । যত এব স্বপুত্রস্য নারায়ণ ইতি নাম চকার ॥ ৩২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বিবুধোত্তম-দর্শনে'—দেবশ্রেষ্ঠগণের দর্শন-বিষয়ে কারণত্বরূপে নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল থাকিবে, এবং সেই মঙ্গল কোন ভক্তজনের করুণাই, ইহা অনুমান করিতে হইবে, তাহা না হইলে সেখানে ভক্তি-বীজের বপন অসম্ভব হইত । যে কারণবশতঃ নিজ পুত্রের 'নারায়ণ'—এই নামকরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

———

অন্যথা ম্রিয়মাণস্য নাশুচের্বৃষলীপতেঃ ।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং জিহ্বা বক্তুমিহার্হতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ—অন্যথা (পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যং বিনা) ম্রিয়মাণস্য ইহ (বিবশাবস্থায়াম্) অশুচেঃ বৃষলীপতেঃ (মম) জিহ্বা বৈকুণ্ঠনামগ্রহণং (বৈকুণ্ঠস্য ভগবতঃ নামগ্রহণং গৃহ্যতে বশীক্রিয়তে চিত্তমনেনেতি গ্রহণং নামোচ্চারণং) বক্তুং (কর্ত্তুং) ন অর্হতি (ন সমর্থা ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ—সেই পূর্ব্বসুকৃতি না থাকিলে, এমন দুঃসময়ে আমার মত শূদ্রাণীপতি অশুচি অবসন্নজনের জিহ্বা কি সেই 'বৈকুণ্ঠ'-নামের উচ্চারণে সমর্থ হইত ? ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ—বক্তুং কর্ত্তুং ; যদ্বা, বৈকুণ্ঠনাম কীদৃশং গৃহ্যতে প্রাপ্যতে অনেনেতি তদ্বৈকুণ্ঠপ্রাপকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'বক্তুং'—বলিতে বা উচ্চারণ করিতে (অর্থাৎ ভক্তজনের যদি আমাতে করুণা না থাকিত, তাহা হইলে আমার জিহ্বা বৈকুণ্ঠের, অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের নাম গ্রহণ করিতে পারিত না) । 'বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণম্'—বৈকুণ্ঠনাম কি প্রকার ? তাহাতে বলিতেছেন—'গ্রহণং', যাহার দ্বারা গ্রহণ

করা যায়, অর্থাৎ পাওয়া যায়, তাহা, বৈকুণ্ঠপ্রাপক--- এই অর্থ ॥ ৩৩ ॥

ক্ব চাহং কিতবঃ পাপো ব্রহ্মঘ্নো নিরপত্রপঃ ।
ক্ব চ নারায়ণেত্যেতদ্ভগবন্নামমঙ্গলম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ—কিতবঃ (বঞ্চকঃ) পাপঃ (পাপীয়ান্) ব্রহ্মঘ্নঃ (বিপ্রত্বনাশকঃ) নিরপত্রপঃ (নির্লজ্জঃ) অহং ক্ব (কুত্র) ? নারায়ণ ইত্যেতৎ মঙ্গলং (মঙ্গলকরং) ভগবন্নাম চ (কুত্র) ? ৩৪ ॥

অনুবাদ—কোথায় আমি—বঞ্চক, পাপী ব্রাহ্মণত্ব-নাশক, নির্লজ্জ, আর কোথায় এই মঙ্গলস্বরূপ শ্রীভগবানের 'নারায়ণ'-নাম ! ৩৪ ॥

সোঽহং তথা যতিষ্যামি যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ ।
যথা ন ভূয় আত্মানমন্ধে তমসি মজ্জয়ে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ—সঃ অহম্ (অজামিলঃ) যতচিত্তেন্দ্রিয়ানিলঃ (যতাঃ বশীকৃতাঃ চিত্তেন্দ্রিয়ানিলাঃ যেন তথাভূতঃ সন্) ভূয়ঃ অন্ধে তমসি (মহামোহব্যাপ্তে সংসারে) আত্মানং যথা ন মজ্জয়ে তথা যতিষ্যামি ॥৩৫॥

অনুবাদ—সেই মহাপাপী আমি, এইবার মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া, যাহাতে আর এই মহামোহান্ধকার-সংসারে মগ্ন হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে যত্ন করিব ॥ ৩৫ ॥

বিমুচ্য তমিমং বন্ধমবিদ্যাকামকর্ম্মজম্ ।
সর্ব্বভূতসুহৃচ্ছান্তো মৈত্রঃ করুণ আত্মবান্ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ে গ্রস্তমাত্মানং যোষিন্ময্যাত্মমায়য়া ।
বিক্রীড়িতো যয়ৈবাহং ক্রীড়ামৃগ ইবাধমঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ—অবিদ্যা-কামকর্ম্মজম্ (অবিদ্যা দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ ততঃ কামঃ বিষয়ভোগাভিলাষঃ ততঃ কর্ম্ম লৌকিকালৌকিকব্যাপারঃ তস্মাৎ জাতং যৎ গৃহপুত্র-কলত্রাদ্যাত্মকং বিবিধং) বন্ধং তম্ ইমম্ বিমুচ্য (ত্যক্ত্বা) শান্তঃ (বিষয়ভোগাভিলাষশূন্যঃ) সর্ব্বভূত-সুহৃৎ (সর্ব্বভূতেষু সুহৃৎ সুখাদিসমদর্শী তেষু) করুণঃ (দয়াবান্) মৈত্রঃ (হিতকারী) আত্মবান্ (সমাহিতচিত্তঃ সন্) যোষিন্ময্যা (স্ত্রীরূপয়া) আত্মমায়য়া (আত্মনঃ হরেঃ মায়য়া মোহিন্যা শক্ত্যা) গ্রস্তম্ আত্মানং মোচয়ে ; ক্রীড়ামৃগঃ (বশীভূতঃ পশুঃ) ইব অধমঃ (অজ্ঞঃ) অহং যয়া এব (স্ত্রিয়ৈব) বিক্রীড়িতঃ (যথেচ্ছয়া পরিচালিতঃ আসম্) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

অনুবাদ—দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়-ভোগ-বাসনা, আর ঐ ভোগবাসনা হইতেই মায়িক শুভাশুভ-কর্ম্মে আসক্তি ;—ইহাই জীবের বন্ধন ; এ বন্ধন আমি মোচন করিব ; শ্রীহরির মায়াই রমণী-রূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছে ; নরাধম আমি তাহারই হাতে যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্যায় নৃত্য করিতেছি ! এই মায়ার কবল হইতেও আমি মুক্ত হইব ; সকল ভোগাভিলাষ ত্যাগ করিব ; সর্ব্বজীবের প্রতি সুহৃৎ, হিতকারী ও করুণ হইব ; আর সতত ভগবচ্চিন্তায় রত থাকিব ॥৩৬-৩৭

বিশ্বনাথ—যথৈব ক্রীড়ামৃগ ইবাধমো লোকো ভবতি তথৈবাহমুত্তমো বিপ্রোঽপ্যনয়া বিক্রীড়িতঃ ॥ ৩৬-৩৭ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'ক্রীড়ামৃগঃ ইবঃ'—ক্রীড়ামৃগ বলিতে বানর, অধম লোক যেমন নারীর বশীভূত হইয়া তাহার ক্রীড়ামৃগের ন্যায় হয়, সেরূপ আমি উত্তম বিপ্র হইয়াও, যোষিন্ময়ী মায়ার দ্বারা বিক্রীড়িত হইয়াছি, (অর্থাৎ এতকাল যে মায়া আমাকে ক্রীড়া-মৃগের ন্যায় যথেচ্ছভাবে খেলা করাইয়াছে, নারীরূপা সেই নিজ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ নিজেকে এখন মুক্ত করিব ।) ॥ ৩৬-৩৭ ॥

মমাহমিতি দেহাদৌ হিত্বাঽমিথ্যার্থধীর্মতিম্ ।
ধাস্যে মনো ভগবতি শুদ্ধং তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ ॥৩৮॥

অন্বয়ঃ—অমিথ্যার্থধীঃ (অমিথ্যাভূতে অর্থে ধীর্যস্য তথাভূত সন্ সঃ অহং) দেহাদৌ মমাহমিতি মতিং হিত্বা (ত্যক্ত্বা) তৎকীর্ত্তনাদিভিঃ (তস্য ভাগবতঃ নামকীর্ত্তনাদিভিঃ) শুদ্ধং মনঃ (তস্মিন্) ভগবতি ধাস্যে (ধারয়িষ্যামি) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ—ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে ও তদীয়-জন সঙ্গে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে ; আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ নহি ; সত্য-বস্তুতে আমার বুদ্ধি স্থির

হইয়াছে। এইবার আমি দেহাদিতে 'আমি'—'আমার' বোধ-ত্যাগ করিয়া তাঁহারই চরণে চিত্ত নিবিষ্ট করিব ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ—দেহাদৌ মিথ্যাভূতা এবামী অর্থা ইতি ধীর্য্যস্য তথাভূতশ্চ সন্ মমাহমিতি মতিং হিত্বা ॥ ৩৮ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মিথ্যার্থ-ধীঃ—দেহাদিতে মিথ্যাভূতা, অর্থাৎ ভ্রান্তিরূপা ঐ সকল অর্থ বলিতে পরমার্থ, এইরূপ বুদ্ধি যাহার, তথাভূত হইয়া, 'মমাহং'—আমি আমার এইরূপ বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া (অর্থাৎ অসত্য পদার্থে আসক্তচিত্ত আমি এখন হইতে দেহে আত্মবুদ্ধি এবং দেহসম্বন্ধী পদার্থে আত্মীয়তা বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি দ্বারা শুদ্ধিপ্রাপ্ত চিত্তকে ভগবানেই ধারণ করিব, অর্থাৎ সর্ব্বদা তাঁহারই ধ্যানে নিযুক্ত থাকিব।) ॥ ৩৮ ॥

ইতি জাতসুনির্ব্বেদঃ ক্ষণসঙ্গেন সাধুষু।
গঙ্গাদ্বারমুপেয়ায় মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ—ইতি (ইত্যেবং) সাধুষু (ভগবৎপার্ষদেষু যঃ অজামিলঃ) ক্ষণসঙ্গেন (ক্ষণমাত্রসঙ্গঃ তেন) জাতসুনির্ব্বেদঃ (উৎপন্নবৈরাগ্যঃ) মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ (মুক্তং সর্ব্বম্ অনুবন্ধনং পুত্রাদিস্নেহঃ যেন সঃ) গঙ্গাদ্বারং (হরিদ্বারম্) উপেয়ায় (জগাম) ॥৩৯॥

অনুবাদ—ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গপ্রভাবে অজামিলের এইরূপ সুদৃঢ় বৈরাগ্য উদয় হইল। তিনি সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত হইয়া হরিদ্বারে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ—মুক্তসর্ব্বানুবন্ধনঃ ত্যক্তস্ত্রীপুত্রাদ্যাসক্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'মুক্ত-সর্ব্বানুবন্ধঃ'—যিনি স্ত্রী, পুত্রাদির আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন (সেই অজামিল) ॥ ৩৯ ॥

স তস্মিন্ দেবসদন আসীনো যোগমাস্থিতঃ।
প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামো যুযোজ মন আত্মনি ॥ ৪০॥

অন্বয়ঃ—তস্মিন্ দেবসদনে আসীনঃ যোগম্ আস্থিতঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়গ্রামঃ (প্রত্যাহৃতঃ বিষয়েভ্য নিবর্ত্তিতঃ ইন্দ্রিয়গ্রামঃ যেন) সঃ (অজামিলঃ) আত্মনি (ভগবতি) মনঃ যুযোজ (যুযুজে) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ—তিনি (অজামিল) তথায় একটি দেবসদনে উপনীত হইয়া ভক্তিযোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইল। তিনি শ্রীভগবানে চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন ॥ ৪০ ॥

বিশ্বনাথ—যোগং ভক্তিযোগমাত্মনি হরৌ ॥ ৪০ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যোগং'—যোগ বলিতে ভক্তিযোগ, অবলম্বনপূর্ব্বক নিজের মনকে, 'আত্মনি'—শ্রীহরিতে (যুক্ত করিলেন।) ॥ ৪০ ॥

ততো গুণেভ্য আত্মানং বিযুজ্যাত্মসমাধিনা।
যুযুজে ভগবদ্ধাম্নি ব্রহ্মণ্যনুভবাত্মনি ॥ ৪১ ॥

অন্বয়ঃ—ততঃ (তদনন্তরং ভগবতঃ করপাদমুখোদরাদিতত্তদয়বান্ ধ্যায়ন্) গুণেভ্যঃ (দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যঃ) আত্মানং (মনঃ) বিযুজ্য (বিশোধ্য) আত্মসমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) ব্রহ্মণি (ব্যাপকে) অনুভবাত্মনি (জ্ঞানস্বরূপে সচ্চিদানন্দাত্মকে) ভগবদ্ধাম্নি (ভগবৎস্বরূপে) যুযুজে ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ—তদনন্তর তিনি আত্মসমাধি দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া, তাহা সর্ব্বব্যাপক সচ্চিদানন্দময় ভগবৎস্বরূপে নিযুক্ত করিলেন ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ—গুণেভ্যো বিষয়েভ্যঃ বিযুজ্য বিযুক্তীকৃত্য আত্মসমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ ভগবদ্ধাম্নি ভগবৎস্বরূপে ॥ ৪১ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'গুণেভ্যঃ'—বিষয় হইতে মনকে বিযুক্ত করিয়া, 'আত্ম-সমাধিনা'—চিত্তের একাগ্রতার দ্বারা, 'ভগবদ্ধাম্নি'—ভগবৎস্বরূপে (সেই মনকে যুক্ত করিলেন।) ॥ ৪১ ॥

যর্হ্যুপারতধীস্তস্মিন্নদ্রাক্ষীৎ পুরুষান্ পুরঃ।
উপলভ্যোপলব্ধান্ প্রাগ্ ববন্দে শিরসা দ্বিজঃ ॥৪২॥

অন্বয়ঃ—যর্হি (যদা তস্মিন্ ভগবদ্ধাম্নি) উপারতধীঃ (উপারতা নিশ্চলা ধীঃ যস্য সঃ তথা

স্থিতঃ) তস্মিন্ (কালে এব) পুরঃ (স্বপুরতঃ) প্রাক্ উপলব্ধান্ (দৃষ্টান্ এব) পুরুষান্ অদ্রাক্ষীৎ ; উপলভ্য চ (অথ সঃ) দ্বিজঃ (উত্থায়) তান্ শিরসা ববন্দে (দণ্ডবৎপ্রণনাম) ॥ ৪২ ।

অনুবাদ—এইরূপে শ্রীভগবানের বুদ্ধি নিশ্চল হইলে, একদা সেই দ্বিজ তাঁহার সম্মুখে কয়টি পুরুষকে দেখিতে পাইলেন ; তাঁহাদিগকে পূর্ব্বদৃষ্ট পুরুষচতুষ্টয় বলিয়া চিনিয়া, তিনি মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ—তস্মিন্ ভগবদ্ধাম্নি উপরতধীর্নিশ্চল-বুদ্ধিঃ, পুরোঽগ্র এব পূর্ব্বপরিচিতান্ ॥ ৪২ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'তস্মিন্'—সেই ভগবৎ-স্বরূপে, যে সময়ে তাঁহার বুদ্ধি নিশ্চল হইল 'পুরঃ'—সম্মুখভাগে তিনি পূর্ব্বপরিচিত সেই চারিজন বিষ্ণু-দূতকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪২ ॥

হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু ।
সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্ ॥৪৩॥

অন্বয়ঃ—(তেষাং) দর্শনাৎ অনু (অনন্তরং) সদ্যঃ (এব) গঙ্গায়াং তীর্থে (হরিদ্বারসংজ্ঞকে তীর্থে) কলেবরং (দেহং) হিত্বা ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাং (পার্ষদানাং) স্বরূপং (শুদ্ধসত্ত্বাত্মকং চতুর্ভুজাদি-বিশিষ্টং ভগবৎসেবোপযোগিরূপং) জগৃহে (সারূপ্য-মুক্তিং প্রাপ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অনুবাদ—অতঃপর তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল অবিলম্বে সেই হরিদ্বার তীর্থে জড়-দেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তী সেবকবৃন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ ।
হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃপতিঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়ঃ—(ততঃ সঃ) বিপ্রঃ (অজামিলঃ) মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ (ভগবৎপার্ষদৈঃ) সাকং (সার্দ্ধং) হৈমং (সৌবর্ণং) বিমানম্ আরুহ্য (অবলম্ব্য) যত্র শ্রিয়ঃপতি (ভগবান্ বিষ্ণুঃ বিরাজতে তত্র) বিহায়সা (আকাশমার্গেন) যযৌ ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদ—তিনি সেই হরিকিঙ্করগণের সহিত হৈম-বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে শ্রীপতি শ্রীহরির সমীপে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এবং স বিপ্লাবিতসর্ব্বধর্ম্মা
দাস্যাঃ পতিঃ পতিতো গর্হ্যকর্ম্মণা ।
নিপাত্যমানো নিরয়ে হতব্রতঃ
সদ্যো বিমুক্তো ভগবন্নাম গৃহ্ নন্ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়—সঃ (অজামিলঃ) এবং (বর্ণিত-প্রকারেণ) বিপ্লাবিত-সর্ব্বধর্ম্মা (বিপ্লাবিতাঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ যেন সঃ) হতব্রতঃ (হতং ব্রতং স্বদারনিয়মাদিকং যস্য সঃ) গর্হ্যকর্ম্মণা (গর্হ্যেণ নিন্দিতকর্ম্মণা চৌর্য্যা-দিনা) পতিতঃ (ব্রাহ্মণ্যাৎ ভ্রষ্টঃ সন্ সর্ব্বত্র) দাস্যাঃ পতিঃ (ইতি খ্যাতঃ অতএব) নিরয়ে (যম-দূতৈঃ নরকে) নিপাত্যমানঃ (অপি) ভগবন্নাম গৃহ্নন্ সদ্য (তৎক্ষণমেব) বিমুক্তঃ (যমপাশাৎ মুক্তঃ বভুব) ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ—এই অজামিল সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; তাঁহার স্বদার-নিয়মাদি যাবতীয় ব্রত নষ্ট হইয়াছিল । তিনি চৌর্য্যাদি নিন্দিত-কর্ম্ম দ্বারা পতিত এবং ব্রাহ্মণ হইয়া শূদ্রার পতি হইয়া-ছিলেন । যমদূতগণ তাঁহাকে নরকে লইয়া যাইতে-ছিল, কিন্তু ভগবন্নামাভাসোচ্চারণপ্রভাবে (নামাভাসে) তিনি তৎক্ষণাৎ যম-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥

নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং
মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনো
রজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়ঃ—অতঃ (কারণাৎ) তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ (তীর্থানি পদে যস্য তস্য হরেঃ অনুকীর্ত্তনাৎ নাম-সঙ্কীর্ত্তনাদেঃ সকাশাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠং) মুমুক্ষতাং মুক্তি কামানাং কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনং (কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকং পাপমূলোচ্ছেদকং ন অস্তি) যৎ (যস্মাৎ ভগবন্নাম-সংকীর্ত্তনাদিতঃ) পুনঃ মনঃ কর্ম্মসু (দুষ্টাচারেষু) ন সজ্জতে । ততঃ (নাম-

সংকীর্ত্তনাদেঃ) অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈঃ তু মনঃ পুনঃ) রজস্তমোভ্যাং কলিলং দুরাচার প্রবৃত্তিদর্শনাৎ মলিনং ভবত্যেব ইতি ভাবঃ) ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ—অতএব, বিমুক্তিপ্রয়াসী ব্যক্তিগণের পক্ষে তীর্থপাদ শ্রীভগবানের নাম-সংকীর্তন অপেক্ষা পাপমূলনাশক শ্রেষ্ঠ বস্তু আর নাই ; কারণ, নাম-সংকীর্ত্তনাদি হইতে চিত্ত আর কর্ম্মে লিপ্ত হয় না ; কিন্তু, তাহা প্রায়শ্চিত্তাদির পরেও পুনরায় রজঃ ও তমোগুণে মলিন হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বনাথ—যদ্‌যতোহনুকীর্ত্তনাৎ কর্ম্মসু মন এব ন সজ্জতে অন্যথা প্রায়শ্চিত্তান্তরৈস্তু কলিলং মলিনমেব ॥ ৪৬ ॥

টীকার বঙ্গানুবাদ—'যৎ'—যেহেতু শ্রীহরিনাম অনুকীর্ত্তনের ফলে, পুরুষের চিত্তই আর কর্ম্মে আসক্ত হয় না। 'অন্যথা'—অন্যথা অপর প্রায়শ্চিত্তসমূহের পরও মন (রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা) মলিনই হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥

য এতৎ পরমং গুহ্যমিতিহাসমঘাপহম্
শৃণুয়াচ্ছ্রদ্ধয়া যুক্তো যশ্চ ভক্ত্যানুকীর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
ন বৈ স নরকং যাতি নেক্ষিতো যমকিঙ্করৈঃ।
যদ্যপ্যমঙ্গলো মর্ত্ত্যো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়ঃ—এতৎ (বর্ণিতপ্রকারম্) অঘাপহং পরমং গুহ্যং (শাস্ত্ররহস্যম্) ইতিহাসং শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসেন) ভক্ত্যা চ যুক্তঃ যঃ (মানবঃ) শৃণুয়াৎ, যশ্চ অনুকীর্ত্তয়েৎ, স যদ্যপি অমঙ্গলঃ (পাপীয়ান্ তথাপি) নরকং ন (নৈব) বৈ (নিশ্চিতং) যাতি ; যমকিঙ্করৈঃ (অপি) চ ঈক্ষিতঃ ন (ভবতি কিন্তু) বিষ্ণুলোকে মহীয়তে (পূজ্যতে) ॥ ৪৭-৪৮ ॥

অনুবাদ—যিনি এই পরম-গুহ্য সর্ব্বপাপ-নাশক ইতিহাস বিশ্বাস করিয়া ভক্তির সহিত শ্রবণ বা কীর্তন করেন, তিনি কৃতপাপ ও কালবশ্য হইলেও তাঁহাকে আর নরকগামী হইতে হয় না ; যমদূতগণ তাঁহার দর্শনই পান না। তিনি বিষ্ণুলোকে পূজিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৭-৪৮ ॥

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোহপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠ-স্কন্ধে অজামিলোপাখ্যানে দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ।

অন্বয়ঃ—(যদি) ম্রিয়মাণঃ (অবশত্বেন শ্রদ্ধা ভক্তিবিহীনঃ অপি) অজামিলঃ (অতিপাতকী অপি) পুত্রোপচারিতং) পুত্রনাম্নাপিসম্বন্ধং) হরের্নাম গৃণন্ (ভগবতঃ) ধাম (বৈকুণ্ঠম্) (অগাৎ প্রাপ্তবান্, তদা সাবধানতায়াং শ্রদ্ধাভক্তিযুক্তঃ নিরপরাধঃ সাক্ষাৎ তন্নাম গৃণন্ তদ্ধাম যাতীতি) কিমুত (কিং পুনঃ বক্তব্যম্) ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্যান্বয়ঃ।

অনুবাদ—অহো, মৃত্যু-যন্ত্রণায় ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রের আহ্বান-উপলক্ষেও যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া অজামিলের মত ব্রহ্মবন্ধুও ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হইলেন, সেই হরিনাম নিরপরাধে শ্রদ্ধার সহিত সতত কীর্ত্তন করিলে যে জীব তদ্ধাম প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিশ্বনাথ—প্রকরণমুপসংহৃত্যাপি পুনঃ সর্ব্বথা প্রতীত্যর্থমেকেনৈব বাক্যেন নামমাহাত্ম্যসিদ্ধান্তমাহ—ম্রিয়মাণ ইতি। ম্রিয়মাণত্বাদেব অশ্রদ্ধয়াপি গৃণন্ কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়েতি। ম্রিয়মাণোহপি কিং পুনর্জ্জীবন্নিতি পুত্রোপচারিতমপি কিং পুনঃ সাক্ষাদেব অজামিলো মহাপাতক্যপি কিং পুনর্নিষ্পাপ ইত্যবধারণচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়োহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

ইতি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠক্কুর কৃতা শ্রীভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সারার্থদর্শিনী-টীকা সমাপ্তা।

টীকার বঙ্গানুবাদ—প্রকরণের উপসংহার করিয়াও পুনরায় সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত একটিমাত্র বাক্যে নাম-মাহাত্ম্যের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—'ম্রিয়মাণঃ' ইত্যাদি। ম্রিয়মাণহেতুই অশ্রদ্ধাতেও

শ্রীহরির নাম গ্রহণ করিয়া অজামিল ভগবদ্ধামে গমন করিয়াছিলেন, আর যদি কেহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম গ্রহণ করেন, তাহার কথা কি বক্তব্য ? ম্রিয়মাণ অবস্থাতেও, আর জীবিত থাকাকালীন নাম গ্রহণকারীর কথা অধিক কি বলিব ? 'পুত্রোপচারিতম্'—নিজ পুত্রেরই নাম গ্রহণের ছলে গৌণভাবে হরিনাম গ্রহণের ফলে যদি বৈকুণ্ঠধামে গমন হয়, তাহাতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে শ্রীহরির নাম গ্রহণের ফল কি বক্তব্য ? 'অজামিলোঽপি'—মহাপাতকী অজামিলও বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন করিলেন, তাহাতে নিষ্পাপ ব্যক্তি যে হরিনাম গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠলাভ করিবেন—এই বিষয়ে কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?—এখানে এই চারিটি অবধারণ (নিশ্চয় সিদ্ধান্তমূলক) বাক্য উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

ইতি ভক্তচিত্তের আনন্দদায়িনী 'সারার্থদর্শিনী' টীকার ষষ্ঠ স্কন্ধের সজ্জন-সম্মত দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সারার্থ-দর্শিনী' টীকার বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৬।২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত-ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের
মধ্ব সমাপ্ত ।

অধ্যায়ের পরিশিষ্ট-তথ্য—

"আচ্ছা, (নামাভাসে) পাতকের নাশ হউক, (আপত্তি নাই অর্থাৎ পাপনাশ না হয় হইল,) কিন্তু ইচ্ছাকৃত যে সকল অসংখ্য মহাপাতক সহস্র-সহস্রবার আচরিত হইয়া আসিতেছে এবং যাহা কোটি কোটি দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদিপ্রায়শ্চিত্তেও বিনষ্ট করিতে পারা যাইতেছে না, একটিমাত্র নামাভাসেই সেই মহা-পাতকের প্রায়শ্চিত্ত কিরূপে হইতে পারে ?"—এই প্রশ্নের উত্তরে এই শ্লোকটীর অবতারণা ।

'স্তেন'-শব্দে স্বর্ণস্তেয়ী অর্থাৎ সুবর্ণচোর । পাপ-রাশি নির্মূল করে বলিয়া ইহাই (অর্থাৎ এই নামোচ্চারণরূপ নামাভাসই) 'সুনিষ্কৃত' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ প্রায়-শ্চিত, দ্বাদশবার্ষিক ব্রতাদি নহে । এইসকল ব্রতাদির পাপ বিনাশ করিবার ক্ষমতা আছে সত্য, কিন্তু পাপ নির্ম্মূল করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং ইহা ততদূর ফলজনক নহে । 'যতঃ' অর্থাৎ যে নামোচ্চারণ-হেতু, 'তদ্বিষয়া' অর্থাৎ নামোচ্চারক পুরুষবিষয়ে "(এই ব্যক্তি—আমারই নিজজন, সর্ব্বপ্রকারেই ইহাকে আমার রক্ষা করাকর্ত্তব্য,)—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর এতাদৃশী মতি হয়",—শ্রীস্বামিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ নিজনাম শুনিয়াই এবং নামোচ্চারক অজামিলকে স্মরণ করিয়াই যখন তাঁহাকে আনিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করিয়াছেন, তখন সেই নামোচ্চারক পুরুষের নিজ সেব্য বলিয়া যে বিষ্ণুবিষয়িণী মতি হইতে পারে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? অতএব যমদূতগণের নিকট অজামিলের তাৎকালিক নামোচ্চারণকে সর্ব্ব-পাপের প্রায়শ্চিত্তরূপে বিষ্ণুদূতগণ কহিলেন ।

কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে, পুত্রের নামকরণ-সময় হইতেই আরম্ভ করিয়া পুত্রের আহ্বানাদি-ব্যাপারে শত-শতবার যে 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সর্ব্ব-প্রথম উচ্চারিত নামেই তাঁহার সর্ব্ব-পাপনাশ হইয়াছিল, আর তৎপর অন্যান্য যে সব 'নারায়ণ'-নামোচ্চারণ হইয়াছিল, উহারা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল,—এইরূপভাবেও ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় । পূর্ব্ব শ্লোকে "যদ্ব্যাজহার" এই অতীত-কালের নির্দ্দেশ থাকায় প্রথমবারে উচ্চারিত নামকে উদ্দেশ করিয়াই তাহা উক্ত হইয়াছে । 'বিবশ'-শব্দে 'পুত্রস্নেহবিবশ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে । যদি বল,—পুনঃ পুনঃ নামোচ্চারণের পরেও পুনঃ পুনঃ বেশ্যাভিগমন ও সুরাপানাদি পাপসমূহের প্রশমনার্থ অন্তিম-সময়েই নামোচ্চারণের অপেক্ষা আছে,—যে নামোচ্চারণের পর আর পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা থাকে না ? তাহাও বলিতে পার না ; কেননা, "সাধুগণ বিষ্ণুর নামাভাসগ্রহণকেই অশেষপাপনাশক বলিয়া জানেন"—এই শ্লোকে 'অশেষ'-পদের উল্লেখ আছে ; আরও, "বর্ত্তমানকালে যে পাপ করা হই-তেছে, অতীতকালে যে পাপ করা হইয়াছে ও ভবিষ্যৎকালে যে পাপ করা হইবে,—সমস্ত পাপই গোবিন্দের নামকীর্ত্তন রূপ অনলপ্রভাবে আশু দগ্ধ হইয়া যায় ।" "যে নাম একবার শ্রবণ করিলে চণ্ডালও সংসার হইতে মুক্ত হয়",—এস্থলে 'সংসার'-শব্দের প্রয়োগ বর্ত্তমান, এবং "হে বিদুর, ইহা অতীব

আশ্চার্য্য যে, যে ব্যক্তি ভগবানের নাম একবার গ্রহণ করিবে, সে এখনই ভব-বন্ধন পরিত্যাগ করিবে (মুক্ত হইবে)" ইত্যাদিস্থলে 'বন্ধ'-শব্দের প্রয়োগ আছে, সুতরাং পুনঃ পাপোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; সেই সেই স্থলে সময়বিশেষের কোন নিয়ম না থাকায় প্রথম নাম-গ্রহণেই সর্ব্বপাপ ও সর্ব্বপাপবাসনা এবং পাপের মূলবীজ অবিদ্যারও নাশ হয়,—বুঝিতে হইবে, সুতরাং আর পাপাঙ্কুরোদগমের পুনঃ সম্ভাবনা নাই। যদি বল, 'তাহা হইলে প্রথম নামগ্রহণের পরেই কেন অজামিল নির্ব্বেদ লাভ করিয়া পাপকার্য্য হইতে অপসৃত হইলেন না, প্রত্যুত, পাপাঙ্কুর না হইলেও কেনই বা সেই দাসীতে আসক্ত হইয়া পুনরায় সেই সকল পাপ তাবৎকাল পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন?' তদুত্তরে বলিতেছেন যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাক্তনসংস্কার-বশতঃ তাঁহারা কর্ম্ম করিলেও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ যেমন ফলজনক হয় না অর্থাৎ তাঁহারা যেমন স্বকর্ম্মফল ভোগ করেন না, তদ্রূপ) অজামিলেরও তাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই সেই পাপ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতে থাকিলেও উৎপাটিত-দন্ত ভুজঙ্গের দংশনের ন্যায় তাঁহার সেই সকল পাপ ফলজনক হয় নাই। অথবা, মতান্তরেরও (বহির্ম্মুখশাস্ত্রের মতও) একেবারে উৎখাত না হয়, তজ্জন্য 'পাপবীজ না থাকিলেও ভগবান্‌ই পাপে পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন'—এইরূপ ব্যাখ্যা করাই কর্ত্তব্য; অন্যথা, নামে স্তুত্যর্থবাদ বা অন্যরূপ কল্পনা করিয়া ব্যাখ্যা করিলে অপরাধ হয়; যথা "হরিনামে সেইরূপ অর্থবাদ ও কল্পনা-মহাপরাধ"—পদ্মপুরাণে উল্লিখিত এই নামাপরাধ প্রসঙ্গে "সর্ব্বসুহৃৎ নামের নিকট অপরাধহেতু জীব অধঃপতিত হয়", এবং "যে ব্যক্তি হরিনামের অর্থবাদ কল্পনা করে, সকলমনুষ্যের মধ্যে সেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হয়।" এবং "যে মানব আমার নামকীর্ত্তনের বিবিধফল শুনিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধান্বিত হয় না, অথচ তাহাকে সামান্য অর্থবাদ বলিয়া মনে করে, সংসারের নানাবিধ ঘোরতর দুঃখে ক্লিষ্ট-দেহ সেই ব্যক্তিকে আমি এই জগতে দুঃখরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করি।" ইত্যাদি নাম-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী শ্রুতি

স্মৃতিপুরাণাদিতেও বহু বচন দৃষ্ট হয়। যাহারা শ্রীনাম-মাহাত্ম্যকে 'অর্থবাদ' বলে, তাহাদের নরক-ভোগের আর ক্ষয় হয় না। পদ্মপুরাণ ও কাত্যায়ন-সংহিতাদিতে এইরূপ সহস্র-সহস্র-বচনে নামাপরাধীর অধঃপাতই ঘটে, জানা যায়। অতএব বিষ্ণুরাত (পরীক্ষিৎ) বলিয়াছেন,—"(প্রায়শ্চিত্ত করিয়া) লোক কদাচিৎ পাপ হইতে নিবৃত্ত হয়, আবার কদাচিৎ পাপ আচরণও করে, অতএব হস্তিস্নানসদৃশ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানকে 'ব্যর্থ' বলিয়াই মনে করি।" এস্থলে পরমভাগবত পরীক্ষিৎ (প্রায়শ্চিত্তানন্তর পুনরায় পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়া) প্রায়শ্চিত্তকে নিন্দা বা গর্হণ করিলেও, (তিনি) ভক্তিপ্রসঙ্গে (সাধনকালে) ভক্তগণের মধ্যে কাহারও কাহারও পুনঃ পুনঃ পাপে প্রবৃত্তি দর্শন করিয়াও তাহাতে কোনই নিন্দা করেন নাই; আরও, অজামিল যেরূপ দুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরূপ স্মার্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহুবার নামগ্রহণ করিলেও শ্রীনামপ্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার (ক্লেশই) লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থকল্পনা করিলেও নামাপরাধী প্রভৃতি) সকলেরই যে মুক্তি হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতে হইবে না। অতএব ভগবানের নাম একবার উচ্চারিত হইয়াই তৎক্ষণাৎ পাপ সংহার করিলেও "বৃক্ষ ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে শ্রীনাম সাধারণতঃ কিছু বিলম্বেই স্বীয় ফল-চিহ্ন জগতে দেখাইয়া, বহির্ম্মুখশাস্ত্রমতেরও একেবারে উচ্ছেদ না হয়, তজ্জন্য কোন কোন স্থলে ফলচিহ্ন না দেখাইয়াই (নামে) অপরাধ-রহিত স্বীয় উচ্চারণকারী ব্যক্তিগণকে নিজ বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যান,—এই সিদ্ধান্তটী জানাইলেন। 'আচ্ছা, অর্থবাদাদি নামাপরাধিগণের নামাপরাধ-ফলে অধঃপাত হউক, তাহাতে কোন বিবাদ করিনা, কিন্তু নামগ্রহণ-ফলে তাহাদের সর্ব্বপাপ-ক্ষয় হয়, না হয় না?' যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর অর্থাৎ নামে পাপ-ক্ষয় হয়, তবে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত এবং তদ্ভিন্ন অন্যনামগ্রহণকারি-জনগণের মধ্যে কেহই পরদার ও পরহিংসাদি অধর্ম্ম-প্রাপ্য নরকাদিতে যাইতে পারে না; আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ

অবলম্বন কর অর্থাৎ যদি নামে সর্ব্বপাপ-ক্ষয় না হয়, তবে কর্ম্মিগণের ন্যায় ভক্তগণেরও পাপভোগার্থ নরকে যাইতেই হইবে। এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন,—কোন মহাজন স্বীয়-আশ্রিত জনগণের আশ্রয়-গ্রহণের তারতম্যানুসারে পালনের তারতম্য করিলেও তাহাদিগকেই যেমন পালন করেন, আর, যদি তাহারা অপরাধী হয়, তাহা হইলে তাঁহার অপ্রসাদই যেমন আশ্রিতগণের অপালনের কারণ, পালনের অসামর্থ্যকে তাহার কারণ মনে করিতে হয় না, তদ্রূপ নামাপরাধিগণের অপরাধক্ষয়ের তারতম্যানুসারেই তাহাদের প্রতি শ্রীনামের অনুগ্রহ তারতম্য ঘটে। সর্ব্বাপরাধক্ষয় হইলেই নামের সম্পূর্ণ অনুগ্রহ হইয়া থাকে। নামকীর্ত্তনোপলক্ষণে উপলক্ষিত ভক্তিদেবীকে যাঁহারা এইভাবেই কর্ম্মফলসিদ্ধির জন্য গৌণভাবে আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে ভক্তি গৌণভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও "প্রধান পদার্থ দ্বারাই কোন ব্যাপারের নির্দ্দেশ হইয়া থাকে" এই ন্যায়ানুসারে তাঁহারা (বৈষ্ণব-আখ্যায় অভিহিত না হইয়া) 'কর্ম্মী ও জ্ঞানী' এই আখ্যায় অভিহিত হন। তাঁহারা সাক্ষাদ্ভাবেই নামাপরাধী ; যথা (পাদ্মে) 'ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ ও হুতাদি সর্ব্বশুভ ক্রিয়ার সহিত নামের সাম্যজ্ঞানও 'প্রমাদ'-নামক নামাপরাধ ; ধর্ম্মাদির সহিত নামের সমতা-জ্ঞানই অপরাধ হয়, আর ধর্ম্মাদির 'অঙ্গ' বলিয়া শ্রীনামকে ত্রিগুণীভূত জ্ঞান করিলে যে অপরাধ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু ভক্তিদেবীর আশ্রয়-ফলে গুণলেশগ্রহণপ্রভাবেই ঐ জ্ঞানী ও যোগিগণের "কর্ম্মযোগাদি যেন বিফল না হয়"—কৃপাতিশয্যক্রমে ভক্তিদেবী এইরূপ স্বীয় অপকর্ষ স্বীকার করিয়াও কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণের কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির সহিত মিশিয়া যেমন তাহাদের কর্ম্মফল নির্ব্বিঘ্নে উৎপাদন করেন, সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তের সহিত মিশিয়া ভক্তিদেবী তাহাদের পাপসকলও নাশ করেন। ইহার অন্যথা হয় না। অতএব প্রায়শ্চিত্ত না করায় সেই সেই পাপ ফলভোগের জন্য তাহাদিগকে অবশ্যই সেই সেই নরকে গমন করিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবগণকে কখনও নরকে গমন করিতে হয় না। যদি সেই কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগিগণ অর্থবাদ ও সাধু-নিন্দাদি নামাপরাধসমূহ করিতে করিতে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে ভক্তিদেবী তাহাদের ধর্ম্মাদির সহিত মিশিলেও পাপনাশাদি-ফল উৎপাদন করেন না, যেহেতু "হে বিপ্রেন্দ্র, ভগবানের নামোচ্চারণ-ব্যাপারে যে অপরাধসমূহ মানবগণের সমস্ত কার্য্য পণ্ড করে,—এমন কোন্ অপরাধ তাহারা করিয়াছিল ?" ইত্যাদি বচনসমূহ হইতে তাহা জানা যায়। আর তাহারা সেই সেই নামপরাধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া অপরাধ-নাশক নামকীর্ত্তনাদিপরায়ণ হইলে তাহাদের নামাপরাধক্ষয়ের তারতম্যানুসারে কর্ম্মফলপ্রাপ্তিরও তারতম্য হয়, আর সাধুসঙ্গপ্রভাবে সর্ব্বনামাপরাধ ক্ষয় হইলে ভক্তিদেবীর সম্যক্প্রসাদবলে নির্ব্বিবাদেই নামফলপ্রাপ্তি ঘটে। যদি বল, এই "অজামিল পূর্ব্বে বেদাদিশাস্ত্রাধ্যয়নপর ছিল"—ইত্যাদি (১।৫৬ শ্লোকে) যমদূতের বাক্য হইতে অজামিলেরও প্রাক্তন-কর্ম্মস্বভাব অবগত হওয়া যায় ? তদুত্তর এই যে, তাহা সত্য বটে ; মদিরাপান-হেতু তাহার ব্রহ্মণ্য পর্য্যন্ত যখন নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তখন তাহার সৎকর্ম্মিত্ব যে নষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে আর কথা কি ? যেহেতু পরেও (৪৫ শ্লোকে বলা যাইতেছে) —"তিনি সর্ব্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দাসীর পতি হইয়া গর্হিত-কর্ম্মাচরণ-প্রভাবে পতিত হইয়াছিলেন"— ইত্যাদি কর্ম্মের অপগমমুহূর্ত্তেই ভক্তির গুণীভূত-ভাবও অপগত হয়। অতঃপর পুনরায় স্বপুত্রের আহ্বানকালে অজামিলের নারায়ণনামোচ্চারণজনিত কেবল অনন্যা-ভক্তিই উদিত হইয়াছিল। যদি বল, "কর্ম্মজ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তির অনুষ্ঠান করিবে" এইরূপ বিধিবাক্যই যখন শাস্ত্রে আছে, তখন কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীর নামাপরাধ কোথায় ?" তদুত্তরে বলিতেছেন,—"সকল ধর্ম্মই ভক্তিদ্বারাই সম্যক্রূপে সিদ্ধ হয়" আর "ভক্তিলেশ প্রভাবেই মহাপাতকাদিও বিনষ্ট হয়" ইত্যাদি তাৎপর্য্যযুক্ত শত-শত-শাস্ত্রবাক্য থাকিলেও তাহাতে অবিশ্বাসী, কর্ম্ম ও জ্ঞানে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, ভক্তিবহির্ম্মুখ, এবং অশুদ্ধ ও কুটিলচিত্ত ব্যক্তিগণেরও ঐরূপ কর্ম্মমিশ্রা-সাধনায় ভক্তিসিদ্ধি হউক,—এই ভাবিয়াই দয়াময় বেদশাস্ত্র ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির অঙ্গরূপে ভক্তির বিধান করিয়াছেন ; অতএব কখনও ঐ শাস্ত্রীয়-বিধি-

বাক্য নিন্দনীয় হইতে পারে না। আরও দেখা যায় যে, বৈধ-পশুহিংসাকারীর (যজ্ঞাদিতে পশুবধ-কারীর) শাস্ত্রীয়-বিধিবলে ('স্বর্গকাম ব্যক্তি অশ্বমেধ যাগ করিবে'—এই বিধিবলে) স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিলেও যেমন তাহার জীবহিংসা-জনিত পাপ নষ্ট হয় না, তেমনই নির্গুণা ভক্তিকে কর্ম্মাদ্যঙ্গরূপে গুণীভূত করার অপরাধে অনুষ্ঠানকারী ব্যক্তির বিধিবলে (গুণমিশ্রা-ভক্তির সাহায্যে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ঘটিলেও কখনও তাহার অপরাধের অপগম হইবে না জানিবে। পক্ষান্তরে, যে নামাপরাধিগণ বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবকেই 'গুরু' করিয়া ভক্তিদেবীকে কেবল-ভাবে বা প্রধানভাবে আশ্রয়পূর্ব্বক নাম-কীর্ত্তনাদিদ্বারা শ্রীভগবানের ভজন করেন, তাঁহারা 'বৈষ্ণব'-শব্দে অভিহিত হইলেও ভক্তি-তারতম্যেই তাঁহাদের অপরাধক্ষয়ের তারতম্য ; আর ভক্তিদেবীর অনুগ্রহ-তারতম্যেই ভক্তির মুখ্যফল প্রেমার তারতম্য বুঝিতে হইবে ; যেহেতু, ভগবান্ই একাদশস্কন্ধে বলিয়াছেন, যথা—"অঞ্জন প্রয়োগে চক্ষু যেমন সূক্ষ্ম-বস্তু দেখিতে পায়, তদ্রূপ জীব আমার লোকপাবনী কথার শ্রবণ ও কীর্ত্তন-প্রভাবে পরিমার্জ্জিতচিত্ত হইয়া অতিসূক্ষ্মবস্তু (সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ আমার চিদ্বিলাস) দেখিতে পায়।" এবং "শ্রীহরির শরণা-গত-ব্যক্তির এককালেই ভক্তি ও তদনুষঙ্গে যুগপৎ পরেশানুভব (সম্বন্ধজ্ঞান) ও কৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যত্র বিরাগ উৎপন্ন হয়।" ইত্যাদি বচনও দেখা যায়। যাঁহার নামের শ্রবণ ও কীর্ত্তন—পরমপাবন, সাধু-গণের হিতকারী সেই শ্রীহরি স্বীয় কথার বা নামের শ্রবণকারিগণের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সকল অমঙ্গল-রাশিকে বিনাশ করেন। ইত্যাদি বচনদ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের "(১) সাধুকৃপা, (২) মহৎসেবা, (৩) শ্রদ্ধা, (৪) গুরুপাদাশ্রয়, (৫) ভজনস্পৃহা, (৬) ভজন, (৭) অনর্থাপগম, (৮) নিষ্ঠা, (৯) রুচি, (১০) আসক্তি, (১১) ভাবভক্তি বা রতি, (১২) প্রেমভক্তি, (১৩) কৃষ্ণদর্শন, (১৪) কৃষ্ণমাধুর্য্যানুভব"—এই চতুর্দশটি ভক্তি ভূমিকায় আরোহণ পরিব্যক্ত হইতেছে, জানিবে। এ-জন্য তথায় শ্রদ্ধাচরণাদি বিহিত হইয়াছে।

এই প্রকরণেও "যাঁহারা পাপের মূল নিঃশেষে উৎপাটন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে হরির গুণকীর্ত্তনই উত্তম প্রায়শ্চিত্ত ; যেহেতু, শ্রীহরিই এক-মাত্র চিত্তশোধক" এইরূপ বাক্য আছে ; অতএব সর্ব্বাপরাধ-ক্ষয়াবস্থাতেই ভগবানকে পাইবার পর আর তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় না, আবার নিরপরাধ-গণেরও ভগবৎপ্রাপ্তিতে বিলম্ব ঘটে না ; কেননা, তাহাদের নামগ্রহণেই বৈকুণ্ঠারোহণ ;—অজামিল প্রভৃতির ন্যায় কৃচিৎ কাহারও এই দুইটী ভূমিকা দেখা যায় ; এ বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য, যথা—"বাসুদেব-ভক্তগণের কখনও অশুভ হয় না ; কি জন্ম, কি মৃত্যু, কি জরা, কি ব্যাধি, কি ভয়, ইত্যাদি কিছুই তাঁহাদের হয় না।" আবার প্রচেতাগণের প্রতি শ্রীরুদ্রের উক্তি, যথা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি শত জন্মে বিরিঞ্চতা অর্থাৎ ব্রহ্মার পদবী লাভ করে, তৎপর আমাকে লাভ করে। আর যিনি—ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্ত, তিনি দেহান্তে প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন ; আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ, সকলেই বিষ্ণুর সেবক, সুতরাং আধিকারিক-কাল গত হইলে লিঙ্গদেহ ভঙ্গে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইব।" কোন কোন নিরপরাধ ব্যক্তির প্রেমবিশেষসাধনেচ্ছা-নিবন্ধন ভগবৎপ্রাপ্তিতে কিঞ্চিৎ বিলম্বও ঘটে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়,—যেমন, আদিভরতের তিনবার জন্ম হইয়াছিল। আরও অপরাধিগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির ভজনাভ্যাসের অভাব-হেতু পুরাতন পাপ ক্ষয় না হইয়া থাকে, অথচ পাপ ও নামাপরাধ হইতে থাকে, তাহা হইলেও তাহাদিগকে দেহত্যাগানন্তর নরকে যাইতে হইবে না ; যথা—'যমরাজ পাশহস্ত নিজদূতগণকে দেখিয়া তাহাদের কর্ণমূলে বলিয়া দেন যে, মধুসূদনের শরণাগতদিগকে তোমরা পরি-ত্যাগ করিও ; আমি কখনও বৈষ্ণবের প্রভু নহি, তদ্ব্যতীত অপর সমস্ত নরেরই প্রভু" এবং পর-অধ্যায়ে—"আমরা বা কাল, কেহই বিষ্ণুভক্তের দণ্ড-বিধানে সমর্থ নহি" ইত্যাদি (২৭শ শ্লোকের) যম-বচনসমূহ এবং "যমুনা-ভ্রাতা অর্থাৎ যম আদরের সহিত আমাদিগকে (তদীয় দূতগণকে) পুনঃ পুনঃ ইহাই বলেন যে, যে মানব বিষ্ণুর ভজন করে, সেই বৈষ্ণবকে তোমরা পরিত্যাগ করিবে।" ইত্যাদি পদ্ম-পুরাণের মাঘমাহাত্ম্যান্তর্গত দেবদূতের উক্তি হইতেও

বিষ্ণুভক্তের নরক লাভ হয় না, জানা যায়। এবং "হে সখে উদ্ধব, আমার প্রতি এই নিষ্কাম-ভক্তি-ধর্ম্মের অনুষ্ঠানারম্ভে কোন অঙ্গের বৈগুণ্যাদিদ্বারা অণুমাত্রও ধ্বংস হয় না"—ভগবানের এই বাক্যানুসারে যৎকিঞ্চিৎ ভক্তির অঙ্কুরও স্বভাবতঃই অবিনশ্বর ও পাপাদি দ্বারা দুরতিক্রমণীয় বলিয়া এবং 'অমোঘ' বলিয়া ভবিষ্যতে তাহাদের পত্র-পুষ্পাদির জন্যই জন্ম হইবে, নশ্বর পাপ-পুণ্য-নিবন্ধন জন্ম হইবে না। যেহেতু, পাদ্মে এইরূপ কথিত আছে—"বৈষ্ণবগণের কর্ম্মবন্ধন বা তজ্জনিত কোন জন্ম নাই।" অতএব তাহাদের প্রাক্তন-ভক্তি-সংস্কারোত্থ নামকীর্ত্তনাদি-প্রভাবে অপরাধ ক্ষয় হইলে পর ভক্তিদেবীর প্রসাদে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটে।

প্রথমস্কন্ধেও উক্ত হইয়াছে,—"ভগবদ্‌ভক্ত কোন কারণে কুযোনি প্রাপ্ত হইলেও কর্ম্মীর ন্যায় আর সংসার লাভ করেন না; কারণ, ভক্তিরস-রসিক হরি-পাদপদ্মালিঙ্গন স্মরণ করিয়া তাহা আর পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করেন না।" এই শ্লোকে 'অন্যবৎ'-শব্দের অর্থ কর্ম্মি-প্রভৃতির ন্যায়; 'সংসৃতি'-শব্দের অর্থ—পুণ্যপাপফল-ভোগময় সংসার প্রাপ্ত হন না, তবে তাঁহারা ভগবদ্দত্ত সুখদুঃখময় সংসারই প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত নামাপরাধের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত অবিনষ্ট পাপসকল অভুক্তাবস্থায় বর্ত্তমান থাকে, ভক্তির বৃদ্ধিক্রমে ভক্তির অভ্যাসফলে নামাপরাধ-ক্ষয় হইলে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ সমূলে পাপক্ষয়-হেতু ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 'অতএব বৈষ্ণবগণও ভক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশে এক, দুই বা তিন জন্ম প্রাপ্ত হন, তাহাতে তাঁহাদের যে-সকল বৈষয়িক সুখ দেখা যায়, তাহাও ভক্তিধর্ম্মোত্থ; যথা—"আপবর্গিক নিষ্কাম-ধর্ম্মের ফল ত্রিবর্গান্তর্গত অর্থ নহে, এবং ঐ আপবর্গিক ধর্ম্মের অব্যভিচারী অর্থের ফলও ত্রিবর্গান্তর্গত কাম নহে; আবার, ঐ আপবর্গিক কামের ফলও ত্রিবর্গান্তর্গত কাম-ফলের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রীতি নহে; কারণ বিষয়ভোগ যাবজ্জীবনই হয়। অতএব ধর্ম্ম-কর্ম্মদ্বারা যে ত্রৈবর্গিক অর্থ, তাহা জীবের প্রয়োজন নহে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাই একমাত্র প্রয়োজন।" বৈদ্য যেমন লঙ্ঘন ও কটু ঔষধাদি দ্বারা রোগীকে কষ্ট দিয়া তাহার ক্ষুধাবৃদ্ধি উৎপাদন করেন, তদ্রূপ নিজভক্তের ভক্তিবর্দ্ধন-কৌশলজ্ঞ ভগবান্‌ও ভক্তকে কিছু কিছু দুঃখ দিয়া থাকেন, যেহেতু ঐ বিষয়ে ভগবানেরই উক্তি—"আমি যাহাকে অনুগ্রহ করি, তাহার ধন ক্রমশঃ হরণ করি।" কোন কোন দুঃখ আবার প্রবল নামাপরাধেরই ফল; যেহেতু দশ নামাপরাধের মধ্যে 'অর্থবাদ', 'অর্থান্তর-কল্পনা', 'শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য',—এই তিনটী অপরাধ সাক্ষাদ্ভাবেই বৈষ্ণবত্বের (শুদ্ধভক্তির) বিনাশক। অন্যান্য নামাপরাধগুলির মধ্যে আবার সাধুনিন্দারূপ মহদপরাধ ও নামবলে পাপে প্রবৃত্তি, এই দুইটী অপরাধই অতি প্রবল, যথা—যে-সকল নামাশ্রিত সাধু হইতে শ্রীনাম-মহিমা খ্যাতি লাভ করেন, শ্রীনামপ্রভু তাঁহাদের নিন্দা কিরূপে সহ্য করিবেন? নামবলে যাহার পাপবুদ্ধি হয়, যম-নিয়মাদি দ্বারা তাহার শুদ্ধি হয় না। এই অপরাধ-দ্বয়ে অত্যন্ত বিভীষিকার উক্তি জানা যায়। অতএব সমুচিত দুঃখভোগের সঙ্গে সঙ্গে (নিরন্তর) সতত নাম-কীর্ত্তন হইতেই ঐ অপরাধদ্বয় বিনষ্ট হয়, অন্য উপায়ে হয় না। নিরন্তর শুদ্ধনামকীর্ত্তন দ্বারাই অন্যান্য নামাপরাধসমূহ উপশান্ত হয়। 'যে সকল নামাপরাধী—কর্ম্ম ও জ্ঞানাদিরহিত অথচ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিযুক্ত, কিন্তু গুরুচরণাশ্রিত না হওয়ায় অদীক্ষিত, তাহারাও 'বৈষ্ণব'-শব্দেই অভিহিত হন। তাহা এইরূপ—"বৈষ্ণব" এই পদটী বিষ্ণু-শব্দের উত্তর "সাস্য দেবতা" এই সূত্রে অণ্ প্রত্যয় দ্বারা এবং 'ভক্তি' এই সূত্রের অণ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে; অতএব যাঁহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকে ইষ্টদেবতা করিয়াছেন এবং যাঁহারা ভজনদ্বারা বিষ্ণুকে ভজনীয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের উভয়েরই অন্যসংজ্ঞার অভাব-হেতু তাঁহারাও 'বৈষ্ণব'ই বটে, অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবগণের ন্যায় তাঁহাদেরও নরকপাতাদি হইবে না" ইত্যাদিরূপে কেহ কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন। তাঁহাদের এই বাক্য সুসঙ্গত নহে, যেহেতু "নৃদেহমাদ্যং" (ভা ১২।২০।১৭) ইত্যাদি শ্লোকে "গুরুকর্ণধারং" এই উক্তি থাকায় গুরুপদাশ্রয় ব্যতীত ভগবানকে সুখে পাওয়া যায় না। অতএব ভজনপ্রভাবে জন্মান্তরে গুরুচরণাশ্রয় ঘটিলেই তাঁহাদের ভক্তিবলে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, অন্য উপায়ে

ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না,—এইরূপ কেহ বলেন; অথচ দেখা যায়, গুরুচরণাশ্রিত না হইয়াই অজামিলের অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল; অতএব এস্থলে এই ব্যবস্থা সঙ্গত—"যাঁহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয়-সমূহেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান্ কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে ? ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি নামাভাসগ্রহণ-রীত্যবলম্বনে অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নিরপরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরু-পদাশ্রয় ব্যতীতও তাহাদের উদ্ধার হইবে।" "হরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বাকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন" এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও "শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-দীক্ষা বা অন্য সৎকার্য্য কিংবা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না, এবং রসনা-স্পর্শমাত্রই ফল দান করেন"—এই প্রমাণ-দর্শনে অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণ-রূপ শ্রমের আবশ্যকতা কি ? কেবল নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত' আমার ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে (হইতে পারে)' এইরূপ যে ব্যক্তি মনে করে, সে ব্যক্তি গুর্ব্বাবজ্ঞা-লক্ষণময় মহাপরাধ-হেতু ভগবানকে কোন দিনই প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সেই জন্মেই কিংবা পরজন্মেই সেই অপরাধক্ষয়ের পর শ্রীগুরুর চরণাশ্রিত হইলেই ভগবানকে প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে, অন্যদেবতার ভক্তগণের পাপ ও অপরাধ সম্বন্ধে কর্ম্মিগণের ন্যায়ই ব্যবস্থা, আবার অপর কেহ কেহ বলেন যে ভক্তি-দেবীর যৎসামান্য আশ্রয়ও গ্রহণ না করায় তাহারা কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও ন্যূনস্তরে অবস্থিত; যেহেতু, ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কৌন্তেয়, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যাহারা অন্যদেবতার ভজন করেন, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক (মোক্ষপ্রাপক বিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক) আমারই পূজা করিয়া থাকে। 'আমিই সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু' এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানাভাব-বশে যাহারা আমাকে জানে না, তাহারা অধঃপতিত হয় অর্থাৎ সংসারে আগমন করে।" আর যাহারা কেবলই অপরাধী, তাহাদের কিছুতেই উদ্ধার নাই; যথা—ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য—"দেহাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন আমার বিদ্বেষী সেই সকল ক্রূরস্বভাব নরাধম জগন্মঙ্গলনাশক নরাধমকে আমি এই জন্মমৃত্যুমার্গ-সংসারমধ্যে আসুরী-যোনিতে অনবরত নিক্ষেপ করি। হে কৌন্তেয়, সেই মূঢ়গণ আসুরী-যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে পাইতে অসমর্থ হইয়া তদপেক্ষা অধমগতি প্রাপ্ত হয়।" উক্ত অপরাধিগণের মধ্যে কংসাদি যে-সকল অসুর আছে, "কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহ ও ভক্তি, এই-গুলির যে কোনটী দ্বারা ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিয়া কামাদি-জনিত পাপনাশপূর্ব্বক বহু ব্যক্তিই আমাকে লাভ করিয়াছে" এই বচন-বলে ভগবানে মনোনিবেশ দ্বারাই নামাপরাধ-ক্ষয় হওয়ায় তাহাদের মুক্তি হইয়াছে,—ইহাও কেহ কেহ বলেন; "শুদ্ধনামসমূহ নামাপরাধিগণের অপরাধ নাশ করে" এই কথাটী—ধ্যানাদিরও উপলক্ষণ (অর্থাৎ নামের ন্যায় ধ্যানাদিও পাপনাশ করে); অতএব পুনঃ পুনঃ ধ্যানই 'আবেশ',—ইহাও অন্য কেহ কেহ বলেন। কৃষ্ণাবতারে এ কথার (মনের আবেশ দ্বারাই মুক্তি হয়) ব্যভিচার দেখা যায়; যেহেতু, ভগবানে আবেশরহিত হইয়া কেহ কেহ নরক ও বাণাদি অসুরগণ এবং কৌরবসৈন্য মধ্যে গমন করিয়া কৃষ্ণহস্তে মরণপ্রভাবে এবং অপর কেহ কেহ কৃষ্ণদর্শন-প্রভাবেই যে কৃষ্ণকে পাইয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে;—এরূপও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন॥" ৯-১০॥

বিবৃতি—এই প্রপঞ্চে জীবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া কর্ম্মজগতে ভ্রমণ করেন। জ্ঞানের গ্রাহকসূত্রে চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ, এই পাঁচটী বিষয় ধারণা করেন। ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে ধারণা-লব্ধ বিষয়গুলির স্থৌল্য গৃহীত হয় না। স্থূলবিষয়ক ভাবমাত্র ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের আধারে সংগৃহীত হইয়া চেতনের সান্নিধ্য লাভ করেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় চেতনের সান্নিধ্য লাভ করিবার যোগ্য হইলেও চেতনের যে অংশ নশ্বর রূপাদি বিষয়-গ্রহণে সমর্থ অর্থাৎ অচিতের অভিভাবক-সূত্রে যে-সমস্ত নশ্বর-ভাবাবলী যাহাকে সেবা করে, তাহা—চিদাভাস 'চিত্ত', এবং স্থূলভাবে সেই বস্তুই 'মনো'-রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কার চিদাভাস হইলেও তাহাদের সহিত অচিতের সম্বন্ধ আছে,

সেই সকল আবরণবিবর্জ্জিত নিরুপাধি চেতন-বস্তুই 'জীব' শব্দ-বাচ্য। সেই জীব—পূর্ণ, চিন্ময়বস্তুর অংশ-বিশেষ বা শক্ত্যংশবিশেষ। বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনাক্রমে বাহ্যজগতে নাম, রূপ, গুণ, ক্রিয়া ও বহুত্ব, —একই বস্তুর উদ্দেশে বিভিন্ন পরিচয় মাত্র। জাগতিক ভোগ্য নশ্বর ব্যাপারসমূহ মনের অধীনে সম্বন্ধবিশিষ্ট হয়। সম্বন্ধের প্রথমসোপানে নাম বা সংজ্ঞা, সংজ্ঞাদ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর অধিষ্ঠান, অপর চারিটী ইন্দ্রিয়দ্বারা এবং ইন্দ্রিয়সমষ্টিদ্বারা সমর্থিত হইলে তাহাই 'সত্য'-রূপে প্রতিভাত হয়। পরিমেয়-জগতে পরিচ্ছিন্ন-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায়, ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান তদতিরিক্ত ব্যাপার আয়ত্ত করিতে অসমর্থ। মায়িক-জগতে বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রথমেই নাম বা সংজ্ঞাদ্বারা পরিচয় লাভ করে, কিন্তু বৈকুণ্ঠ-নাম—প্রাকৃত বা মায়িক নাম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধর্ম্মবিশিষ্ট। মায়িক বা প্রাকৃত নাম-মাত্রেই যে-বস্তুকে নির্দ্দেশ করে, তাহা—জীবের অপর ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানদ্বারা সমর্থিত, কিন্তু প্রকৃতির অতীত-রাজ্যের নাম-দ্বারা উদ্দিষ্ট-বস্তু মায়িকবস্তুর সাম্যে ভোগ্যরূপে পরিণত হইবার অযোগ্য ; তজ্জন্য বৈকুণ্ঠ-বস্তুকেই 'অধোক্ষজ' বলা হয়। অক্ষজ-ধারণায় যাহা কিছু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, উহা—'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞালাভের অযোগ্য, আবার অধোক্ষজবস্তু বৈকুণ্ঠ হওয়ায় উহা পরিমেয় জগতের বস্তুবিশেষ হইতে পারে না। তজ্জন্য শাস্ত্র বলেন—"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনো ॥"

যাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানে ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহারাই 'ভক্তি' ও 'জ্ঞান' এই শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য বুঝিতে অনভিজ্ঞ। নাম এবং নামী—বৈকুণ্ঠ-ব্যাপারে অভিন্ন, কিন্তু প্রপঞ্চে নামের সহিত নামীর ভেদ আছে, এজন্যই অচিদ্‌জগৎকে 'ভেদ-জগৎ' এবং চিজ্জগৎকে 'অভেদজগৎ' বলা হয়। চিন্ময় অধোক্ষজ-জগতে যে বিচিত্রতা আছে, তাহাতে ভেদের হেয়ত্ব সংশ্লিষ্ট করিতে পারা যায় না। তথায় নাম এবং নামী অভিন্ন বলিয়া চিন্ময় নামের সহিত চিন্ময় রূপের ভেদ নাই, চিন্ময় গুণের ভেদ নাই, চিন্ময় পরিকর-বৈশিষ্ট্যের ভেদ নাই, চিন্ময়ী লীলার ভেদ নাই। অচিদ্‌জগতেই পরস্পর ভেদ ও হেয়তা বর্ত্তমান, যেহেতু বৈকুণ্ঠ-নামীর অপূর্ব্ব বিচিত্রতা-সত্ত্বেও অভেদের অহেয়তা ও ভেদের হেয়তা অথবা জড়ীয় অভেদের হেয়তা ও চিন্ময় ভেদের অহেয়তা অবস্থিত, তাহাতে বৈকুণ্ঠ-নাম ভোগ্যজগতের বস্তু-নির্দ্দেশক সংজ্ঞার সহিত 'এক' হইতে পারে না ; তজ্জন্য নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ ও মুক্ত চৈতন্যরস-বিগ্রহ চিন্তামণি বস্তুই বৈকুণ্ঠ-নাম। জীবের বৈকুণ্ঠ-প্রতীতির অভাব-দর্শনে পরমকৃপাবশে জগতে বৈকুণ্ঠ-নাম অবতীর্ণ হন, এবং উপাধিদ্বয়-বিনির্ম্মুক্ত চিন্ময় জীবই সেই বৈকুণ্ঠনামের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইতে সর্ব্বতোভাবে যোগ্য। দুঃসঙ্গে আত্মীয়-বোধহেতু জীবের হরিবিমুখতা বা তৎসেবাবৈমুখ্য ঔপাধিক ও 'সহজ' বলিয়া বিবর্ত্ত-বুদ্ধি হইতেছে কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে অনাত্ম-মন্ত্রণাকারীর সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন শুদ্ধ-জীবাত্মা আত্মবিদের সঙ্গপ্রভাবেই স্বীয় স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারেন। বৈকুণ্ঠ-নাম এবং মায়িক-নামের মধ্যে তটস্থ জীবের একটী তাটস্থ্য-ভাব আছে। বৈকুণ্ঠ-নামের আভাস—মধ্যবর্ত্তিস্থানে অবস্থিত। একদিকে অপরাধ, অপরদিকে মূর্ত্ত নিরপরাধ, মধ্য-বর্ত্তিস্থানে অপরাধ-নির্ম্মুক্তিরূপ নামাভাস ; অর্থাৎ একদিকে নাম, অপরদিকে নামাপরাধ, মধ্যে নামাভাস। নামের সেবা করিতে গিয়া প্রপঞ্চে বা ইতরব্যোমে নামাপরাধ এবং উহারও পরব্যোমের মধ্যবর্ত্তিস্থানে নামাভাস এবং বৈকুণ্ঠে নাম অবস্থিত। নামাপরাধ নামসেবা নহে, নামাভাস নামসেবা নহে, নামের সেবাও অপরাধ বা তদ্‌রহিত আভাসমাত্র নহে। প্রপঞ্চে অপরাধযুক্ত জীবগণ অপরাধকেই নাম-সেবা বলিয়া ভ্রান্ত হয়। নামাপরাধের অভাব হইলে নামাভাস হয়, কিন্তু নামাভাসের পরপারে পরব্যোম-ধামে নামসেবা অবস্থিত। তাহা হইলে আমরা নামসাধন করিতে গিয়া তিনটী বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। "নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন" এই শ্রৌতবাণী হইতে জানা যায় যে, অনর্থ-যুক্ত অবস্থায় নামাভাস বা নামের অবস্থিতি নাই। অপরাধ-মুক্ত অবস্থায় এবং নামভজনে যোগ্যতা-রাহিত্যরূপ সম্বন্ধ-জ্ঞানাভাবে যে নামোচ্চারণ, তাহাই নামাভাস-শব্দে উদ্দিষ্ট হয়। নামাপরাধফলে ত্রৈবর্গিকফল-প্রাপ্তি বা ফলের অপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছফল লাভ করা যায়।

প্রাপঞ্চিক-জীবের ভোগময় অবস্থানে অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় নামগ্রহণ-যোগ্যতা হয় না ; নামাভাস করিবার যোগ্যতায় অপরাধ হয় না। এজন্যই শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুর বলেন,—বৈকুণ্ঠ-নাম সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হইবামাত্রই সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়, তাহার পর নামগ্রহণে প্রেমোদয় হয়। নামোদয়ের পূর্ব্বে নামাভাস হয় অর্থাৎ নামাভাসের পরে নামোদয় হয় ; তবে যে নামাভাস হইবার পর জাগতিক-দর্শনে মুক্ত পুরুষের চরিত্রে বদ্ধভাব প্রাপঞ্চিক-নয়নে দৃষ্ট হয়, তাহা 'বাস্তব' নহে, তাহা—ভক্তির পরিপোষক। উহা মুক্ত-পুরুষের চরিত্রে যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন তাহাকে 'অগরাধের ফল' বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে না, কিন্তু তাই বলিয়া যাবতীয় নামাপরাধী তাহাদের প্রথম উচ্চারিত নামকেই 'নামাভাস'-জ্ঞানে আপনাদিগকে 'মুক্তবৈষ্ণব অজামিল' মনে করিয়া স্ব-স্ব-অপরাধকেই ভক্তির পরিপোষক জ্ঞান করিবেন না ; করিলে, নামবলে পাপ প্রবৃত্তি-হেতু নিশ্চয়ই নিরয়ে পতিত হইবেন।

শ্রীল চক্রবর্ত্তিঠাকুরের বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতসহজিয়া-সম্প্রদায়ের অমঙ্গল যে অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় বলেন,—যদিও অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণে সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্তকর সর্ব্বানর্থনাশক নামাভাসসম্বন্ধে শ্রীচক্রবর্ত্তি-ঠাকুরের বিচারপ্রণালীতে পরিদৃষ্ট হয় এবং কালপ্রভাবে বীজ হইতে বৃক্ষের ফলধারণ-কাল পর্য্যন্ত যে ব্যবধান, তাহা—অনন্তকাল-বিচারে নিতান্ত স্বল্প, তথাপি নামাভাসের অব্যবহিত পরেই নামসেবা আরম্ভ না হইয়া আর কিছু সংসাধিত হইলেই তাহাকে ভক্তির পরিপোষক বলিয়া স্বীকার করা হইবে না। সকলেই 'অজামিল' নহেন, এবং অজামিলের বহির্দৃষ্টি কদর্য্যানুষ্ঠান অমুক্তপুরুষের সমদর্শনে দৃষ্টি হইলে শুদ্ধানামোচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে, সুতরাং প্রথম নামোচ্চারণ তাঁহার নামাভাস হইলেও নামোচ্চারণের পূর্ব্ববর্ত্তি নামই ভগবৎসেবার স্মৃতি বা অনুভব উৎপাদন করিবে। যদিও অজামিলের আদি-নামোচ্চারণরূপ নামাভাসফলে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া জীবগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য বিষ্ণুদূতগণকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং অজামিলের দ্বারা ভগবৎপ্রেরণা-ক্রমে নানাবিধ পাপাচার নামভজনের অন্তরায়রূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তথাপি অজামিল ব্যতীত অন্যান্য পরবর্ত্তী সাধকের সেই বিচার-ছলে আপনাদের সহিত অজামিলের সমতা-প্রয়াস এবং আপনাদিগের পাপাচারগুলিকে অপরাধোত্থ না জানিয়া ভক্তি-পরিপোষকরূপে উপলব্ধি-হেতু অমঙ্গল-প্রসূ না হয়, তজ্জন্য প্রথম নামোচ্চারণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রেমোদয়-কালের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত যে শেষ-নামোচ্চারণ, সেই শেষ-নামোচ্চারণকেই 'নামাভাস'-সংজ্ঞা দিলে প্রাকৃতসহজিয়াকুলের 'সহজ' বিচার বিষয়ে অসুবিধা হয় না। নামাপরাধে ত্রৈবর্গিকফল-লাভ ঘটে, নামাভাসে মোক্ষলাভ ঘটে এবং নামভজনে কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। "ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ" বা "অনুগ্রহায় ভক্তানাং" প্রভৃতি শ্লোকে 'ভক্ত'-শব্দের প্রয়োগে বা "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকে "অনন্য-ভাক্" শব্দের প্রয়োগে, সেবা-বৈমুখ্যকেই 'রস'-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি হইতে রক্ষা করিতে হইলে 'অনন্যভক্ত'-শব্দের অর্থ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধানপ্রিয়তায় আবদ্ধ নহে ; পরন্ত, তাদৃশ চতুর্ব্বর্গানুসন্ধান হইতে ব্যতিরেকভাবে জীবকুলকে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদিচ্ছাক্রমে বিহিত। যদি কেহ স্বীয় অনর্থযুক্ত অবস্থায় আপনাকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

শ্রীল চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের মতে,—অজামিলের প্রথম নামোচ্চারণের পরে তাঁহার যে-সকল দুষ্ক্রিয়ার উল্লেখ আছে ইন্দ্রিয়তর্পণপর সেইগুলি আদরের সহিত গ্রহণীয় বা অনুকরণীয় নহে ; পরন্তু ব্যতিরেক-বিচারে তাহাই তাহাদের পরিহার করা কর্ত্তব্য। মুক্তপুরুষের ঐগুলি 'দোষের বিষয়' না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তির পক্ষে উহা কখনই 'আদর্শ' হইতে পারে না। এই সকল কথা বিচার করিতে গেলে, স্বল্পাক্ষরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, নামাপরাধ, নামাভাস ও পরে শুদ্ধনাম—একশ্রেণীর মহাজনের কথা, আবার অপর-শ্রেণীর মহাজনের কথা এই যে, প্রথমেই যুক্তপর্য্যায়ে নামাভাস ও মুক্তি, তৎপর নাম বা শুদ্ধসেবা উভয়ে সমতাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইলেও শেষোক্ত মতের তাৎপর্য্য

এই যে, সর্ব্বাগ্রে নামাভাস, পরে ভোগময়-ধর্ম্মবর্জ্জিত ভগবদিচ্ছাক্রমে দুরাচারাদি অপরাধপ্রতিম অনুষ্ঠানের হেয়ত্বদর্শন পরিহারপূর্ব্বক উহাকেই 'ভক্তি পোষক' বলিয়া জ্ঞান হইলেও উহা—ফলোদ্গমকালাপেক্ষামাত্র, এবং তৎফলে ঐ অবস্থা হইতে পরিত্রাণ-কালে তাদৃশ অবস্থার অনধিষ্ঠানে নাম-ভজনারম্ভ দৃষ্ট হয়। এতদুভয় মতই—পরস্পর একই উদ্দেশ্য-বিজ্ঞাপক। সুধী পাঠক এ-বিষয়ে ভাষা ও বিচারের পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উভয়ের এক-তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলেই নামসাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। পরিশেষে, আর একটী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, অজামিলের নামোচ্চারণকালে অর্থবাদ বা অর্থকল্পনারূপ 'সাক্ষাৎ অপরাধ' ছিল না; সুতরাং ঐ অপরাধদ্বয়ে অপরাধী অনভিজ্ঞ স্মার্ত্তকুলের বহুজন্মব্যাপি কোটি কোটি নামোচ্চারণের সহিত অজামিলের নামোচ্চারণ কখনই একপর্য্যায়ে বিচারাধীন হইতে পারে না।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

শ্রীরাজোবাচ—

নিশম্য দেবঃ স্বভটোপবর্ণিতং
প্রত্যাহ কিং তানপি ধর্ম্মরাজঃ।
এবং হতাজ্ঞো বিহতান্ মুরারে-
র্নৈদেশিকৈর্যস্য বশে জনোঽয়ম্ ॥ ১ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিজ দূতগণের নিকট যমরাজের ভাগবত ধর্ম্মের উৎকর্ষ-কীর্ত্তন ও তাহাদিগকে (দূতদিগকে) সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্যে নিয়োগকরণ—প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

যম কহিলেন,—হে দূতগণ, অজামিল পুত্রোপচারে ভগবানের নামাভাস-উচ্চারণ করিয়া যে সাঙ্কেত্য নামাভাস করিল, সেই নামাভাসের ফলে তাহার বিষ্ণুভক্ত-সঙ্গলাভ ও মৃত্যুপাশ ছিন্ন হইল। মহাপাপিগণও নামাভাসের ফলে সদ্যই বিমুক্ত হইয়া থাকে, তাহাদিগকে আর জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। অজামিলের মুখে নামাভাস উচ্চারিত হইবামাত্র চারিটী অলৌকিক পুরুষ অতিদ্রুতগতিতে তাহার নিকট আগমন করিয়া তাহাকে যমদূতদিগের হস্ত হইতে মোচন করিয়া দিল। সেই অপ্রাকৃত রূপলাবণ্যযুক্ত বিষ্ণুদূত-চতুষ্টয়ের বিশেষ পরিচয় এই যে, তাঁহারা ভগবানের ভক্ত; সেই ভগবান্ই একমাত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্ত্তা এবং সর্ব্বজীবের অধীশ্বর। ইন্দ্র, যম, বরুণ, শিব, ব্রহ্মা, অষ্টলোকপাল এবং মুনিগণ,—কেহই তাঁহার অদ্ভুত চেষ্টা বুঝিতে পারেন না। তিনি স্বতঃপ্রকাশ, এবং অধোক্ষজ—সুতরাং প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি মায়াধীশ ও নিখিল কল্যাণগুণাকর। তাঁহার ভক্তগণও তদ্রূপ; তাঁহারা জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রায়ই ভূমণ্ডলে বিচরণ করিয়া থাকেন। পরমার্থি-জীবগণকে ইঁহারা মৃত্যু প্রভৃতি নানাপ্রকার বিপদ্ হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন।

সনাতন-ধর্ম্মের তত্ত্ব—অত্যন্ত নিগূঢ়; তাহা ভগবান্ ব্যতীত আর কেহই জানেন না। ভগবানের কৃপায় তাঁহার ভক্তগণই সেই তত্ত্ব জানিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমার, কপিল, মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, বৈয়াসকি, শুকদেব ও যম—এই দ্বাদশ জন প্রধান—ইঁহারাই 'দ্বাদশ মহাজন' নামে বিখ্যাত। এই দ্বাদশ মহাজন ব্যতীত কর্ম্মিগণের নিকট 'মহাজন' বলিয়া পরিচিত জৈমিনী প্রমুখ শাস্ত্রপ্রণেতৃগণের বুদ্ধি—দৈব-মায়া দ্বারা বিমোহিত ও ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রয়ীর আপাত-মধুর বাক্যজালে তাহাদের চিত্ত জড়ীভূত। সুতরাং তাহারা দ্রব্য, অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদিদ্বারা বিস্তৃত বহুকষ্টসাধ্য কর্ম্মযজ্ঞে প্রবৃত্ত হয়; সুখসাধ্য নামকীর্ত্তনাদিতে তাহাদের মতি হয় না। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ ভগবানে ভক্তিই করিয়া থাকেন। নিরপরাধে নামসঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি। ভক্তগণ কখনই